বিমলপ্রভা

শ্রীবিনোদবিহারী পাল এম্ এস্ সি

প্রকাশক—শ্রীসীতানাথ পাল
ঘড়িসার, ফরিদপুর

১৩৩[illegible]

মূল্য এক টাকা

উৎসর্গ

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

শ্রী কে

. নিদর্শনস্বরূপ

সাদরে

প্রদত্ত হইল।

তারিখ শ্রী

নিবেদন

পারিবারিক বন্ধন শিথিল না করিয়া সংসারকে প্রকৃত সন্ন্যাসীর আশ্রমে পরিণত করিতে চেষ্টা করা বাতুলতার পরিচায়ক হইলেও ভারতের শীর্ণ সমাজকে রক্ষা করিতে 'নান্যঃ পন্থাঃ" দেখিয়া ঐ পথেই হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হওয়াও শ্রেয়ঃ মনে করি। কর্ম্মী সন্ন্যাসী হইয়াও সংসার ছাড়িয়া যান না। দারিদ্র্য কি স্বাচ্ছন্দ্য সকলকে লইয়াই তাঁহারা ঘর করেন এবং সমাজের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া থাকেন। সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণের সমক্ষে তাহারই একটি ক্ষুদ্র চিত্র উপস্থিত করিলাম।

বিনীত

গ্রন্থকার

প্রাপ্তিস্থান—

১। গুরুদাস চাটার্জি এণ্ড সন্‌স,

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট।

২। মিশন লাইব্রেরী,

১০।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।

৩। প্রকাশক

পোঃ খাঁড়সার, ফরিদপুর।

৪। গ্রন্থকার

৩৫।৪ ক্যানেলওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা

বেঙ্গল প্রিণ্টার্স লিমিটেড কোং

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত,

৬৩নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিমলপ্রভা

নন্দাগ্রাম

জোয়ারের পর ভাঁটা, বসন্তের পর বর্ষা, আলোর পর অন্ধকার, হ্রাস বৃদ্ধি, উত্থান পতন, ঘাত প্রতিঘাত,—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম,—ইহাই কালের নিয়ম। সৃষ্টির গোড়া হইতে এইরূপ ওলট-পালট চলিয়া আসিতেছে।

পদ্মা সেই খেলাই খেলিতে খেলিতে চর পল্লী, হাট বাজার, দালান বালাখানা সব চূরমার করিয়া দেয়, এক গ্রাম ভাঙ্গিয়া আর এক গ্রাম গড়িয়া তুলে। তাহারই তরঙ্গ কত রাজার কীর্ত্তি লইয়া, কত স্বাধীনতার গাথা গাহিয়া কল্‌কল্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, পরিবর্ত্তনের চর সাজিয়া কত কার্য্য যে করিয়া যায়—তাহার সংখ্যা নাই, অবধিও নাই। বিপুল জলরাশি কঠিন তুষারস্তূপে পরিণত হইলেও সন্ন্যাসীর মত সারা বছর পাহাড়ের চূড়ায় বসিয়া থাকে না, বিনা

স্বার্থে ধরায় আসিয়া ধরিত্রীর বুক ভাসাইয়া চলে-- নিশ্চয়ই প্রকৃতির মর্ম্ম-কথা সে বুঝিয়া থাকিবে।

"সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকবাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥"

এই মন্ত্রেই দীক্ষিত হইয়া ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে তাহার কর্ম্ম সে করিয়া যায়।

এই ভুবঙ্গ নদীই নন্দাগ্রামের দক্ষিণ সীমা অতিক্রম করিয়া তাহার প্রায় আধখানা উদরসাৎ করিযাছে।

সে প্রায় ৫০ বছরের কথা, যখন এই পদ্মার ভয়ে বিক্রমপুর শুদ্ধ থরথর কম্পিত হইতেছিল। শত শত বংসারের বাগ বাগিচা, ভিটাপুকুর, সবই স্রোতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছিল। পদ্মাবিধৌত-পাদ উদ্যানের ছিন্নাবশিষ্ট লতিকাটী পর্য্যন্ত বুকের ফুল্ল কুসুম বুকে করিয়া জলে গা ঢালিয়া দিত। ইহার প্রকোপে দরিদ্র কৃষকেরা জীবন হইতে প্রিয়তর দুই চার বিঘা জমী পর্য্যন্ত হারাইয়া পথের ভিখারী সাজিয়াছে—রামরাজ্য থাকিলে এই দুঃখের কথা বলিতাম না।

সেই নন্দাগ্রামের জমীদার উমাপদরায় মহাশয়ই কলিকাতায় উমাপদবাবু নামে পরিচিত ছিলেন। [illegible] তাঁহার নন্দন-কাননোপম সাজান বাগান, রাজ-[illegible]

মনোরম অট্টালিকা পদ্মার জলে বিসর্জ্জন দিয়া পরে কলিকাতাবাসী হইযাছেন। তিনি সেখানেই বহুদিন ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বেই একমাত্র পুত্র সিদ্ধেশ্বরেব বিবাহকার্য্য সমাধা করান। বিশেষ চেষ্টা কবিযা ভগবতীস্বরূপা পুত্রবধু যোগাড করিযাছিলেন। সত্য সত্যই ভগবতী আসিয়া উমাপদ বাবুর ঘর আলোকিত করিযাছিল। দুঃখের বিষয পুত্রেব সংসার সাজাইতে না সাজাইতে পিতাব ডাক পড়িল।

পিতৃবিয়োগের পব সিদ্ধেশ্বব বাবুর দিন কোন প্রকার অতিবাহিত হইতে চলিল। বধূমাতাবও যৌবন গেল, প্রৌঢত্ও চলিল, কিন্তু পুত্রবতী হইলেন না। অনন্তব প্রায চল্লিশ বৎসর বযসে এক পুত্র প্রসব করিলেন এবং তাহার এক বৎসর পরই আব এক কন্যা প্রসব করিযা প্রসূতি ইহধাম ত্যাগ কবিলেন।

মাতৃহারা শিশুদ্বযের চিন্তায সিদ্ধেশ্বর বাবু চার পাঁচ বৎসব ব্যাপি বিশেষ যাতনা বোধ করিতেছিলেন। একদিন পুবোহিতকে ডাকিযা জিজ্ঞাসা করিলেন "এই শিশু দুইটাকে বাঁচাইবাব কি উপায কবি? খুঁজে যত্ন নিবাব যে কেহই নাই। ঝী চাকব দিযে কিছুই ঠিক চল্‌ছেনা।" পুরোহিত ঠাকুর অবলীলাক্রমে বলিযা

ফেলিলেন "একটী বয়স্থা পাত্রী খুঁজে বিবাহ করুন না। তবেইত সব চুকে যায।"

"এই বযসে বিবাহ কবা কি উচিত? আমি নিজে অনেক ভেবে দেখেছি কিন্তু কিছুতেই কিছু ঠিক কবে উঠতে পাচ্ছি না।"

"আপনাব চেযে অধিক বযসে ও যে অনেকে পাণিগ্রহণ ক'বে থাকে, নচেৎ কি এই শিশু-সন্তান দুটোকে মেবে ফেল্‌বেন? পাডাব হবিহব বাবু পযষট্টী বৎসর বয়সে বিবাহ কবেও তিনটী সন্তান রেখে গেছেন, আপনাবত সবে বযস তিপ্পান্ন বছব।"

"তবে ভাল মনে কবলে আপনিও দেখুন, আমিও খুঁজি, দেখি একটী বযস্থা পাত্রী মিলে কিনা।"

অতঃপব পুবোহিত ঠাকুর ঘটককে সংবাদ দিযা পাত্রীব অন্বেষণে বাহিব হইলেন। বহু খুঁজিযা ঘটক এক পাত্রী জুটাইলেন,—নাম সুষমা। সুষমা মাতুলান্নে পবিপুষ্টা। মাতুলালয নন্দাগ্রাম হইতে প্রায ক্রোশাধিক ব্যবধানে। সেখানে সুষমাব শিশুকাল অতিবাহিত। পাডাগাযের বালক বালিকাব সাথেই তাহাব চতুর্দ্দশ বৎসর কাটিযা গিযাছে। সেই গ্রামেব ঈশ্বব সেনের কনিষ্ঠ পুত্র প্রাণপ্রিয সুষমাব শৈশবেব সাথী ছিল। নিত্যক্রীডা ও আমোদ

প্রমোদ প্রসঙ্গে প্রাণপ্রিয়েব সাথে সুষমার সখ্যভাব যে উত্তবোত্তব দৃঢ হইয়া আসিতেছিল তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইত। প্রাণপ্রিয বংশমর্য্যাদায সুষমাব পিতাব নিকট হীন নহে। বযসে সুষমাব ছোট না হইলেও বেশী বড নয। প্রাণপ্রিয়েব কমণীয কান্তি ও বিবিধ গুণে পাড়াব সকলেই মুগ্ধ। ষোডশের ঘব পাড হইতে না হইতেই প্রাণপ্রিয প্রবেশিকা পরিক্ষায উত্তীর্ণ হইযা স্বর্ণ-পদকে ভূষিত হইল এবং উচ্চ শিক্ষাব জন্য মন স্থিব কবিল।

বযস স্বভাবের চালক, যৌবন জীবনেব সন্ধিস্থল,—এই সময চঞ্চলতা স্বভাব সুলভ। সত্য সত্যই সুষমা ও প্রাণপ্রিয়েব মধ্যে চুপি চুপি এক আধটুক চঞ্চলতা আসিযা জুটিল। পবস্পরেব প্রাণেব টানটাও বুঝিতে বাকী রহিল না। দেখা হইলে বাজে কথায সময কাটিযা যাইত বটে— কিন্তু সুষমাব বুক ফাটিত তবু মুখ ফুটিত না। একদিন সুষমা, তাহাব দিদি মা প্রভৃতি বহু লোক ঈশ্বব বাবুব নৌকায তৈল সিন্দুব দিবার উপলক্ষে সিদ্ধেশ্বরীব মন্দিবে গিযাছিলেন। সেই দিনই মন্দিরের দুযাবে কে যেন কি দিযা কাহাকে বান্ধিযা আসিল—কেহ জানিতে পারিল কিনা জানি না, কিন্তু প্রাণপ্রিয়ের কনিষ্ঠা ভগ্নী 'কিরণ' তাহার একটুক্ আব-হাওযা পাইল। পর দিবস প্রাণপ্রিয ঢাকা

যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইযা সুষমাব সাথে দেখা করিতে আসিলে, উভযের মধ্যে অনেক কথা বার্ত্তা হইল, কিন্তু কেহ কাহারও পানে সরল ভাবে দৃষ্টি কবিতে পারিল না , অনেক সময কাটিযা গেল, ভুলে যাত্রার কথা শুনাইবারও আব অবসব হইল না। অনন্তব প্রাণপ্রিয এ্যস্তব্যস্তে "সুষমা ! আমি যাই," বলিযা সংক্ষেপে বিদায লইতে বাধ্য হইল। ম্রিযমানা সুষমাব মুখ অবনত হইল। অমনি কৃষ্ণ-কুন্তল-কাননাকীর্ণ দুইটী হবিণ-নেত্র হইতে কয়েক ফোঁটা উষ্ণ জল আসিযা গডাইযা মাটীতে পড়িল। ইতিমধ্যে প্রাণপ্রিয সডিযা গিযাছে, সুষমা আব দেখিতে পারিল না।

কিছুদিন যায , সুষমা একদিন একাকিনী বসিযা একখানা বই পডিতেছে, অমনি ঠাকুর মা আসিয়া হাসিয়া কহিতে লাগিলেন "সুষমা, এতদিনে তোব ফুল ফুট্‌ল ! ঈশ্বর বাবু অনেক টাকা চাহিযা ছিলেন,—যা'ক্‌ সেই সম্বন্ধ , তাব চেযে ভাল ঘর জুটিযাছে,—কালই তুই জমিদারের গিন্নি।" সুষমা শুনিয়া শিহরিযা উঠিল, হাতেব পুঁথি খসিযা পড়িল, মুখে মেঘের কালিমা দেখা দিল ! ঠাকুর মা কিছুই বুঝিলেন না , শুধু নীরব নিশ্চলতাই তাহার সাক্ষী। অনন্তর ঠাকুর মা চলিযা

গেলে সুষমা একখানা পত্র লিখিয়া তাহার মনের ক্ষোভ একটু উপশম করিল।

প্রাণপ্রিয়দা!

তুমি না জানাইয়া গেলে ত ভালই করিয়াছ, বোধ হয় আমি তোমার কেহ নই। আমার মত একটী অবলাকে অবহেলা করিলে তোমার কি আর পৌরুষ। তুমি ভাবিতে পার আমি ভুল করিয়াছি। কিন্তু যাহা একবার দিয়াছি তাহা তোমারই—অবহেলা না করিলে সময় থাকিতে কুড়াইয়া লইও। ভুলে দূরে ছুড়ে ফেলিও না, সংসারের ও সমাজের বিষাক্ত কণ্টকে সবল প্রাণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া পচিয়া গলিয়া দুর্গন্ধের সৃষ্টি করিবে। সমাজ কলুষিত হইবে। যাহা একবার দিয়াছি তাহা ফিরাইয়া লইব না।

তোমার স্নেহের

সুষমা।

কিরণ সুষমার বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া দৌড়িয়া তাহার কাছে আসিল। সুষমার মুখ ভার দেখিয়া বুঝিল সুষমা অটল, সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের কথা ভুলে নাই। সুষমা কিরণকে কাছে পাইয়াই তাহার হাত ধরিয়া চোখের

জলে বুক ভাসাইয়া করুণস্বরে কহিল "কিরণ। আমার এই শেষ অনুরোধ—আমার ঠাকুর মাকে এবং তোমার বাবাকে একবার বুঝাইয়া বল, আমি তোমাদের। আর এই চিঠিখানা তোমার দাদাকে পাঠাইয়া দিও।" দুর্ভাগ্যের বিষয় কিরণের যথেষ্ট চেষ্টা সত্বেও তাহার কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না।

দ্বিতীয় পরিণয়

সময় চলিল, বিবাহের দিন আসিল, সিমলার নহবতে টিক্‌রা কড কড ধ্বনি করিতে লাগিল, সানাইয়ের পোঁ পোঁ শব্দে চতুর্দ্দিক নিনাদিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে সমাজ পদ্ধতির নির্ম্মম শাসনে সুষমার চক্ষের জলে পৃথিবী ভাসিয়া গেল। কোন্ গুপ্ত ফোঁয়ারার উত্তপ্ত জলে সুষমা ভাসিয়া চলিল, কেহই অনুসন্ধান লইল না। বিধিমত সুষমার পাণিগ্রহণ শেষ হইয়া গেল।

সপ্তাহ পরে দেওয়াঞ্জী হিসাবের খাতা লইয়া বসিল, একে একে ময়রার দোকানদার প্রভৃতির দেনা পাওনা চুকাইয়া দিতে লাগিল—এমন সময় সিদ্ধেশ্বর বাবু খরচের ঠিক দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন "মজুমদার মশায়! এতবেশী টাকা খরচ করে ফেল্‌লেন্ কি করে? একটা নকল বিবাহে এতটাকা ব্যয়! নিকটে অন্নারম্ভের একটা ব্যয় আস্‌ছে যে, একটুক্ ভেবে চিন্তে খরচ কর্‌তে হয় না।"

সিদ্ধেশ্বর বাবু পরবর্ত্তী মাসেই বন্ধু, বান্ধব, গুরু, পুরোহিতগণকে আহ্বান করিয়া মহাসমারোহে শিশুদ্বয়ের

নামকরণ ব্যাপাব এক সঙ্গেই সমাধা করিলেন। সকলেই আহ্লাদ করিয়া খোকাকে "প্রমোদরঞ্জন" ও কচি খুকীকে "প্রভাবতী' নাম দিযা ভোজনান্তর আশীর্ব্বাদ কবিতে কবিতে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কবিলেন। শিশুদ্বয দিন দিন শুক্ল পক্ষেব শশীব ন্যায কলায কলায বাড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সুষমাও যৌবনে পদার্পণ কবিযাছে। সন্ধ্যার কুঁড়ি উষা পাব হইতে না হইতেই অরুণ-ছটায পূর্ণ বিকসিত হইয়া চৌদিকে গন্ধ ছড়াইতে আবম্ভ কবিলে অলি যেমন দিশাহাবা হইযা কুসুমেব পাশেই কেবল গুণ্ গুণ্ করিযা বেড়ায, একবাব বসে আব বাতাসে উড়াইযা দেয, তবুও কাছ ছাড়া হয না—তেমনি আমাদেব সুষমার দিকে তাঁকাইলেও বোধ হইবে, যদিও সিদ্ধেশ্বব বাবু সুষমাতে সর্ব্বস্ব অঞ্জলী দিযাছেন তবু পূর্ণমাত্রায স্থান পাইতেছেন না। বৃদ্ধ বযসে সিদ্ধেশ্বব বাবু ভাব ভঙ্গিতে তরুণ যুবক সাজিযা দেখিলেন সুষমাব অন্তরে স্থান হয কিনা—কিন্তু সমস্তই বিফল। সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট ও অনাদবে অপস্হত হইযা বৃদ্ধ অনুপায হইলেন।

সুষমার মেজাজটা খিট্‌খিটে প্রকৃতির হইযা গেল। প্রমোদ ও প্রভাব প্রতি তাহাব আদর হইতে অনাদবেব

মাত্রা বাড়িযা পড়িল। মাতৃহাবা শিশু দুইটীব জন্য সুষমার মনে কিছুমাত্র স্নেহ মমতা নাই। কযেক বৎসব বযস হইলে প্রমোদ ও প্রভাবতী বিমাতাব মুহুর্ম্মুহুঃ আদেশে কঠোর পরিশ্রম করিতে শিখিল। প্রমোদ কিছুদিন পরেই স্কুলে যাতাযাত আবম্ভ করিল এবং বাড়ীতেও পাঠের সময পাঠে নিযুক্ত থাকা বিধায বিমাতাব ভ্রূকুটী হইতে কিছু বক্ষা পাইল বটে, কিন্তু প্রভাবতীব অবস্থা শোচনীয —প্রভার অল্প বয়সেই বান্না শিখিতে হইল। ঘব ঝাড দিতে, বাসন মাজিতে এমন কি মাঘেব শীতকে অবহেলা কবিযা প্রাতে সংসাবেব সকল কাজ গুছাইতে হইত। বস্তুতঃ ঝী চাকবাণী ও প্রভাব মধ্যে কোন তফাৎ ছিলনা। অনেক সময প্রভা ক্লান্ত হইযা মাযেব কথা ভাবিযা অশ্রুজলে আঁচল সিক্ত করিত। কখন বা চোখ মুছিযা প্রমোদের কাছে আসিযা চুপ করিযা দাঁড়াইত। প্রমোদ দেখিলেই জিজ্ঞাসা কবিত “প্রভা! তুই কান্‌ছিস্ কেন ?” প্রভাও কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিত “দাদা! তুমি কি মাকে দেখ নি? মাকে দেখ্‌তে কেমন ছিল? তাঁকে দেখ্‌তে ইচ্ছা হয।” তখন প্রমোদ আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিত না। কাঁদিতে কাঁদিতে উভযে পবস্পবকে জড়াইযা ধরিযা অশ্রুজলে

উভয়ের গণ্ডদেশ ভিজাইয়া দিত। এই ভাবে কত দিন না অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

সিদ্ধেশ্বর বাবু এই সব বিষয়ের বিশেষ কিছু খবর রাখিতেন না, যেই টুকু বা রাখিতেন তাহাও বিমাতা-দের সাধারণ স্বভাব বলিয়াই উপেক্ষা করিতেন।

দিনের পর দিন আসিতেছে। প্রমোদ কিছু লেখাপড়া শিখিল এবং প্রভাও দাদার সাহায্যে অবসর সময়ে সুন্দর ভাবে কিছু লিখিয়া পড়িয়া সরস্বতীর অনুগ্রহ লাভ করিল। রামায়ণ মহাভারতের মনোরম গল্পগুলিও বেশ আয়ত্ত করিয়াছিল।

ইতি মধ্যেই দাদার বিবাহ উপস্থিত। নূতন বউয়ে ঘর শোভা করিল। বধূর নাম সরমা। কিছুদিনের মধ্যেই প্রভা ও সরমা একমন একপ্রাণ হইয়া পড়িল। কতক দিনের জন্য প্রভার দুঃখ প্রশমিত হইল। উভয়ের মুখেই সর্ব্বদা হাসি বিরাজমান। উভয়ে প্রত্যহ একসঙ্গে স্নান, একপাত্রে ভোজন না করিতে পারিলে সুখী হইত না। সহজে কেহ কাহার কাছছাড়া হইতে অসম্মত।

প্রভার বালিকা-বয়স কাটিয়া গেল, দেহ নবরাগে রঞ্জিত হইতে চলিল। অঙ্গে ঝলকে ঝলকে সৌন্দর্য্যের সৌদামিনী খেলিতে গেল অরুণ উষার আকাশ ছাড়িয়া

অধরে আসিযা বসিল, এবং কোন মৃগ যেন এই শরীব শোভা কবিবে বলিযাই স্বেচ্ছায আপন নযন হারাইতে বসিল। কি সুন্দর কটীতল-বিলম্বিত-কৃষ্ণ-কুন্তল-দাম, মুক্তা-বিনিন্দিত দশনপাটী, তুলিকা-চিত্রিত ভ্রূ, সিংহজিনি নিতম্ব, নাতিদীর্ঘ সুকোমল পবিত্র গঠন—দেখিলে নযন মুগ্ধ।

প্রভার বিবাহ

বহুদিন ত গেল। সুষমার অদৃষ্টে আর সন্তান ঘটিল না। চিত্তেও স্নেহেব ছায়া পডিল না— অদৃষ্টের এমনই ফের, আপন ঘবে সুশোভন পুত্র কন্যা থাকিতে তাহারা গুরু কি লঘু একবার হাতে ধরিযা অনুভব করিল না। ধাইমা ছিল বলিযাই প্রমোদ ও প্রভা জীবিত। হিংসা ও অবহেলা বহুদিন হইতে স্নেহ মমতার স্থান অধিকার কবিযা বসিয়া ছিল, এখন নীরবে কাজ আরম্ভ কবিল। সিদ্ধেশ্বব বাবুও বুঝিলেন এখন প্রভাকে বিযে দিতে পারিলেই তাহার কিছু শান্তি। বহু স্থানেই পত্র লিখিযাছেন, এখনও কেহ একটী ভাল ছেলের খোজ দেয় নাই।

পাশের দ্বিতল বাটীতে কযেকটী কলেজেব ছেলে থাকিত। বাডী খানা নিজের বাডী হইতে দুই তিন রশি তফাৎ। উহাব অধিকাবীও তিনি। ছেলেদের নিকট হইতে মাস মাস ভাডা পাইত। ছাত্রগণ অধিকাংশই পূর্ব্ব-বঙ্গের। প্রমোদব সাথে তাঁহারা বেশ পবিচিত। মেসে যেই দিন ভোজনেব কিছু অতিবিক্ত আযোজন থাকিত, সেই দিন প্রমোদেরও ডাক হইত। ছেলেরা

প্রত্যহ অপরাহ্নে বাটীর ছাদে উঠিয়া পবিত্র বায়ু সেবন করিতে অভ্যস্থ ছিল। মাঝে মাঝে তাশ, পাশা, দাবারও আড্ডা বসিত। বেলা অবসান হইলে প্রভা বউদিদিকে সাথে করিয়া ত্রিতলের মুক্ত বাতায়ণপাশে বসিয়া টুক্ টুকে রাঙ্গা আকাশের শোভা, উড্ডীয়মান পাখীর ঝাঁক, মিটমিটে তারা, ধনুবাকার চন্দ্র, কাদম্বিনীর কেলি প্রভৃতি দেখিয়া আপন মনে উপমার হার রচনা করিত, কখন্ কখন্ কল্পনাবলি বাক্যে প্রকাশিত হইয়া বিদ্যার পরিচয় দিত।

এক দিন সরমা প্রভাকে লইয়া ঐ উন্মুক্ত গবাক্ষ দ্বারে মনের কপাট খুলিয়া বসিল। একে একে বালিকা জীবনের সকল কথা বাহির হইতে লাগিল। অধরের টুকটুকে হাসিটুকু কথা গুলিকে রঞ্জিত করিয়া তুলিতেছিল। প্রভা উহা শুনিয়া মাঝে মাঝে হাসিত আর হুঁ করিত। প্রভা মনোযোগ দিয়া শুনিতেছে ভাবিয়া সরমা তাহার গল্প অনর্গল বলিয়া যাইতেছে। কিন্তু প্রভা আর হাসিতেছে না "হুঁ" শব্দও করিতেছে না। দৈবাৎ সরমা প্রভার মুখপানে চাহিয়া দেখে, প্রভা অন্যমনস্কা—একদৃষ্টে ঐ ক্রীড়মান যুবকদলের ভিতর থেকে কি যেন বাছিয়া লইতেছে,—চোখ দুইটী যেন ক্লান্ত হইযা বহুক্ষণ পর

এক এক বার বুজিয়া ক্ষণেকে ক্লান্তি দূর করিতেছে, আবার মুহূর্ত্ত মধ্যেই ফুটিয়া উঠিতেছে। প্রভা কি দেখিতেছে ?—দেখিতেছে একদল যুবক অক্ষক্রীড়ায় নিযুক্ত, এবং পাশে জনৈক বন্ধু দর্শনাভিলাষে উপবিষ্ট। বায়ুবিকম্পিত-কোঁকড়ানকুন্তল-কান্তি আর এক যুবক ঐ স্থানের অন্যতম দর্শক। নাম—অনুকূল। প্রভা ইহার কি দেখিতেছিল, কিছুই ঠিক বুঝা গেল না, তবু দেখা গেল অনুকূলেব দিকেই প্রভার নয়ন দৃষ্টি। অক্ষি-গোলক ঘুড়িয়া ফিবিয়া ঐ এক কমল-কান্তি বদনমণ্ডলের উপর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত কবিতেছে। সরমা অবাক। তাহাদেব নিকট তখন জগত নিস্পন্দ ও নিস্তব্ধ। অনন্তর সরমার মুখ ফাটিয়া তুইবার বাহিব হইল—"প্রভা তুমি কি দেখ ?" মুহূর্ত্তমধ্যে প্রভাব মুখ অবনত হইল—যেন লজ্জাবতী লতাব গাযের উপব কাহাবও আঁচলেব বাতাস বহিযা গেল। সবমা পুনরায প্রশ্ন কবিল—"তুমি আমার গল্পেব কোনটুক্ শুন্‌লে ?" সুচতুরা প্রভা সবমাকে ভুলাইবাব ছলে একটুক্ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল "না, বৌদি, এতক্ষণ তোমাব কথাই শুনেছি, তবে যখন তুমি বল্‌ছিলে তোমার ৮।১০ বৎসর বযসে তুমি তোমার দাদার জন্য লুচি মোহনভোগ তৈযের কর্ত্তে এবং তোমার দাদাও

স্কুল থেকে এসে তাই খেতেন, তখন আমিও ঐরূপ আর একটা কথা ভাব্‌ছিলুম।

সবমা—কথাটা কি প্রভা ?

প্রভা—দাদা আমাব চিবকালই কষ্টে কাঁটাচ্ছেন। তাঁকে একদিনও বিকাল বেলা খাবাব খেতে দেখিনি। সরমা একটু লজ্জান্বিতা হইয়া বলিল "কেন। তুমিত তা নিজেই তৈযের করে দিতে পাব্‌তে ?

প্র—মায়ের কথা ছাডাত কখনো কিছু করিনি—তাই দিতুম্ না,—বোধ হয় ক্ষুধা পেলে দাদা দোকান থেকেই খাবার খেতেন।

আকাশ অন্ধকাব হইয়া আসিল , একটী একটি কবিযা তারকা ফুটিতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার গ্যাসের আলো গুলিও হাসিযা উঠিল। সরমা ও প্রভা গবাক্ষদ্বাব রুদ্ধ করিয়া গৃহের কার্য্যে মন দিল।

এদিকে সিদ্ধেশ্বব বাবু বৎসবাধিক কাঁশ রোগে ভুগিযা ভুগিযা বডই কাতব। ইচ্ছা—প্রভাকে বিবাহ দিযা সংসারটা ঠিক করিযা রাখিয়া যান। বহুদিন যাবৎ ভাবিতেছেন—প্রমোদকে মনের কথা খুলিয়া বলেন। অনন্তর একদিন রাত্রিতে আহারান্তে প্রমোদকে নিজেব শোবার ঘরে ডাকাইযা প্রভাব বিবাহকথা উত্থাপন করিলেন।

সিদ্ধেশ্বর—বাবা প্রমোদ! দিন দিনই আমি কাতর বোধ কচ্ছি। আমার ইচ্ছে, প্রভাব বিবাহ শীগ্‌গীর সমাধা হয়ে যাক্ ।

প্রমোদ—তবে আমি কালই ঘটককে ডেকে পাত্র অনুসন্ধানে পাঠাচ্ছি।

সিদ্ধেশ্বর—দেখ বাবা, পাত্রটী যেন একটু সুশ্রী ও শিক্ষিত হয়।

সুষমা পাশের অন্ধকার কোঠায় বসিয়া সকল কথাই শুনিতেছিল।

সিদ্ধেশ্বর—প্রমোদ। তোমায় আর এক কথা জিজ্ঞেস কচ্ছি—সরল ভাবে উত্তর দিও। খুব সম্ভব তোমার ভাই কি বোন আর কিছুই জন্মিবে না। আমিও বোধ হয় আর অধিক কাল এ ভাবে থাক্‌তে পারব না। আমার ইচ্ছে, তোমাদের সকলকেই কিছু কিছু দিয়ে সকলের দাবীই চুকিয়ে যাই।

প্রমোদ কিছুক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া উত্তর করিল—"আপনি যাহা ভাল বুঝ্‌বেন তাতেই আমরা সম্পূর্ণ রাজী, আপনার কথায় আমার কিছুমাত্র আপত্তি থাক্‌তে পারে না।

সিদ্ধেশ্বর—আমি মনে কচ্ছি তোমার বিমাতাকে

দু আনা, প্রভাকে চার আনা দিয়ে বাকীটা তোমার নামে উইল করে রেখে যাই।

সুষমা শুনিযা জ্বলিয়া উঠিল। হিংসায ও ক্ষোভে কিম্ভূত কিমাকার রূপ ধারণ কবিল,—কিন্তু কেহই দেখিল না, অন্তরের ক্ষোভ অন্তরের আঁধারেই মিশিযা গেল। প্রমোদ, "আচ্ছা তাই ভাল" বলিযা উঠিয়া গেল। সিদ্ধেশ্বর বাবু ঘুমাইয়া পড়িলেন।

বজনী গভীব হইতে চলিল, জগৎ অলস হইযা দিবসের ক্লান্তি দূব করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক শান্ত মূর্ত্তি ধাবণ কবিল। কিন্তু হায। সুষমার আব ঘুম হইল না, ঘটিকা যন্ত্রটাবও টুকটাক্ আর ফুরাইল না। পাঠক পাঠিকা সন্দেহ করিতে পারেন, যদি এমন সময় লিখক বাবু ঘটনাস্থলে রহিযা থাকেন তবে তিনি দ্বারোয়ানের অর্দ্ধচন্দ্র অথবা মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা না লইযা ফিবিতে পাবেন নাই। আমি সাহস করিযা বলিতে পারি উপন্যাস লেখকগণ কল্পনার পায়ে ভর করিয়া নীরবে যথা তথা ভ্রমণ করিতে পারে। তাঁহারা গভীর নিশিথেও প্রণয়িণীর প্রেম-চুম্বন, সতীর পতিসেবা, মানুষের বিচিত্র মানসপট দর্শন করিয়া থাকেন। অসূর্য্যম্পর্শা রমণীর মুখও তাঁহাদের নিকট অবিরত অবগুণ্ঠন মুক্ত, মন্ত্রণা-ভবনও

অনর্গল। সুষমা মনে মনে কত কি জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল কিছুতেই কিছু স্থির কবিতে পারিল না।

ক্রমে রজনী প্রভাত হইল। অংশুমালী রক্তিম অংশুজালে গগণ ছাইযা ফেলিল। নিশার নিদ্রিত জগৎ পুনবায জাগিয়া চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। এদিকে প্রমোদও এক পেযালা চা পান করিযা দপ্তরখানায গিযা বসিল। অমাত্যবর্গ আসিযা নানা প্রশ্ন ও প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতেছে। কেহ যথাযুক্ত উত্তব পাইযা সন্তুষ্ট চিত্তে ফিবিযা যায, কেহ বা অধিক অনুগ্রহ আশায বসিয়া থাকে।

ত্রাস্তব্যস্তে প্রমোদ তাঁহাদেব সমস্ত কাজ গুটাইযা কামাবখাড়া কাছাবীব নাযেব প্রদ্যোতকুমার বন্দোপাধ্যায মহাশযের নিকট প্রভাব বিবাহবিষয বিস্তাব কবিযা লিখিযা পাঠাইলেন, এবং একটী ছেলেব কথাও উল্লেখ করিল, সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত দুই একজন ঘটককেও বাবার অভিলাষ জ্ঞাপন করাইল। অধিকন্তু ঘটকদিগকে বলিয়া দিল "অর্থ যাহা দবকার আমি দিতে রাজী, কিন্তু পাত্র সুশ্রী, সুস্থ, সুশিক্ষিত ও সৎকুলোদ্ভব হওযাই আমার একান্ত ইচ্ছা।" এই বলিযা প্রমোদ ঘটকদিগকে অভিবাদন করতঃ বিদায দিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

এদিকে বিশ্বস্ত বৃদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চিঠিখানি পাইয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি বহুকাল ধরিয়া একটী আশা হৃদযে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, কখন তাহা প্রকাশ করিবার অবসর পান নাই। আজ সময পাইযা মনোভাব ব্যক্ত কবিলেনঃ—যে দিন নন্দাগ্রাম পদ্মার জলে গা ঢালিযাছে, সেই দিন থেকে উমাপদ বাবু বিক্রমপুব ত্যাগী। শুধু সম্পত্তি বক্ষাব নিমিত্তই এই স্থানে কাছারী কবিযা একটী নাযেব দিযা কাজ চালাইতেন। উমাপদবাবু কখনও ফিরেন নাই তবে সিদ্ধেশ্বর বাবু বৎসারান্তে ষ্টেট্ দেখিতে এক আধ বাব এখানে আসিযা থাকেন। আমাব বিশ্বাস যদি প্রভাবতী নিকটে কোনও সুপাত্রে অর্পিত হইত, তবে সিদ্ধেশ্বব বাবু এখানকাব জমীদাবী সূত্রের ঘনিষ্ঠতা ব্যতিরেকে আত্মীযতার বন্ধনেও আবদ্ধ থাকিতেন।

অনেক অনুসন্ধানেব পব বন্দোপাধ্যায মহাশয দক্ষিণ বিক্রমপুবেব 'নগর' গ্রাম নিবাসী ৺নৃপেন্দ্র নারাযণ রাযচৌধুরী মহাশযের একমাত্র পুত্র অনুকূলেব স্বভাব চরিত্রের বিশেষ প্রশংসা শুনিয়া প্রমোদ ও সিদ্ধেশ্বর বাবুর নিকট এক পত্র লিখিলেন। নৃপেন্দ্র বাবু রাজনগব-রাজবংশোদ্ভব একজন সম্মানী লোক ছিলেন। সঞ্চিত ধন

তত বেশী রাখিয়া যান নাই, তবে বৎসরের আয়ের দ্বারা সুন্দর রূপে সংসার নির্ব্বাহ হইত। অনুকূলের বয়স তখনও ২৪ পার হয় নাই, সে বৎসরই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। নৃপেনবাবুর বিধবা স্ত্রী বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে রাজী হইলেন এবং স্বেচ্ছাক্রমেই অর্থগ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। বন্দোপাধ্যায় মহাশয় পত্রে সকল বিষয়ই খোলা করিয়া লিখিয়াছিলেন। প্রমোদ চিঠি পাইল। বর তাহার পুরাতন বন্ধুদেরই একজন, সুতরাং বাবার অনুমতি লইয়া প্রমোদ এই প্রস্তাবে সম্মতি দিল। অনন্তর এক শুভদিন ধার্য্য করিয়া প্রজাপতির বাঞ্ছিত কর্ম্ম সমারোহে সমাধা করিল।

প্রভার দুঃখের রজনী প্রভাত হইল। এতদিনে অনুকূলের সাথে মিশিয়া প্রভার প্রতিকূল অদৃষ্ট অনুকূল হইল, কিন্তু সুষমার স্বভাবে আর আবর্ত্ত পড়িল না—অন্তরের আঁধারে হংসা ফণা বিস্তার করিয়াই রহিল। যাহা হউক প্রমোদ ও প্রভা উভয়ই তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত, বিমাতা বলিয়া কাহারও নিকট পরিচয় দিত না।

প্রভা পিতা, মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি সকলকে যথাযুক্ত

অভিবাদন করিয়া সজল নেত্রে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বামীগৃহে যাত্রা করিল। সেই স্থানেই সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

প্রাণপ্রিয়ের বিলাত যাত্রা

প্রাণপ্রিয় যখন কলিকাতা কলেজে অধ্যযন করিত তখন মাঝে মাঝে আসিযা সুষমার সাথে দেখা কবিত এবং সেই সূত্রে সে সিদ্ধেশ্বর বাবুব নিকটও বেশ পরিচিত। সিদ্ধেশ্বরবাবু প্রাণপ্রিয়কে শিক্ষিত ও শান্ত দেখিযা তাহাকে বেশ আদর করিতেন। কালক্রমে প্রাণপ্রিয বিশ্ববিদ্যালযের শ্রেষ্ঠ উপাধি অর্জ্জন করিল। বহুদিন হইতেই প্রাণপ্রিযেব মনে বিদেশভ্রমনেব একটী আশা খেলিতেছিল। একদিন লজ্জা ত্যাগ করিযা সুষমার নিকট বিলাত যাত্রার কথা পাডিল এবং প্রসঙ্গ-ক্রমে নিজেব অর্থাভাবের কথাটীব সূচনা করিতেও বাকী বাখিল না। সুষমা অতিশয চতুরা মেযে। প্রাণপ্রিযের মনেব ভাব বেশ বুঝিতে পারিয়া সেই দিবসই স্বামীর নিকট প্রস্তাবটী উত্থাপন করিতে মনস্থ করিল। বজনীযোগে স্বামী শয়নগৃহে আসিলে সুষমা আবদার কবিয়া বলিল, "নাথ, আপনাকে আমার একটা কথা রাখতে হবে। প্রিয বিলাত যাত্রায় মনস্থ করেছে। তাহাকে কিছু অর্থ দিয়া সাহায্য

না করলে কিছুতেই সে তাহার মনস্কাম সিদ্ধ করতে পারবে না। বিশেষতঃ কাহাকেও বিদ্যার্জ্জনে সাহায্য করা পুণ্যের কাজ। আমার এই অনুরোধ।

সি—সুষমা! তোমায় আমি কিছুতেই অসন্তুষ্ট করতে ইচ্ছে করি না। প্রাণপ্রিয়কে আমি বেশ ভালবাসি। সে নিজেই কথাটা আমার নিকট বললে হ'ত। আচ্ছা তাকে আমার সাথে দেখা করতে বলো। তবে একটা কথা—প্রাণপ্রিয়কে কথা দেবার আগে প্রমোদকে একটু বললে ভাল হয় না?

সু—আপনার মন থাকলে প্রমোদ আপত্তি কল্লেইবা কি।

সি—না, তা অসম্ভব। প্রমোদকে আমি জিজ্ঞেস্ না করে পাচ্ছি না।

সু—আচ্ছা তাই হোক্।

পরদিন সিদ্ধেশ্বরবাবু প্রমোদকে ডাকিলেন। প্রমোদ আসিয়া শান্তভাবে পিতার পাশে বসিল। সিদ্ধেশ্বর বাবু বলিলেন, "প্রমোদ! তুমি বোধ হয় প্রাণপ্রিয়কে চেন, তাহার জ্ঞান-পিপাসা বিশেষ বলবতী। গত কাল কিছু সাহায্য পাবার আশায় এখানে এসেছিল। আমি তোমার মত নিয়ে তাকে ঠিক উত্তর দেব ভাবছি তুমি কেমন মনে কচ্ছ?

প্রমোদ—বাবা। আপনি থাকৃতে আমাব অভিমতের কি প্রোযোজন? আমাদের সাহায্যে প্রাণপ্রিয়বাবু মানুষ হ'তে পাব্‌লে তা ত আমাদেরই সম্মান।

প্রমোদ সম্মতি জ্ঞাপন কবতঃ পিতৃকক্ষ হইতে বাহির হইয়া তাহাব চিত্রশালায় প্রবেশপূর্ব্বক একখানা অর্দ্ধাঙ্কিত চিত্র পূর্ণ কবিতে নিযুক্ত হইল। প্রমোদ অল্লাযাসেই অতি সুন্দর চিত্রবিদ্যা শিখিযাছিল। প্রভাও দাদার ছবি দেখিযা দেখিযা সুন্দর ছবি আঁকিতে পাবিত। এমন কি দাদার ছবি দেখিয়া কার্পেটের উপর সেই ছবিবই নমুনা তুলিত। কিছুদিন পব প্রাণপ্রিয পুনবায দেখা কবিতে আসিলে প্রমোদ তাহাকে বাবার অভিমত জানাইল এবং তাহার বিলাত যাত্রায উৎসাহ প্রদান কবিয়া যাহাতে পরবর্ত্তি মেইলে রওনা হইতে পারে তাহার আযোজনে প্রবৃত্ত হইল।

উইল (দানপত্র)

এদিকে সিদ্ধেশ্বব বাবুব স্বাস্থ্য দিন দিন তিলে তিলে ভগ্ন হইতে চলিল। মুহূর্ত্তবাশি মিলিত হইযা বৎসরেব পর বৎসব অতিবাহিত কবিযা দিল। ইতিমধ্যে অনুকূলও এম্, বি উপাধি গ্রহণ করিয়া শহবে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ কবিল। এক দিন সিদ্ধেশ্বর বাবু অনুকূল, প্রমোদ ও একজন এটর্ণিকে ডাকাইযা উইল খানার খসরা করিতে আবস্ত কবিলেন। অনুকূল সিদ্ধেশ্বর বাবুর ইচ্ছানুযাযী উইল মুশাবিদা কবিয়া এটর্ণির হাতে দিল। এটর্ণি মহাশয উহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিযা সিদ্ধেশ্বর বাবুকে লক্ষ্য কবিযা বলিলেন "সব ঠিক্ হযেছে বটে, কিন্তু আপনার স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন হওয়াব পূর্ব্বেই ইহার রেজিষ্টারি হওযা উচিত।" সিদ্ধেশ্বর বাবু এটর্ণি মহাশয়ের কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন "আমিত আর আজই মরে যাচ্ছিনা। এক সপ্তাহ পবে হলেওত চল্‌বে!"

এটর্ণি—"ছি! নূতন ঘবেব নাতি না দেখে মব্‌বেন,—এ কেমন কথা!"

সি—না মহাশয, এখন যমেব নিকেশ লিখ্‌তে বসেছি , নাতির নিকেশ লইবাব সময় নেই।”

এটর্ণি—মহাশয, আমি আপনাকে মরবার কথা কিছু বল্‌ছি না। স্থির চিত্তে, সুস্থশরীবে উইল খানা স্বাক্ষরিত হইলেই কাজটা ভাল হয।

সি—আচ্ছা, তাই হবে। আপনাবা লেখাটা শেষ কবে ফেলুন।

পবদিন লেখা শেষ হইয়া গেল। সিদ্ধেশ্বব বাবুব মোট সম্পত্তি প্রমোদ, প্রভা ও সুষমা এই তিনেব মধ্যে বণ্টন কবা হইল—প্রমোদ দশ আনা, প্রভা চার আনা ও সুষমা দু আনা। তখনই উইল স্বাক্ষবিত হইল, কিন্তু বেজিষ্টাবী বাকী বহিল।

সিদ্ধেশ্বর বাবু বডই দুর্ব্বল হইযা পডিযাছেন, মস্তকও কিছু বিকৃত হইযাছে। সুষমাব আশাও নিবিতে বসিযাছে। একদিন শুনিলেন প্রাণপ্রিয বাবিষ্টার হইযা শীঘ্রই কলিকাতা পৌছিবে। শুনিযা সুষমাব পক্ষে আশ্বস্ত হইবারই কথা। সত্য সত্যই পবদিন প্রমোদ প্রাণপ্রিযবাবুকে অভ্যর্থনা কবিবাব জন্য বন্ধুবান্ধব সমভিব্যহারে হাববা ষ্টেষনে উপস্থিত হইল। সুষমা পথপানে চাহিযা রহিল এবং একখানা একখানা কবিযা

বহু মটর তাহার দৃষ্টি অতিক্রম কবিয়া চলিয়া গেল। কেহই দ্বারে আসিল না। অনন্তর অধীব হইযা সুষমা সিদ্ধেশ্বর বাবুব কামরায ফিবিয়া গেল। ক্ষীণপ্রাণ সিদ্ধেশ্বব বাবু সুষমাকে ব্যস্ত দেখিযা জিজ্ঞাসা কবিলেন, "সুষমা তোমায এত অস্থির দেখ্‌ছি বেন? কোন অসুখে কষ্ট পাচ্ছ কি?" সুষমা বলিল 'না'।,

এমন সময প্রমোদ প্রাণপ্রিয়কে সঙ্গে কবিযা দ্বারে আসিযাছে। দ্বারোযান সুষমাকে খবর দিল "বারিষ্টাব সাহেব আসিযাছেন"। অমনি সুষমা নীচে নামিযা আসিল এবং হিন্দু পদ্ধতি অনুসারে ধান ও দুর্ব্বাব দ্বাবা আদর ও অভ্যর্থনা জ্ঞাপন কবিল। প্রাণপ্রিয সিদ্ধেশ্বর বাবুব কোঠায আসিযা তাঁহাকে নমস্কার করিযা খাটেব এক পাশে উপবেশন কবিল।

তাহাব চেহারা বেশ বদলিযা গিযাছিল। সুতরাং প্রথম দৃষ্টিতে সিদ্ধেশ্বব বাবু তাহাকে চিনিতে না পাবিলেও অনুমানে স্বীকার করিযাছিলেন— এই প্রাণপ্রিয়। সুষমাব প্রথম দৃষ্টি আদব ও অভ্যর্থনা-ব্যঞ্জক হইলেও তাহার পরবর্ত্তী দৃষ্টিতে প্রাণপ্রিযের মনে বহু কথাব স্মৃতি জাগিযা উঠিল। সিদ্ধেশ্বরবাবুর কোঠায আসিয়া সুষমা প্রাণপ্রিযকে ইঙ্গিতে বলিযা

গেল "কোথাও বের হবার পূর্ব্বে আমার কোঠায় দেখা করে যেও।" প্রাণপ্রিয় সেই দিকে লক্ষ্য না করিয়া একান্ত মনে সিদ্ধেশ্বরবাবুর অবস্থা পরীক্ষা করিতেছিলেন এবং সিদ্ধেশ্বরবাবুও প্রাণপ্রিয়ের দিকেই তাঁকাইযা বহিয়াছেন। সিদ্ধেশ্বরবাবুব অনেক কথা বলিবার থাকিলেও কিছুই বলিবার শক্তি ছিলনা। সুতরাং একমাত্র অঙ্গুলীনির্দ্দেশ দ্বারা সুষমাব ঘব দেখাইযা নিজের চির বিদায়ের কথা জানাইল। ইতিমধ্যে উতলা সুষমা সাহেবকে নিজেব কোঠায ডাকিযা পাঠাইল। সাহেব উঠিযা গেল, সুষমা মনের দ্বাব খুলিযা দিল।

সুষমা—প্রিয়। তুমি ভিন্ন আমার সহায আর কে আছে? সংসারেব সুখ ত সমাজের আগুণেই আহুতি দিযাছি। বৃদ্ধ এক উইল কবে গেলেন তাতেও আমার হাত নেই। বোধ হয় তিনি শীঘ্রই আমাদের মাযা ত্যাগ করে যাবেন। সুতরাং ঐ উইল আমার ভবিষ্যতের আশাস্থল। উইল দেখ্‌লে তুমি বুঝ্‌বে আমি প্রায় হৃতসর্ব্বস্বা। মৃত্যুব পূর্ব্বেই উহা বদলাতে হবে। এই আমার প্রথম অনুরোধ—অপর কথা সবই পরে একে একে বল্‌ছি।

সাহেব চমকিযা উঠিল এবং প্রাণে প্রাণে বুঝিল,

কে যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায তাহাকে নাচাইতে চাহিতেছে। বহু চেষ্টা করিয়াও স্থিব থাকিতে পারিতেছে না। সাহেব ভাবিল—"প্রমোদ সবল হৃদয নবীন যুবক। তাহাকে আমি বড়ই ভালবাসি। সত্য বটে, সুষমার পবিচযেই প্রমোদ পরিচিত, কিন্তু প্রমোদের ধন ভাণ্ডাব আমাকে মানুষ করিযা আনিযাছে। আজ সেই স্বভাবসিদ্ধ পরহিতব্রত নির্ম্মলচরিত যুবককে বিনা কাবণে দংশন করিতে হইবে। মানুষ কি ইহা পারে। মন থেকে একটী নারীর চিত্র মুছিযা ফেলা কি তাব চেয়ে বেশী কঠিন।'"

সাহেবকে নিরুত্তর দেখিযা সুষমা বলিযা উঠিল "কি প্রিয। চুপ কবে বইলে যে? আমি কার জন্যি সর্ব্বস্ব লুটাযে দিচ্ছি?

সাহেব তবুও নীরব। সুষমার চঞ্চল চাহনি এইবার সাহেবের চিত্তকে চঞ্চল কবিতে চলিল। রমণী-সংসর্গ তাহাব শক্তি দেখাইতে উৎসুক হইল। ভাডের খাটী দুধে এক বিন্দু চনা পডিযা সব দুধ নষ্ট করিল।

চিত্ত টলিযাছে তবুও জোর করিয়া বলিতে চাহিল—সুষমা স্থির হযে বল, কি চাও?

সুষমা—আমার ঐ এক অনুরোধ।

সাহেব—অন্যায় অনুরোধ।

সু—প্রাণপ্রিয়, তুমি কি সব ভুল্‌লে?

সা—না!

সু—তবে।

সা—তবে কি?

সু—আমার কথা কি রাখ্‌বে?

সা—যদি না রাখি।

সু—তবে আমায একেবাবে ভুলে যাও।

সা—না, তোমাব আদব যে আমি.ভুলতে পাব্‌ছিনা। তোমায ভুল্‌লে অধর্ম্ম হবে। আমি জানি তুমি সতী,—তবে সমাজে কি বল্‌বে তাহা বল্‌তে পারি না। তুমি আমাব জন্যি অনেক করেছ তাই আমও তোমার জন্যি সব কবব,—বল সুষমা, এখন কি কব্‌তে হবে? তোমার চবম উদ্দেশ্য কিন্তু আমি বুঝ্‌ছি না।

সু—উইল বদলাতে হবে।

সা—উইল কোথায?

সু—এই লোহার সিন্দুকে রয়েছে।

সা—খোলবার উপায কি?

সু--আমি খুলে দিচ্ছি।

সুষমা প্রমোদের অন্বেষণে সিদ্ধেশ্বব বাবুর ঘরে গিযা

দেখে সকল নীরব। বৃদ্ধ একটুক্ নিদ্রাবেশে চক্ষু মুদিয়া রহিযাছে ; প্রভা শিয়রে বসিযা অতি সাবধানে পিতার মস্তকে হাত বুলাইতেছে। পদপ্রান্তে অবগুণ্ঠনবতী সরমা পা টিপিতেছে, আর প্রমোদ অতি নিবিষ্ট মনে ঐ কামরারই এক প্রান্তে বসিয়া রুগ্ন পিতার উপস্থিত অন্তিম অবস্থার একখানা চিত্র আঁকিতেছে। ঐ চিত্রেও সজলনয়না প্রভা কেশপাশ ছড়াইয়া পিতার পার্শ্বে বসিয়া আছে, আর সরমা পাযে হাত দিযা পিতার মুখপানে তাঁকাইতেছে।

সুষমা মুহূর্ত্ত মধ্যে চাবির তোড়া চাহিযা লইল এবং ক্ষণকাল বিলম্ব না করিযা ফিরাইয়া দিযা আসিল। প্রমোদ কাহাকে কি দিল বা কাহার নিকট হইতে কি লইল তাহা কিছুই লক্ষ্য করিল না। দিবালোকে গুপ্ত ভাবে কাজ শেষ হইয়া গেল।

পরদিবস প্রমোদ কার্য্যান্তরে গেলে সাহেব বৃদ্ধকে দিয়া একখানা কাগজ স্বাক্ষব করাইযা লইলেন। গতাসু-কল্প বৃদ্ধ বিনা বাক্যেই স্বাক্ষর করিলেন—বিষয়ের কোন অনুসন্ধান করিলেন না—কেহ অনুসন্ধান ও দিল না। সেই দিনই অপরাহ্ণে সিদ্ধেশ্বর বাবু জগতের মায়াজাল ছিন্ন করিয়া আত্মীয়গণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন।

সেবা

অনেক দিন হইল অনুকূল চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করিযাছে। এখন শহরে বেশ সুনামও করিযাছে। কলিকাতার খরচ পত্র চুকাইযা মাসিক ৫।৭ শত টাকা জমা করিতে পারে। ইহার কিছু অংশ যে সদ্‌ব্যয়ে যাইত না তাহাও নয। নগর গ্রামে তাহাদের সংসার বেশ উন্নত এবং এখন গ্রামের মধ্যে তাহারাই প্রতিপত্তিশালী।

তাহার উপর জাতীয় আন্দোলনে দ্বিপান্তরিত জনৈক বন্ধুর সংসাররক্ষার ভার পডিযাছিল। তাহাদেব উৎসাহে গ্রামে আর্য্য-নিবাস নামে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইযাছিল। সেখানে গ্রামের সকলে মিলিত হইয়া দরিদ্রের দুই পয়সা উপায়ের পথ আলোচনা করিত এবং তাহার কিছু কিছু কার্য্যেও পরিণত করিত। সম্প্রতি অনুকূলের পিতার নামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয প্রতিষ্ঠিত হইবে। অনুকূল সেই উপলক্ষে এখন বাড়ী।

এ দিকে প্রাবৃটের প্লাবিত গঙ্গার মত প্রভাবতীর সৌন্দর্য্য রাশি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মায়ের ইচ্ছা বউকে এবার ছেলের সঙ্গে দেয়। একদিন অনুকূল

মধ্যাহ্নের আহার সমাপন করিয়া আপনার পড়িবার ঘরে একটী বালিশ বগলে দিয়া খাটের উপর শুইয়া পড়িল। মাথাটী বামহাতে বসিয়া দশন পাটী নাড়িয়া নাড়িয়া পান চিবাইতেছে; ওষ্ঠাধর রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া অন্তরের গুপ্তহাসি চুপে চুপে প্রকাশ করিয়া দিতেছিল। এমন সময় মা আসিয়া অনুকূলের পাশে বসিলেন। অনুকূল মাথা ফিরাইয়া বলিল "মা তুমি এখনও খাও নাই কেন ?" মা অনুকূলকে প্রফুল্ল দেখিয়া এই বার বউমাব কথা উল্লেখ করিবেন বলিযাই আসিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া অনুকূলের প্রশ্নের উত্তর দিলেন—"ঠাকুর-কুমারের আহার এখনও শেষ হয় নাই। তাঁহার আহার শেষ হইলেই প্রসাদ নিয়া খাইতে বসিব।"

হঠাৎ তাঁকাইয়া দেখেন বউমা কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া কি যেন ইঙ্গিত করিতেছে। মা উঠিয়া আসিলে প্রভা বলিল "মা। ঠাকুর-কুমারকে দুধে সন্দেশ দিন্। মিষ্টি যাহা নামাইযাছিলাম তাহা সব ফুরাইয়া গিয়াছে।" অমনি মা আসিয়া আরও চার জোড়া সন্দেশ নামাইয়া প্রভার হাতে দিলেন। প্রভা সন্দেশ লইয়া রান্না ঘরে গেল এবং মা অনুকূলের ঘরে আসিয়া পূর্ব্বের মত বসিলেন।

মা অনুকূলের মাথায় হাত বুলাইতেছেন আর বলিতেছেন "বাবা অনুকূল, পিতৃশ্রাদ্ধের পর বউমা আমার অনেক দিন কলিকাতা যায় না। বউমাকে এবার সঙ্গে নিয়াই যেও। বোধ হয় উড়ে বামুনদের রান্না খেযে তোমার শরীর এত অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমার লক্ষ্মী মা সেখানে থাক্‌লে খাওয়ার আর কোন কষ্ট থাক্‌বে না।" অনুকূল প্রথমতঃ মাযের কথায নিষেধ উত্তর করিল। ভাবিল—প্রভা তাহার সঙ্গে গেলে মা বাড়ীতে একা খাটিযা খাটিযা অসুস্থ হইযা পডবেন। মা সংসারের কাজকর্ম্মকে কখনও কষ্ট বলিয়া মনে করেন না বরং কোনও কাজ হাতে না থাকিলে সময়কে ভার বলিযাই বোধ করেন। কিন্তু প্রভা থাকিলে সে মাকে সব কাজ করতে দিত না।

মা আবার বলিলেন "বাবা, বাডীতে আমার কিছুই কষ্ট হবে না। বউমাকে সাথে নিযে যাও, যদি আমি কষ্ট বোধ করি তবে আবার নিযে আসব।" অগত্যা মাব কথায অনুকূল চুপ করিযাই রহিল। মা, "এখন ঘুমাও" বলিযা রান্না ঘরে গিয়া খাইতে বসিলেন।

প্রভা পরিবেশন করিতেছে, খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিযাছে। প্রভা দুধেব বাটী মায়ের সম্মুখে দিয়া

তাহার ভিতর এক জোড়া সন্দেশ ছাড়িয়া দিল। মায়ের আর কিছু দরকার হয় এই ভাবিয়া প্রভা ঐ রান্না ঘরেই দাঁড়াইয়া আছে। এই দিকে দুধ খাওয়া শেষ হইতে না হইতেই মা জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, তোমার জন্যে এক জোড়া সন্দেশ রাখিয়াছত ? খাবার সময় কড়ার থেকে দুধ লইও। আহা! খেটে খেটে মায়ের আমার মুখ খানা কালি হয়ে গেছে।" এই বলিয়া তিনি আহারান্তে এটো হাত মুখ ধুইযা ঘরে গেলেন। প্রভাও মাযের ঐ উচ্ছিষ্ট পাত্রে ভাত লইয়া আহারে বসিল।

মা ঘরে আসিয়া মেজের উপর একটী শীতল পাটী বিছাইয়া গা ঢালিতেছেন এমন সময় প্রফুল্লের মা সাদার কৌটাটী হাতে করিযা পাটীর এক পার্শ্বে আসিযা বসিল। প্রফুল্ল জন্মাবধি পিতৃহীন, কিন্তু মাতৃস্নেহের পূর্ণতা হেতু পিতার অভাব বোধ করে না। এখন বয়স চার পাঁচ বছর। প্রফুল্লের মা অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিলেও কথায় কথায় উচিত উত্তর দিতে কাহাকেও রেহাই করিত না, সুতরাং সকল বাড়ীতে তাহার স্থান হওয়া দুষ্কর। তবে যাহাদের খুব ভাডী সংসার তাহারা প্রফুল্লের মাকে না ডাকিয়াও পারিত না। এই বিধবা রমণী একহাতে দশ

জনের কাজ গুছাইযা লইতে পারিত। এই ভাবে পরের বাটীতেই তাহাব অধিক সময কাটিত এবং যখন একটুক্ সময় হইত তখনই প্রফুল্লের প্রফুল্ল মুখ খানা বক্ষে করিযা অনুকূলের মায়ের কাছে আসিয়া দিনের হিসাব ও মনের ব্যথা জানাইত। অনুকূলদের বাড়ী আসায় কিছু স্বার্থ যে ছিল না এমন নয়।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রভার চিত্তে মাতৃস্নেহের সুপ্তধারা গুপ্তভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। সুতরাং প্রফুল্লকে দেখিলেই সে তাহাকে কোলে করিযা পয়সাটা, টাকাটা যখন যাহা কিছু হাতে থাকিত তখনই তাহা প্রফুল্লের হাতে দিত। বিশেষতঃ প্রভা এই উপাযহীন বালক ও তাহার মাতার কষ্ট কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত না।

প্রফুল্লের মা প্রফুল্লকে ছাডিযা দিযা গিন্নি মার সাথে কথা কহিতেছে। গিন্নিমাও মাঝে মাঝে আদরের সম্ভাষণে প্রফুল্লকে ডাকিতেছেন। কথাচ্ছলে গিন্নিমা প্রফুল্লের মাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন "আজ প্রফুল্ল কি খাইয়াছে ?"

প্রফুল্লের মা—"তোমাদের ঘরেব জিনিষই প্রফুল্লের জীবন। তোমার এই লক্ষ্মী বউমা না আসিলে না জানি আমার এই প্রফুল্ল কতই কষ্ট পাইত। তুমি পরশু যেই মাছটুকরা দিয়াছিলে তাহাই রাখিয়া রাখিয়া প্রফুল্লকে

তিন দিন সন্তুষ্ট করিয়াছি। আজ আবার বউমা প্রফুল্লের হাতে একটা গোটা সন্দেশ দিল। আমার জন্য আর ভাবনা করি না—একমুটো আলা চাউল আর জঙ্গলের একগোছা শাক হইলেই দিনটা বেশ চলে যায়।”

বউমার দয়ার কথা শুনিয়া গিন্নিমা বড়ই আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন—‘এই বউ ঘরে আসা অবধি আমার সংসার উন্নত,—এই লক্ষ্মী বউমা দুদিন পবেই আমার ঘর অন্ধকার কবিয়া কলিকাতা যাইবে—বোধ হয নিজে না খাইয়া বউমা অনেক সময় অনেক জিনিষই প্রফুল্লেব হাতে দিযা থাকে। কই আমিত একদিনও কিছু দিতে দেখি নাই। দেখিলে বরং ঘর থেকে আবার নিযা তাই বউমার হাতে দিতাম।

এই প্রকার প্রভার বিষযে নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে দুইটী প্রশান্ত নেত্রের কোণ হইতে দুই ফোটা হীরা গলিযা গডাইযা পড়িল। প্রফুল্লের মা ইহা লক্ষ্য করিযাছে—রমণী সম্পূর্ণ অপ্রতিভ। ভাবিতেছে—‘বলিযা কতই না জানি অন্যায় করিয়াছি। আমি গেলেই না জানি গ্লানির ঝঞ্ঝাবাতে এই ক্ষুদ্র বধূটীর কোমল হৃদয়-কুটীরটুকু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলে। কি সর্ব্বনাশই না আজ করিয়া বসিলাম।’

অনন্তর প্রফুল্লের মা নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা করিয়া শেষে প্রকাশ করিয়া বলিয়া ফেলিল "দেখ অনুর মা, তোমার লক্ষ্মী বউর কিছু দোষ নাই— দোষ আমার কপালেব। এই প্রফুল্লকে বাঁচাইতে যখন যাহা দবকার তাহা আমিই তোমার লক্ষ্মী বউর নিকট চাহিতাম। আমার মাথা খাও, বউকে কিছু বলিও না।" অনুর মা ঐ রমণীর কথায় কান না দিয়া তাকের উপর হইতে আর একজোড়া সন্দেশ নামাইয়া প্রভাকে দিয়া আসিল। আসিয়া দেখে প্রফুল্লেব মা চলিয়া গিয়াছে।

প্রায় সপ্তাহ দুই অতিবাহিত হইল। ইতিমধ্যে প্রফুল্লেব মাকে এদিকে আসিতে না দেখিয়া প্রভাবতী একটু চিন্তিতা হইল এবং মনে করিল—বোধ হয় সেই দিন সন্দেশের কথা শুনিয়া মা প্রফুল্লের মাকে কিছু বলিয়া থাকিবেন, নচেৎ প্রফুল্লেব মা আর আসেন না কেন। তাহার প্রফুল্লকে আদব করিবার ত আর কেহই নাই।

এই ভাবে আরও কয়েক দিবস চলিয়া গেল। একদিন সন্ধ্যাকালে ডেপুটী বাড়ীর ধীরেনের বউ ও নরেশের বউ পুকুরে জল নিতে আসিতেছে—উভয়ের কাঁকেই এক একটী কলসী। ঘাটলার একই সিঁড়িতে

বসিযা প্রফুল্লের মা দুইখানা বাসন মাজিতেছে। যুবতী দুইটী ধীরে ধীরে কথা .কহিতে কহিতে নীচে নামিল। সুখস্পর্শ মৃদুমন্দ সমীরণ আসিয়া মাঝে মাঝে অবগুণ্ঠন উত্তোলন কবিতেছে। এই অবসবে বৃদ্ধ শ্রান্ত অংশুমালী সিন্দুরে মেঘেব উপর ভর করিযা গাছের আড়ালে বসিয়া রমণীদের কমনীয় মুখের বিচিত্রতা নিরীক্ষণ করিতেছে। সরোবরের উত্তর পশ্চিমকোণে একটী পথক্লান্ত পথিক কেনারায ঘাসের উপর ছাতা-চাদর রাখিযা গণ্ডূষে জল পান করিযা তৃষ্ণা নিবারণ করিল। পুনবায ছাতাচাদর লইযা একবার শূন্যে একবার জলে তাঁকাইযা ধীরে পথ চলিতে লাগিল।

অবগুণ্ঠনই প্রতিবন্ধক—পথিকের স্থির দৃষ্টির নিকট রূপ কি যৌবন কিছুই প্রকাশ পাইল না। আবরণমুক্ত হস্ত দুইখানা কঙ্কনেব শব্দে ঝন্ ঝন্ করিয়া রূপের কথা কিছু কহিয়াছে সত্য, কিন্তু পথিক তাহা শুনে নাই কি দেখে নাই। সে ঐ ছোট ছোট তরঙ্গে ভাঙ্গা বীচিগুলিব মধ্যে মুখের অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব দুইখানাই দেখিতেছিল। রমণীদ্বয়ও এতক্ষণ নীরব ছিল না। তাহাবা তাহাদের কথা কহিতেছিল। প্রফুল্লেব মা কান পাতিযা উহা শুনিতেছে।

১ম বউ—কাল শুনিলাম, ডাক্তার বাবু নাকি এইবার প্রভাবতীকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

২য় বউ—সত্যই কি? সে ত সুখের কথা। কার কাছে শুন্‌লে দিদি?

১ম—কাল মা ওপাড়া বেড়াইতে গিয়াছিলেন, তিনি এসে সব বল্‌লেন।

২য়—ভদ্দর লোকের মেয়ে এতদিনে সুখেব আলাপ পাইল—এই সংসারে আসা অবধি সংসারের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি।

১ম—কিবণ, তুমি ভুল বুঝ্‌তেছ। সেও প্রভারই দোষ, প্রভাবতীই শাশুড়ীকে কোন কাজে হাত দিতে দিত না।

২য়—কেন দিদি। সে দিন শুন্‌লাম প্রভা প্রফুল্লের হাতে একজোড়া সন্দেশ দিয়াছিল বলিয়া ডাক্তাববাবুর ভয়ে প্রভাকে কিছুই না বলিয়া তাহার মা রাগে ও ক্ষোভে চক্ষের জল ফেলিযাছেন। তবে প্রভার কথা আমি আগেও জানি। বাড়ীতে সুষমা-দিদির কাছে প্রভার অসাক্ষাতেই তাহার কাজকর্ম্মের খুব প্রশংসা শুন্‌তাম।

১ম—ছিঃ। মাযের সমান বযস তাহার নামে মিথ্যা

কলঙ্ক। বরং প্রফুল্লের মা আর সেই বাড়ী যায না বলিয়া দুই তিন দিন লোক পাঠাইযাছিলেন। আরও শুনলাম ডাক্তারবাবুকে বলিযা তাহার মা প্রফুল্লেব ভবিষ্যতের একটা ব্যবস্থা কব্‌বেন। ডাক্তারবাবু চলিযা গেলে প্রফুল্লের মা বোধ হয সেই বাড়ীতেই থাক্‌বে।" এই বলিয়া রমণীযুগল পূর্ণকুম্ভ কাঁকে করিযা গৃহে ফিরিল। পশ্চাতে বাযু অঞ্চল ধরিযা টানাটানি করিযা ব্যর্থ- প্রযাস হইল।

প্রফুল্লের মা, প্রভাবতীর কলিকাতা যাইবার কথা শুনিযা অতীব ব্যথিতা হইল। শাশুড়ী, বউ উভযেই প্রফুল্লের মুরব্বী। প্রফুল্লের মা ভাবিল, যাত্রাব পূর্ব্বে বউমাব সাথে একবার দেখা কবি। সুতবাং তাডাতাড়ি বাসনপত্র যথাস্থানে রাখিয়া প্রফুল্লকে কোলে কবিয়া ডাক্তাববাবুর বাড়ী আসিল। প্রফুল্লকে দেখিবামাত্র প্রভাবতী তাহাকে কোলে তুলিযা মুখচুম্বন কবিতে লাগিল এবং কাল হইতে প্রফুল্লকে আব দেখিতে পাইবে না ভাবিযা কষ্টে ঘোমটার তল হইতে দুই ফোটা জল আসিয়া প্রফুল্লের উরুতে উত্তপ্ত কাঞ্চনেব বর্ণ ধারণ কবিল। চক্ষেব জল মুছিযা প্রভাবতী ঘরে আসিযা প্রফুল্লের এক হাতে একটী স্ফটিকের খেলনা আর এক হাতে একটা টাকা দিযা আর একবার মুখচুম্বন কবিল।

বিমলপ্রভা

এ আদর দেখিয়া কে না মনে করিবে যে যৌবনের জোয়ারের সাথে সাথে রমণীহৃদয় স্নিগ্ধ মাতৃস্নেহে ডুবিয়া যায়।

আবর্ত্ত

প্রভা শাশুড়ীর সংসারের এক কোণা খালি করিয়া অনুকূলের অনুবর্ত্তিনী হইল। গণক ঠাকুরের পাঁজিতে যাত্রাকাল শুভ হইলেও আকাশের কযেক খণ্ড মেঘ অশুভ বার্ত্তা জানাইতেছিল। অনুকূল আর অপেক্ষা করিতে পারিবে না ব'লে আজই রওনা হইবে। মা যাত্রাকালে বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা বাম পদের কনিষ্ঠাঙ্গুলী হইতে ধূলি লইয়া মুখামৃত সংযোগে অনুকূল ও প্রভার কপোল-দেশে মাঙ্গল্য ফোঁটা পড়াইয়া দিলেন। প্রভা পালকীতে উঠিল, ভৃত্য প্রভাকে লইয়া ষ্টেশনে পৌছিল। অনুকূল প্রফুল্লের মাকে মায়ের সাথে থাকিতে অনুরোধ করতঃ মায়ের পদধূলি মাথায লইযা ষ্টেশনে আসিল। ষ্টীমার ঘাটে লাগিলে ভৃত্য মধুসূদন তাহাদের পশ্চাতে পেটারা লইযা ষ্টীমারে আবোহণ করিল।

পোতখানা নঙ্কর তুলিযা ভোঁ শব্দ করিযা ঘাট ছাড়িয়াছে। উহা নির্জ্জীব হইলেও সজীবের মত সোঁ, সোঁ শব্দে জল কাটিয়া আপনার পথে দৌড়িয়া যাইতেছে। কত নারীর অঞ্চলের নিধি লইয়া ছুটীযাছে—কত

সতীর আরাধ্য দেবতাকে পাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিযাছে। মাযা নাই, মমতা নাই, কেবল আপনার পথে দৌড়াইতেছে। উত্তাল তরঙ্গের মাথা ভাঙ্গিযা প্রতিকূল স্রোতের শক্তি এড়াইয়া পোত গর্ব্বে শন্ শন্ করিযা আপনার মনে আপনার পথে চলিল। পদ্মার বাঁধায় ত কোন বিপত্তি ঘটিল না,—ঘটিল বিধির আবর্ত্তে। জলের আবর্ত্ত হারিয়া গিয়া বিধির আবর্ত্তের সাহায্য লইল।

হঠাৎ পশ্চিম গগন নীলবর্ণ ছাড়িয়া গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইল। তপন বিদায লইবার অনেক পূর্ব্বেই তমসা জগৎকে আচ্ছন্ন কবিল। চঞ্চল বিদ্যুত্‌লতিকা যেন মাঝে মাঝে দয়া করিযা নিজের আলোকে সকলকে পথ দেখাইতেছে এবং ঝটিকাও সংহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সোঁ সোঁ শব্দে আত্মশক্তি প্রকাশ করিতে আসিতেছে। যাত্রীর মধ্যে হৈ, হৈ, রৈ, রৈ শব্দ উঠিল। সারেং বাযুর অনুকূলে পোত পরিচালিত করিযাও তাহা রক্ষা করিতে পারিল না।

বিধি বাদী হইলে কার সাধ্য অন্য বিধান করে। জাহাজ ডুবিল। প্রভা ও অনুকূল একই বয়া ধরিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। তরঙ্গ সতীর শরীর মাথায় করিয়া নাচিতে লাগিল। স্রোত টানিয়া টানিয়া তাহাকে আপনার সাথে লইল। ঘাত প্রতিঘাতে দম্পতি যুগলের মুষ্টি শিথিল হইয়া

আসিয়াছে। দৈবাৎ এক তরঙ্গাঘাতে অনুকূলের হাত খসিয়া পড়িল—অনুকূল বিচ্ছিন্ন—প্রভা একাকিনী, অসাহায়া, ডুবিতে চেষ্টা করিয়া ও ডুবিতে পারিল না। দুই করের কঙ্কনে আটক পড়িয়াছে। বয়া হইতে হস্ত মুক্ত করিতে গিযা কাতব চেষ্টা বিফলই হইল,—অগত্যা স্বামীশোকবিহ্বলা ম্রিয়মানা প্রভা মরার মত ভাসিযা চলিল।

দিবা প্রায শেষ হইয়া আসিল, ঝড সরাইযা আকাশ রক্তাম্বর পরিল। রাঙ্গা রবি নদীর জলে আধখানা গা ভিজাইল। নাবিক নৌকা লইযা ঘাটে চলিল আর দস্যুদল হাল ধরিয়া স্রোতের পথে নৌকা ভাসাইল।

সকলেই ঝড়ের ভযে সময থাকিতে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইয়াছে। সুতরাং দস্যুগণ নদীবক্ষে লুণ্ঠন করিবার কিছুই পাইল না—পাইল একটা মৃতা, অঙ্গে বহু অলঙ্কার। মরাটা একেবারে লেংটা। দস্যুগণ আহ্লাদে আটখানা হইয়া মরাটা ছিপে তুলিয়া লইল। তুলিয়াই দেখে ক্ষীণশ্বাস বহিতেছে। প্রাণ আছে দেখিয়া দস্যুর দয়া হইল, অলঙ্কারে হাত দিতে ভুলিয়া গেল। রমণীর জীবন রক্ষাই সর্দ্দারের অভীষ্ট হইয়া দাড়াইযাছে!

প্রায় প্রহরেকের যত্নে সুন্দরী সামান্য সংজ্ঞা পাইয়া সর্দ্দারকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কে? কেনইবা আমাকে বাঁচাইলে? আর কাকে পাইয়াছ—কৈ, আমার স্বামী কৈ?" এই বলিযা পুনরায় তাহার মূর্চ্ছা হইল। দস্যুরা বোধ হয় ইহার কথার কিছুই বুঝিতে পারে নাই। রমণীর সংজ্ঞা আছে দেখিয়া সর্দ্দার রমণীর মূর্চ্ছিত দেহে একখানা কাপড জড়াইয়া দিল। সর্দ্দার দেখিল রমণী লজ্জা ভুলিযাছে তবু স্বামী ভুলে নাই।

ইতিমধ্যে সর্দ্দার রহিমবক্সের মনে হিন্দু রমণীর পতি-পরাযণতার কথা জাগিযা উঠিয়াছে। রহিমবক্স পুনরায প্রভাকে সুস্থ করিয়া বাক্যে আত্মবৃত্তির পরিচয দিয়া অভয প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইল না।

প্রভা দস্যুর হাতে পডিযাছে জানিয়া বিন্দুমাত্র বিস্মিতা না হইয়া বরং স্বেচ্ছায় আভরণ অঙ্গমুক্ত করিয়া রহিমবক্সের হাতে দিল। রহিম অবাক্ নিস্পন্দ পুতুলের মত বসিয়া রহিল; ভাবিল—"কোন হিন্দুদেবতা রহিমের শাস্তি বিধানের জন্য তাহার সাথে এই চাতুরী খেলিতেছে। তুমি দেবী হও আর দানবী হও রহিম তোমাকে মানুষ ভাবিয়াই তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিবে। তুমি নদী বক্ষে অসহায়া, বিপন্না, আর আমি তোমার সহায়—এই আমার কর্ত্তব্য!"

রহিমবক্স তাহার দস্যুতালব্ধ সঞ্চিত ধনরত্নাদির স্থানের অনুসন্ধান বলিয়া সহচরগণের নিকট চাবির তোড়া ফেলিয়া দিল এবং করুণস্বরে সকলকে ডাকিয়া কহিল— "ভাইসব, এই আভরণ আর ঐ সঞ্চিত অর্থ তোরা ভাগ করিয়া নে এবং পুত্রকন্যা লইয়া বাকী জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে কৃষি করিয়া কাটাইয়া দিস্। আজ হইতে এই বেপ্‌সা ছাড়িয়া দে।" এই বলিয়া রহিমবক্স দস্যুদিগকে নিকটবর্ত্তী স্থানে নামাইয়া দিল।

তপন সম্পূর্ণ ডুবিল, রজনীমুখ সর্ব্বস্ব গ্রাস করিল— চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই অন্ধকারেই নৌকা শন্ শন্ করিয়া চলিতেছে। এখন নৌকায় লোক তিন জন— নবীনা, রহিম আর তাহার বিশ্বস্ত মাঝি করিম।

করিম নৌকায় দীপ জ্বালিল, তারাও আকাশে ফুটিয়া উঠিল—ফুটিল না নবীনার আশা। সুন্দরী প্রাণের আশা করে না—অলঙ্কারের আশা করে না—যাহা চায় তাহা রমণী-রত্ন সতীত্ব। সতীত্বই তাহার সর্ব্বস্ব।

রমণী দেখিল যে সে তাহার সর্ব্বস্ব হারাইতে বসিয়াছে, রক্ষার উপায় নাই,—উপায় যাহা কিছু ছিল—হয় উহা মৃত্যু, নচেৎ রহিমের দয়া। মৃত্যুতে ভয় নাই, কিন্তু বাঁধা আছে, দস্যুরা রমণীকে মরিতে দিবে না। রহিম হালে

আর করিম দাঁড়ে থাকিয়া সজোড় নৌকা চালাইয়াছে। করিম রহিমেব উদ্দেশ্য কিছুই বোঝে নাই, রহিমের আদেশে কেবল নৌকা চালাইতেছিল।

অজ্ঞাতবাস

হেমন্তের শান্ত শর্ব্বরী, ঘোর অন্ধকার, চন্দ্র উঠিতে অনেক বিলম্ব। জনপদের জনকোলাহল কিছুমাত্র শুনা যায় না—শুনা যায় শুধু ঝিঁঝি পোকার ঝিঁ ঝিঁ কলরব, আর শিশিরের টুপ্ টাপ্। এমন কি শ্বাপদসঙ্কুল ছাড়া ভিটা গুলিও ঝিঁঝির গানে মুগ্ধ হইয়া স্বচ্ছন্দে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঐরূপ দুইটী ছাড়া ভিটার মধ্যস্থলে সত্যরঞ্জন দাশ মহাশয়ের বাটী।

বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে দাশ মহাশয় পরগণার মধ্যে এক জন সম্মানী ধনী তালুকদার ছিলেন। জ্ঞাতি কুটুম্ব কর্ত্তৃক বিষয় পসার হইতে বঞ্চিত হইলেও আজ পর্য্যন্ত তাঁহার সুনামের ও ধর্ম্মজীবনের শিথিলতা উপস্থিত হয় নাই। সামান্য ভূসম্পত্তির যৎকিঞ্চিদ্ আয়ের দ্বারা একমাত্র পুত্র বিমল এবং পুত্রবধূ যমুনাকে লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিতেন। এই অবশিষ্ট ভূমিটুকে কোন জ্ঞাতির লোভ যে ছিল না এমন নয়। রামকুমার দাশ অনেক দিন থেকে এইটুক হাত করিবার সবযন্ত্র করিতেছিলেন।

একদিন ২০শে অগ্রহায়ণ, তিথি কৃষ্ণা দ্বাদশী।

পূর্ব্ব দিবসের উপবাসে বৃদ্ধের শরীব ক্লান্ত, সুতরাং রাত্রির প্রথম ভাগ হইতেই সত্যরঞ্জন বাবু ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন। রাত্রি দ্বিপ্রহব অতীত হইযাছে, এমন সময দরজায ধপ্‌ ধপ্‌ শব্দ হইতে লাগিল, কিন্তু বৃদ্ধেব ঘুম ভাঙ্গল না। অনন্তব কপাটে পদাঘাত আরম্ভ হইলে ঘবেব ভিতব হইতে ঠক্ কবিয়া শব্দ হইল, আর পদাঘাত থামিযা গেল। বৃদ্ধ মাঝের দুয়ার অর্গলমুক্ত কবিয়া সম্মুখেব দবজায আসিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন "তুমি কে হে?"

"আমি করিম।'

"কোথা হইতে আসিযাছ?"

"রহিমেব সংবাদ লইযা আসিযাছি।"

"কোন বহিম?"

"দস্যু বহিম।"

(সম্মুখেব কবাটও অর্গলমুক্ত হইল, বৃদ্ধ বাহিরে আসলেন) "বহিম আজ বিপন্ন—সাহায্য প্রার্থী হইযা আসিযাছি।"

'বহিম দস্যু, আমি তার কি সাহায্য কবিতে পারি?"

"আমি জানিনা—একখানা পাল্কী লইযা আপনাকে এখনই নদীর ঘাটে যাইতে হইবে।"

বাড়ীর সকলেই প্রমাদ গণিল। যদিও রহিমের বাপ বিনা বেতনে সারাজীবন এই বাটীতেই কাটাইয়া গিয়াছে তথাপি রহিম দস্যু। দস্যুকে সাহায্য করাও বিপজ্জনক।

তবু সাহসে ভর করিয়া বৃদ্ধ স্থির করিলেন—ক্ষমতা থাকিলে রহিমের উপকার করিব। বৃদ্ধ করিমকে চার জন শিবিকাবাহী ডাকিতে বলিলেন।

একটা জীর্ণ, শীর্ণ, ভগ্ন, চামচিকায় পরিপূর্ণ, অশ্বত্থমূল-বিদ্ধ বিচ্ছিন্ন পুরাতন নহবৎখানার একপাশে একটী বিশাল বটতরুর তলদেশে একখানা পর্ণকুটীরে তৃণশয্যায় শিখা বিস্তার করিয়া কয়েকটী বেহারা নাকের ঘড ঘড রব তুলিয়া ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন ছিল। করিম উহাদের উপর বৃদ্ধের হুকুম জারি করিয়া তাহাদের চার জন ও একখানা শিবিকা লইয়া বৃদ্ধকে নদীর ঘাটে উপস্থিত করিল।

আকাশে চাঁদ উঠিল। কুমুদিনী আঁধারের অবগুণ্ঠন সরাইয়া জগতের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। রহিমের কাছে চিরপ্রভাত ধর্ম্মজগতের দুয়ার খুলিয়া গেল। রহিম ছিপ্ হইতে অবতরণ করিয়া চিরসম্মানিত বৃদ্ধকে সেলাম জানাইয়া তাঁহাকে ছিপের ভিতরে আনিল।

বৃদ্ধ দেখিয়া অবাক্। অঙ্কিত চিত্রের মত যেই ভাবে ছিল ঠিক সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ অন্তরের

অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ চক্ষু ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল। কণ্ঠ কাঁপাইয়া গদগদ স্বরে বাহির হইল—"রহিম, তুই কাহার সর্ব্বনাশ করিলি? এই দেবী কি দানবী, কিছুই বুঝ্‌তে পারলি না। যদি এই নারী সতী হয় তবে তাহার শাপানলে জন্মে জন্মে পুড়িয়া মরিবি। সময় থাকতে মাতৃ-সম্বোধনে যথাস্থানে ফিরাইয়া নে। আমি তোর সহায় হইব।"

"বাবা, আমি অনেক অনুরোধ করিয়াও এই ভুবন-মোহিনী রূপলাবণ্যসম্পন্না মাতৃস্বরূপা রমণীর বাসস্থান অবগত হইতে পারি নাই। তাহার যদি কিছু ধর্ম্ম থাকে তবে তাহাতে কোন আঘাত না লাগে এই মর্ম্মে আজ আপনার সাহায্য প্রার্থী। এই নবীনা আমার মা, আমি তাঁহার পুত্র। মাকে আমি নদীবক্ষ হইতে কুড়াইয়া লইয়াছি—লুণ্ঠনলব্ধ এখানে কিছুই নাই। আপনি অবাধে তাহার ভার গ্রহণ করুন, আমি মুক্ত হই।"

রহিম রমণীর পানে তাঁকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল, অনেক বলিবার থাকিলেও বলিতে পারিল না। দুই একটী বাক্য মাত্র উচ্চারিত হইল "মা, এই উচ্চবংশোদ্ভব বৃদ্ধ তোর রক্ষার ভার লইল। তোর যখন যাহা দরকার তাঁহাকে নিবেদন করিস্‌। আমাকে যখন ডাকিবি তখনই আমি উপস্থিত হইব।"

অতঃপর বৃদ্ধ রহিমের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বিপন্না রমণীর দায়িত্ব কাঁধে লইয়া তাহার সাথে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রহিম বিদায় লইতে আসিলে রমণী রহিমের স্বভাব-বিপরীত আচরণে বিস্মিতা হইয়া স্মৃতির চিহ্নরূপে স্বীয় অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া রহিমের করে অর্পণ করিল। রহিম তাহা মাথায় করিয়া যামিনীর আশ্রয়ে গ্রামান্তরে চলিয়া গেল।

কন্যাজ্ঞানে বৃদ্ধ নাম জিজ্ঞাসা করিলে রমণী 'গিরি' বলিয়া আত্মপরিচয় দিল। ঊষার কোলে অরুণ জাগিতে না জাগিতেই গিরি আসিয়া বৃদ্ধের ভগ্ন অট্টালিকার এক কক্ষপ্রান্তে আশ্রয় লইল। আদরের অর্ঘ্য পাইয়াছিল কি না জানিনা, তবে পাইলেও গিরির চক্ষের জলে সকল আদর অভ্যর্থনা ভাসিয়া যাওয়াই সম্ভব। গিরি এই পরিবর্ত্তিত ভূষণ লইয়া আত্মীয়দিগকে চিরকাল শোকে দুঃখে জ্বালাইতে ইচ্ছা করিল না।

অনন্তর অনন্যোপায় হইয়া আত্মভাব গোপন করতঃ গিরি সংসারের কর্ম্মে লিপ্ত হইতে লাগিল। অতিপ্রত্যূষে উঠিয়া বাড়ীর পথ ঘাট ও উঠানে গোবরছড়া দিত। পূর্ব্ব-দিনের উচ্ছিষ্ট বাসনাদি পরিস্কার করিত। প্রত্যহ প্রাতে পাট কাপড় পরিয়া বুড়ার বাগানবাড়ী হইতে তাঁহার

জন্য নানাজাতীয় ফুল তুলিয়া রাখিত। এখন থেকে ঠাকুর মন্দির গিরিবালার যত্নেই নিত্য পরিচ্ছন্ন।

সন্দেহ

প্রত্যহ উষায় যখন রক্তবস্ত্র পরিহিতা গিরিবালা উদ্যানের সুরভিস্নাত মৃদুমন্দ বায়ুর মাদকতা অনুভব করিতে করিতে পুষ্পচয়ন করিয়া রেণুকায় হস্ত রঞ্জিত করিত, আমরা তাহার সেই অবস্থা হইতে যখন সে সেই দুপুরের প্রখর রৌদ্রের তাপে ঘরে বাহিরে গিন্নিপানা করিয়া দিবসাবসানে আকণ্ঠ জলে নামিয়া ক্লান্ত দেহ সুশীতল করে—উহার সকলই দেখিয়াছি। কিন্তু তাহার কপোল-পাশের আলুলায়িত কেশ অবগুণ্ঠনমুক্তাবস্থায় কখনও আমাদের নয়ন-পথে পড়ে নাই।

সেই গিরিবালাই একদিন উদ্যানের এক প্রান্তে রঙ্গন ঝোপের আড়ালে শুষ্কপত্র কদলীবৃক্ষের ন্যায় দণ্ডায়মান—চক্ষে পলক নাই, মস্তকে বসন নাই, অঙ্গে আভরণ নাই, হাতের সাজি খসিয়া পড়িয়াছে, ফুলগুলি বামপদের পাশে ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে, আর একটুক দক্ষিণে সরিয়া ফুলের ধারে মসিরঞ্জিত একখানা কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে। ঐ স্থানে আর কেহই ছিল না,—ছিল এক মাত্র নবীনা। আরও দেখা গেল—কোন এক নবীন

যুবক ঝোপে গা ঢাকা দিয়া উদ্যানপথ কাটিয়া গেল। গিরিবালা নিস্পন্দ।

উষা চলিয়া গিযাছে—গিবি এখনও ফুল লইয়া বাড়ী ফিরে নাই। রবিকর আসিয়া পত্রেব আড়াল থেকে হাত বুলাইযা কহিযা গেল—"বেলা অধিক হইযাছে,—শীঘ্র ফুল লইয়া ফিরিযা যাও।" গিবিবালা সসব্যস্তে বিচ্ছিন্ন ফুলগুলি কুড়াইযা লইল এবং বাড়ী ফিবিযা ইষ্টপূজাব ও ঠাকুব পূজাব বাটা সাজাইযা বাখিল।

আজ গিরিব দৈনিক কর্ত্তব্যসাধনে অনেক আবিলতা আসিযা জুটিযাছে। সময কাটিতে চায না—মুহূর্ত্ত মাসে পবিণত হইযাছে,—মার্ত্তণ্ড ধীব গতিতে মধ্যগগণে উঠিতেছে, ক্রমে বিবাট মূহূর্ত্তেব পব আব একটা বিবাট মুহূর্ত্ত ধীরে ধীরে গড়াইযা চলিযাছে।

যাহা হউক দিনমণি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিযা বিশ্রামার্থ অস্তাচলে আশ্রয লইল। বায়ু মৃদু মন্দ গতিতে ঘুরিয়া ফিরিযা কুযাসায় ধবিত্রিব গা ঢাকিল। সত্যবাবু সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন কবিযা নৈশ ভোজনে বসিলেন। গিবি আব আব দিনেব মত আজ ও সত্যবাবুকে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করিতেছে বটে, কিন্তু তাহার সমস্ত কর্ম্মই যেন নিরুৎসাহ ব্যঞ্জক। গিবিবালার বদনমণ্ডলে

শত শত বিষাদের নক্ষত্রপাত হইতেছিল। লক্ষ্য করিলে বহু পরিবর্ত্তনের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত। ক্রমে সকলে আহার শেষ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে গিরিবালা ও কয়েক গ্রাস গলাধঃকরণ করিয়া শয্যায় নিদ্রার কোলে মুখ লুকাইতে আসিল।

ধীরে ধীরে প্রহরের পর প্রহর চলিয়া যাইতেছে, নিশা ও প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। আধার সরাইয়া আকাশে জ্যোৎস্নার রেখা দেখা দিয়াছে। বৃদ্ধ ইষ্টদেবতা স্মরণ করিয়া প্রাতঃকৃত সম্পাদনার্থ গৃহের বাহির হইলেন। আস্তে আস্তে স্নান করিয়া ঘাটে বসিয়া নানা প্রকার মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে শিশিরের টুপ্ টাপ্ শব্দের মাঝে হঠাৎ পাতার সপ্ সপ্ শব্দ শুনা গেল। শব্দটি যে খুব উচ্চ, তাহা নয়। তবে নূতন ধরণের শব্দ বলিয়া ধারাবাহিক টুপ্‌টাপ্ শব্দ অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধের শ্রবণ আকর্ষণ করিয়াছে।

মন্ত্র পাঠ বন্ধ করিয়া বৃদ্ধ চিৎকার করিল—"কে যায়?" উত্তরে শিশিরের টুপ্‌টাপ্ ব্যতীত আর কিছু শুনা গেল না। গগণ ফাটাইয়া আবার ডাকিল "কে যায়?" এইবার প্রতিধ্বনি উত্তর করিল "কে যায়।"

অনন্তর বৃদ্ধ চতুর্দ্দিক তাকাইয়া এ্যাস্তপদে কিছুদূর

যাইতে না যাইতে দেখেন—প্রায় এক রশি পরিমিত স্থান ব্যবধানে তাহার সুপারি •বাগানের সাড কাটিয়া ছিন্নবিছিন্ন চন্দ্ররশ্মি ভেদ করিয়া ক্ষীণতন্বী এক বালিকা ধীরপদে গমন করিতেছে।

বৃদ্ধ আবার ডাকিয়া বলিলেন "কে যাও? একবার দাঁড়াও।"

বালিকাটি নীরবে থামিয়া গেল। সত্যবাবু ক্রমশঃ কাছে আসিয়া অবাক্ হইলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত চলিয়া গেল কাহার ও মুখে বাক্যস্ফুট হইল না। অনন্তর বৃদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া উচ্চস্বরে বলিল "গিরি, এতকাল কি আমি একটি অসতীর উদর পূরণ করিয়া আসিতেছি? এতদিন কন্যাজ্ঞানে তোকে প্যালন করিয়া-ছিলাম, স্বপ্নেও তোর স্বভাবে সন্দেহ করি নাই, কিন্তু আজ চক্ষুকে অবিশ্বাস করিতে পারি না।" এই বলিয়া তিনি মনে মনে ভাবিলেন—'এই বাগানে আর কাহারও থাকা সম্ভব, কিন্তু কই কাহারও কোন সাড়াশব্দ পাইতে-ছিনা যে। লুকাইবারওত স্থান নাই। তকে কি আমি আসিতে আসিতে উদ্যান হইতে প্রস্থান করিল। তাহাই বা কি করে হয়। একটি লোক প্রস্থান করিতে পারিলে এই নবীন যুবতীটি কি সেই সঙ্গে পলাইতে পারিত না।

পারিত বই কি, আমি বৃদ্ধ, বালিকার নিকট আমার শক্তি বিশেষ বিদিত। সে ইচ্ছা করিলেই প্রস্থান করিতে পারিত। কই সেত তাহা করে নাই। নিজকে নিস্কলঙ্ক করিতে ও কি তাহার প্রয়াসী হওয়া উচিত নয়। কই—এই যে নির্ভীক। যাক্। এখন সন্দেহের সীমা অতিক্রম করিতে যত্নপর হই। আর একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখি। বর্ত্তমানে উহাকে ঘরে ফিরাইয়া নেওয়াই যুক্তি-সঙ্গত।'

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া গিরিকে গৃহে যাইতে আদেশ করিলেন এবং নিজেও পিছু পিছু বাড়ী ফিরিলেন।

ভোর হইল। তপন পূর্ব্বাকাশে বসিয়া নূতন দিবসের সূচনা করিল। আজ গিরির নিত্যকর্ম্ম ভাঙ্গা গেল। গিরির আগমনে যমুনা ফুল তোলার অভ্যাস ছাড়িয়া দিয়াছিল, সুতরাং বৃদ্ধ সাজি হাতে করিয়া নিজেই বাগানে ফুল তুলিতে গেল।

পথের মাঝে কাগজের একমুঠ ছিন্ন টুক্রা দেখিয়া থম্কাইয়া দাঁড়াইলেন। একটুক লক্ষ্য করিয়া দেখি-লেন—এই স্থানেই গিরিবালা ধরা পড়িয়াছিল। তিনি কৌতুহলোদ্দীপ্তচিত্তে টুকরাগুলি সংগ্রহ করতঃ ফুল

তুলিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া টুক্‌রাগুলি অবসর মত দেখিবেন ভাবিয়া উহা মন্দিরের তাঁকের উপর রাখিয়া আহ্নিকে বসিলেন।

দংশনে বিষ

প্রমোদ পিতার পিতৃ-ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়া জমিদারী-সংক্রান্ত কাজ কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল। প্রজা, আমলা, কর্ম্মচারী, সকলেই বাবুর ব্যবহারে অতিশয় সন্তুষ্ট। দুরদৃষ্টবশতঃ তাহার আত্মতুষ্টির যত্ন সকলই বিফল। বাহিরে তিনি বেশ প্রফুল্ল, কিন্তু ঘরে আসিলেই স্বভাবসিদ্ধ হাসিটুকু পর্য্যন্ত লোপ। অধিকাংশ সময়ে বিমাতার গঞ্জনা বাক্য সহ্য করিতে হইত, কখনো কখনো অতিশয় বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইলে বিমাতাকে দুই একটি তিরস্কারবাক্য বলিতেও বাধ্য হইত।

সুষমা তাহার মনের কথাটা কাহারও নিকট ভাঙ্গে নাই, সুতরাং তাহার প্রকৃতিও কেহ বুঝে নাই, তাহাকে সকলে খিট্‌খিটে মেজাজের লোক বলিয়াই জানিত। মুখে চিরবিষাদের ছায়া দেখিলে মনে হইত সর্ব্বদাই যেন তাহার অন্তর জ্বলিয়া যাইতেছে। অধিকন্তু তাহার মাতৃত্ব পরিস্ফুট হইবার অবকাশ না পাওয়ায় সংসার-যাত্রা আরও অশান্তিময় হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং হিংসা মাতৃস্নেহের স্থান অধিকার করিয়া অলক্ষিত ভাবে সতীন-পুত্র প্রমোদকে দংশন করিতে লাগিল।

প্রমোদ মাযের যন্ত্রণায অধীব হইয়াছে। অনন্তর কোন উপায না দেখিয়া তাহাব অংশ তাহাকে চুকাইযা দিযা তাহাব জন্য ভিন্ন বন্দোবস্ত কবিতে মনস্থ করিল। পিতার মৃত্যুব অব্যবহিত পরেই পৈতৃক-সম্পত্তির ভাগ-বণ্টন যুক্তিযুক্ত কিনা তাহা নিজে স্থিব কবিতে না পারিযা অনুকূল বাবুব পবামর্শ লইতে একদিন তাহাব বাটীব দিকে রওনা হইল।

ডাক্তাব বাবুব দবোযান প্রমোদ বাবুকে দেখিযা সেলাম কবিযা বলিল "ডাক্তাব বাবু কালই আস্‌বেন বলে টেলি কবেছিলেন, কিন্তু কালত চলে গেছে, আজ ও তিনি আসেন্‌নি।" প্রমোদ শুনিযা চিন্তিত মনে ফিবিযা আসিল এবং দুই তিন দিবস এই চিন্তাযই কাটিযা গেল।

অনন্তব আব একদিন অনুকূলের সংবাদ লইবার জন্য প্রমোদ বাহিব হইল। প্রমোদ অনুকূলের বৈঠকখানায় যাইযা দেখে—অনুকূল চুপ কবিযা বসিযা রহিযাছে, ঝি, চাকর মলিন মুখে যাব যার কাজ কবিতেছে; বাড়ীর জিনিষপত্র গুলি যেখানে সেখানে ছড়ান, আপনাব বলে, কেহ যত্ন কবিবাব ছিল কিনা সন্দেহ। প্রমোদ বাবু কোন আদব সম্বর্দ্ধনা ও পাইলেন না। নিজেই একখানা কেদাবা টানিযা তাহাতে উপবেশন করিলেন। সবাই চুপ্।

অবশেষে বিষম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রমোদ জিজ্ঞাসা করিল "অনুকূল বাবু,—চুপ করে যে, বাড়ীর সব কেমন আছেন ?"

অনুকূলের শোকের আগুন জ্বলিয়া উঠিল; আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। টেবিলের উপর হাত দুখানা মুড়াইয়া তদুপরি মস্তক সন্ন্যস্ত করিলেন। চক্ষু ভিজিয়া হাত ভিজিল!

কি একটা অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া প্রমোদের আঁখিও ছলছল্ করিতেছিল।

হঠাৎ ঝির মুখ হইতে দুঃসংবাদটা বাহির হইয়া পড়িল। ঝি বলিয়া ফেলিল—"প্রমোদ বাবু, গিন্নী-মা একবারে সর্ব্বনাশ করে গেলেন।"

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল! প্রমোদ সব অন্ধকার দেখিল। চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গেল। ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল। 'হায় ভগবন্! মায়ের শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিলে!' বলিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কান্দিতে লাগিল। কাহারও মুখ দিয়া কোন বাক্য ফুটিল না।

অনন্তর অনুকূল নিজেই প্রমোদকে শান্ত করিয়া শোকের ভার কমাইতে চাহিল।

অনুকূল বলিল "প্রভাবতীকে হারাইবার দুই দিন পরে আমার জ্ঞান হয়। আমি সুস্থ হইয়া দেখিলাম কয়েকটী কৃষক আমার পরিচর্য্যা করিতেছে। তাহাদের নিকট অপরাপর বিপন্ন ব্যক্তিদের কথাও শুনিলাম। আরও দুই দিন পর কিছু সুস্থ হইয়া জীবনদাতা কৃষকগণের সাহায্যে নানা স্থান অনুসন্ধান করিয়াও দেখিলাম। প্রভাবতীকে কোথাও পাইলাম না। পরে বাড়ী আসিযাও চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইয়াছিলাম—সমস্তই বিফল। অনন্তর মাকে শান্ত্বনা করিযা তাহাকে লইয়াই কলিকাতা আসিযাছি।"

ইতিমধ্যে অনুকূলের মা আসিয়া কান্দিতে কান্দিতে উভযকে ডাকিয়া উপরে নিলেন। প্রথমতঃ কিছুক্ষণ কান্নাকাটা করিয়া পরে প্রমোদকে বুঝাইযা কহিলেন "বাবা তোমার যেমন লক্ষী বোনটী গেল, আমারও তেমনি লক্ষী মা ঘর খালি কর্‌ল। ঐ দেখ অনুকূলের শক্তি কমিয়া গিয়াছে—আমাব সংসারও ভাঙ্গিয়া পড়্‌ল।"

প্রমোদ চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে কহিল—"মাঐ মা, মা হারাইয়া বোন পেয়েছিলেম। লোকে বলে 'মায়ের সব গুণ ও চেহারা এই লক্ষী বোনেতে ছিল।' শুনে বড়ই সুখ পেতুম্। আমি কখনো তার মত আর কাউকে আদর করি নি।"

মাঐ মা—"বাবা, তোমরাত লিখা পড়া সব জান। তোমরাই না কহিয়া থাক—এই কালের অনন্ত স্রোত, জীবন ত ইহারই একটা স্রোত। বাবা, স্রোতের এপার ওপারে তাফাৎ কি? অনুকূল যে একেবারে অধীর হইয়া পড়্‌ল। তোমরা বুঝে শুনে কাতর হইলে আমরা স্ত্রীলোক কি কর্‌তে পারি। সর্ব্বমঙ্গলার কি ইচ্ছা এখনও কিছু বুঝি নাই। তাহাকে স্মরণ কর।"

এই বলিয়া অনুকূল বাবুর মা উভয়কে প্রবোধ দিলেন এবং একটী লোক পাঠাইয়া প্রমোদের বাটীতে 'প্রমোদ এই বেলা বাড়ী ফিরিবে না' বলে খবর পাঠাইলেন। সন্ধ্যার পরে প্রমোদ বাড়ী ফিরিল।

সংবাদ শুনিয়া সরমা সুষমা সকলেই কান্দাকাটি করিতে লাগিল। দুই তিন দিন পর্য্যন্ত সকলেই মলিন মুখে হাতের কায করিতে হয় বলিয়া করিয়া যাইতেছিল।

কয়েক সপ্তাহ চলিয়া গেল। কিছু দিন পর সুষমার সেই পুরাতন গঞ্জনা বাক্য পুনরায় ফুটিতে লাগিল। এই গঞ্জনার মধ্যে প্রমোদ আরও কয়েক দিন কাটাইয়া দিল।

বিমাতার যন্ত্রণা আর কত সহ্য করা যায়। তাহার অংশ চুকাইয়া দিবার জন্য প্রাণপ্রিয় বাবু ও কুলপুরোহিতের নিকট বিমলের গাড়ী পাঠাইতে হইল।

সকলেই যথাসময়ে উপস্থিত। প্রত্যেকের মুখে প্রমোদের ভূয়সী প্রশংসা চলিতেছে। সকলেই বর্ত্তমানের আলোচ্য বিষয় জানিবার জন্য মনে মনে ব্যস্ত। কেহই পূর্ব্বে এই বিষয়ের কোন আঁচ পায় নাই, কেবল অনুকূল বাবু একটুকু টের পাইয়াছিল। প্রাণপ্রিয় বাবু একটুক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াই প্রমোদকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "আজ যে সকলেরই একসঙ্গে আগমন—কি হে প্রমোদ! ব্যাপার কি?"

পুরোহিত—আমিও তাই ভাবছি। প্রাতঃসন্ধ্যা থেকে উঠেই দেখ্‌ছি প্রমোদের গাড়ী হাজির। অমনি নামাবলী নিয়ে গাড়ীতে উঠে বস্‌লুম্।

অ—কর্ত্তা বাবুর মৃত্যুর পর থেকে এই ভদ্রলোক ছট্‌ফট্ করে মরছেন্। আপনারা তার যে কোন খবর নিচ্ছেন না, তাই আজ সকলকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আপনারা এর সংসারের একটা শান্তির ব্যবস্থা করুন।

প্র—ঠাকুর মহাশয়। মা সর্ব্বদাই বক্‌চেন্—আমি তার সব সম্পত্তি লুটাচ্ছি।

পু—ছি। ছি। কেহ দিব্যি করে বল্লেও আমরা বিশ্বাস কত্তে পারি না। এত সদ্‌ব্যয় এ পাড়ার কার্ ঘরে আছে?

অ—বাবু মৃত্যুকালে একখানা উইল করে রেখে গেছেন। আপনারা সেখানা দেখে বিধি ব্যবস্থা যাহা করতে হয় করুন।

প্রাণপ্রিয়—কি হে বাপু! মাকে পৃথক করে দিতে যাচ্ছ বুঝি? কেন? তাকে দুটি প্রবোধ বাক্যে মানাতে পাচ্ছ না? পুরোহিত ঠাকুর, আপনি একটুকু চেষ্টা করে দেখুন না।

"আচ্ছা আমি কর্ত্রীর সাথে একবার দেখা করে আসি" বলিযা পুরোহিত ঠাকুর পার্শ্ববর্ত্তী কামরায় কর্ত্রীর সাথে দেখা করিলেন। কর্ত্রী ঠাকুর মহাশযের পায়ের ধূলি মাথায় লইয়া একখানা আসন টানিযা তাঁহাকে বসিতে দিলেন।

পু—প্রমোদ কোন অন্যায় করে থাক্‌লে আপনার তাহাকে ক্ষমা করা উচিত। প্রমোদ বই আপনার আর কে আছে? বিশেষতঃ প্রমোদ অতিশয় শান্ত ও সৎস্বভাবা-পন্ন। পুরাতন কথা সব ভুলে গিয়ে প্রমোদের হাতে সব ছেড়ে দিন্। তাতেই আপনাব অধিকতর শান্তি। এখন নিত্য গঙ্গাস্নান আর পূজা আহ্নিকই আপনার কায। আপনার অর্থের কি দরকার? কায চলে গেলেইত হয়।

কর্ত্রী—"আমায় ক্ষমা করুন; এ সম্পত্তিতে আমার যদি কিছু থাকে তা আমায় বুঝাইয়ে দিন। প্রমোদ কিছুতেই আমায় শান্তি দিতে পারবে না।"

পুরোহিত ঠাকুর কোন মতে কর্ত্রীকে মানাতে না পারিয়া উঠিয়া আসিলেন। প্রাণপ্রিয় বাবু সম্পত্তির বণ্টন ব্যতিরেকে অন্য উপায় না দেখিয়া প্রমোদকে উইল-খানা বাহির করিতে বলিলেন। প্রমোদ উইলখানা খুলিয়া প্রাণপ্রিয় বাবুর হাতে দিল;

উইল

উইলখানা পড়া হইলে পুরোহিত ঠাকুর শুনিয়া অবাক্ হইলেন। উইলের বয়ান শুনিয়া অনুকুলও চটিয়া গেল। তাহার চোক্ দেখিলে মনে হয় যেন চোকের রগ ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতে চেষ্টা করিতেছে।

অনন্তর কম্পিত স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল "ঠাকুর মশায়, এটা কি পড়ছেন্? ফেলে দিন না। একটা জাল উইল—আমি আসল উইলের খবর বেশ রাখি। প্রমোদ-বাবু কখনও এমন অপহৃতা ছিলেন না যে তাহাব পিতা তাহাকে পথের ভিখারী করে যাবেন। আসল উইলে যে কর্ত্রী দু-আনা প্রভাবতী চার-আনা আর প্রমোদবাবু দশ-আনা সম্পত্তির মালিক। প্রভাবতী ত আর এ সম্পত্তি দাবী কর্‌তে আসবে না। বরং সেই চার আনা কর্ত্রীকে দেওয়া যায়।"

এই কথা বল্‌তে বল্‌তে কষ্টে ও ক্রোধে অনুকূলের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, আর কিছু বলিতে পারিল না। সকলেই প্রভার কথা স্মরণ করিয়া দুঃখ করিতে লাগিল।

ঠাকুর মহাশয় দেখিলেন সর্ব্বস্ব বিমাতার নামেই উইল

করা। কর্ত্রীর জীবদ্দশায় এই সম্পত্তিতে প্রমোদের বিশেষ কোন সত্ব নাই। প্রমোদ উইল অনুসারে কেবল ভরণপোষণ দাবী করিতে পারে।

প্রমোদও প্রথমতঃ উইলখানা জাল বলিয়াই স্থির করিয়াছিল; কিন্তু পরে পিতার স্বাক্ষর দেখিয়া ঠিক করিল অক্ষর গুলো তাঁহার সুস্থ অবস্থার লেখা না হইলেও এই তাঁহারই স্বাক্ষর। সুতরাং ইহাকে পিতার উইল বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিরুক্তি করিল না।

পুরোহিত ঠাকুর দেখিলেন মায়ের সাথে আপোষ নিষ্পত্তির কিছুই নাই—একমাত্র প্রমোদ চলিয়া গেলেই উইলের ভাষা কার্য্যে পরিণত হয়। সুতরাং কর্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় কহিলেন—

"অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
স্তে'উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু
ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥'

'মা, এই জগতে শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) ও প্রেয়ঃ (সুখকর) পরস্পর বিভিন্ন রূপে জীবকে আবদ্ধ করে; তবে যে এই দুইয়ের মধ্যে শ্রেয়কে গ্রহণ করে তাহার মঙ্গল হয়, আর যে প্রেয়কে গ্রহণ করে সে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হয়।

অতএব পুনরায় বলিতেছি সংসারের সমস্ত ভার প্রমোদের উপর দিয়া নিবিষ্ট মনে তাঁহার মঙ্গল কামনা করুন। ইহা আপনার সুখকর না হইলেও মঙ্গলজনক।'

পুরোহিতের মন্ত্রও বিমাতার স্বভাব সুলভ হিংসার প্রকোপ কমাইতে পারিল না।

যাইবার সময় পুরোহিত ঠাকুর প্রমোদকে বলিয়া গেল "বাবা।

দুঃখেষনুদ্বিগ্ন মনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগ ভয় ক্রোধ স্থির ধীর্মুনিরুচ্যতে॥

এই কথাটী স্মরণ করিয়া স্থির ভাবে মঙ্গলময়ের চিন্তা কর।"

প্রমোদের স্বচ্ছল সময় কাটিয়া গেল; পর দিবস দুঃখের ঘরে পা পড়িল। সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না। রজনী প্রভাত হইলে প্রমোদ বিমাতার গৃহ হইতে বহিষ্ক্রান্ত হইল। সরমাও আপন কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া অম্লান বদনে প্রমোদের অনুগামিনী হইল।

সিদ্ধেশ্বর বাবুর পুরাতন চাকর জগা, বাবুর সর্ব্বনাশ দেখিয়া প্রথমতঃ তাহার পায়ে পড়িয়া ফিরাইতে চেষ্টা করিল,—কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ। অনন্তর দৌড়াইয়া আসিয়া অনুকূলকে খবর দিল,—"ডাক্তার বাবু, আজ আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। কর্ত্তাবাবু ও বউমা

বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তাঁরা কোথা যাবেন কিছু ঠিক ঠিকানা নাই। আপনি না এলে তাঁরা কিছুতেই ফির্‌বেন্‌ না।"

অনুকূল ছুটিয়া বাহির হইল এবং পথিমধ্যেই পথের ভিখারী প্রমোদ ও সরমাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু বাড়ী ফিরাইতে পারিলেন না। অবশেষে অতি যত্নে আপনার ঘরে লইয়া আসিলেন।

শোকে, দুঃখে, গর্ব্বে ও ক্রোধে দিন কাটিতে লাগিল। অনুকূল বুঝিল—প্রমোদ খাওয়ার অভাব অনুভব করে না, কিন্তু পরপিণ্ডোপজীবির জীবনকে বড়ই ভার বলিয়া বোধ করে। অভাব ও অভিমানে হৃদয় ছাইয়া ফেলিযাছে।

প্রমোদের অদৃষ্ট মন্দ বলিয়া অভাবের নিকট পিতার প্রচুর সম্পত্তিও হার মানিয়াছে। আজ অভাবের অসীম ক্ষমতা প্রমোদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহাকে কাতর করিয়া তুলিযাছে। মাঝে মাঝে ক্ষীণ আশা আসিয়া অন্তরে স্থান পাইতে চাহে বটে, কিন্তু দিগ্‌-বিজয়া অভাব তাহার অধিকার কিছুতেই স্বীকার করিতেছে না। এই ভাবে কখনও অভাবের তরঙ্গে আশার আলো পড়িয়া সুখের সপ্তরঙ্গের রামধনু সাজাইয়া

হৃদয়াকাশ শোভা করে। আবার সেই রামধনু আকাশেই মিলাইযা যায়।

অভাব যে জগতেরই স্বভাব! চোর, ধনী, মানী, দরিদ্র, কুলি, মজুর, মুনি, ঋষি, রাজা, প্রজা—সকলই অভাবের মন্ত্রে মুগ্ধ। চোরের কথায় আর বলবার কি আছে। ধনীরা ধন বৃদ্ধিতে রত, মানী নামের আকাঙ্ক্ষায দানের উপর দান করিযা পৈতৃক ভিটার আলোটী পর্য্যন্ত নিবাইযা ফেলে। দরিদ্র উদরান্ন সংস্থানের জন্য পরের দ্বারস্থ। কুলিমজুর পেটের দায়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করিযাও পরপদলেহী বাবুদের গোড়ালির কাছে পর্য্যন্ত আসন পায় না। আর মুনিঋষিরা ত ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিয়াই তপস্থার কঠোরতা অনায়াসে সহ্য করিতেছেন। রাজাও বাদ যায় কৈ। তিনিও রাজ্য লোভে পররাজ্য আক্রমণ করিয়া নরশোণিতে ধরা রঞ্জিত করিতে কুণ্ঠিত হন না, পরের স্বাধীনতাতে হস্তক্ষেপ করিতে লজ্জা বোধ করেন না। এইত গেল মানব জগতে অভাবের খেলা। জন্তুজগতে, এমন কি বিটপী গুল্মলতার মধ্যেও অভাব-পূরণ সমস্যাটী বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয—তাই বলিতে-ছিলাম "অভাব জগতের স্বভাব।"

অভাব বহুরূপী। কেহ অভাবে পড়িয়া কান্দে, কেহ

অভাবের সাথে ঘর করিয়া কবিতা লিখিয়া সারা জীবনটা কাটাইয়া দেয়। এক অভাবই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের নিকট বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া এই জগতকে একটা সুন্দর নিয়মে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নিয়ত শাসন করিতেছে। জগত্ শাসনে কখন কোন্ আইন পরিবর্ত্তিত হইবে তাহা অভাব ব্যতিরেকে আর কাহারও বিদিত নাই।

তাহার এক আইনজারিতে প্রমোদ আজ পথের ভিখারী, সুরম্য অট্টালিকা থাকিতে একখানা পর্ণকুটিরে পর্য্যন্ত স্বাধীন ভাবে বিশ্রাম করিতে পারিতেছে না, বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া উদরান্নের জন্য পরমুখাপেক্ষী। তাহার শাস্তিবিধান করিতে জগতে আর ঐশ্বর্য্যাদি কিছুই ছিলনা—শুধু স্বাধীন সরলতা, বৃক্ষের শীতল ছায়া আর তাহার সুচারু চিত্রতুলিকাই প্রধান সম্পদ্। এই সম্পদ-ত্রয় সাথে করিয়াই প্রমোদ পিতার আদেশ পালন করিতে পথে বাহির হইল।

মাসেক কাল অনুকূলের বাটীতেই কাটিয়া গেল।

অনুগ্রহের উপর জীবন যাপন করা প্রমোদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। অনন্তর একদিন প্রমোদ অনুকূলকে বলিল "অনুকূল বাবু একখানা ছোট খাট বাড়ী

দেখুন দেখি। আমার ইচ্ছে এক আধ খানা ছবি এঁকে সেখানে বসে বিক্রয় করি। বোধ হয় তা হলেই আমাদের দুটা পেট নির্ব্বিঘ্নে চলে যেতে পারে।"

অনুকূল স্বাধীনতা-প্রিয় প্রমোদকে কোন বাঁধা না দিয়া বরং উৎসাহ প্রদান করতঃ দুই একদিনের মধ্যে একখানা বাড়ী ঠিক করিবে বলিযা প্রতিশ্রুতি দিল।

একদিন অনুকূল প্রমোদকে বলিল "প্রমোদ বাবু, আপনার বাড়ী ও তৈজস পত্র সব তৈয়ের হয়ে গেছে। একটা ভাল দিন দেখে কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে।"

প্রমোদ অনুকূলের অনুগ্রহে পুনর্জীবন লাভ করিয়া নূতনবাটীতে একখান তৈলচিত্রের (oil painting) দোকান খুলিল। প্রথমতঃ দু একখানা ছবি বিক্রয় করিয়া কোনও প্রকার স্বামী স্ত্রীর উদর পূরণের কার্য্য সমাধা হইত। ভগবানের অনুগ্রহে কযেকমাসের মধ্যেই তাহার চবি সাধারণের মন আকর্ষণ করিল। ক্রমে পসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইতে চলিযাছে।

এত দিন দুস্তর দুঃখসমুদ্র পার হইতে প্রমোদের প্রফুল্ল-কমলকান্তি বদনমণ্ডলে কালিমার রেখা পড়িয়াছিল, উজ্জ্বল নেত্রদ্বয় কোটরের অন্তঃস্থলে স্থান লইয়াছিল,

বক্ষপঞ্জর মাংসপেশীর অন্তরাল হইতে আত্মমূর্ত্তি প্রকাশ করিবার অবসর পাইতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্রভাগে তুলিকার চিহ্নটা স্থায়ী মৌরশী পাট্টা করিয়া লইযাছিল। এখন তাহাদের কেহ কেহ ছুটিয়া পালাইতেছে। প্রমোদ স্বাধীন, সুস্থ ও প্রফুল্ল।

ব্যবসার প্রসারের সাথে বাসস্থানেরও প্রসার প্রযোজন হইল। অনুকূল বাবুর উদ্যোগে তাঁহার পাড়ার ভিতরেই আর একখানা সুন্দর বাড়ী ভাড়া করা গেল। বাড়ীখানা আযতনে বেশ বড। গৃহ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে হইলে দ্বারোযানের সেলাম লইয়া একটি ফটক পাড় হইতে হয। ফটক অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই দক্ষিণে তাহার বৈঠকখানা। বৈঠকখানার মেজটা অতি সুন্দর মার্ব্বেলে বান্ধান এবং পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন। মাঝে একখানা শ্বেত পাথরের টেবিল, চতুর্দ্দিকে খানকয়েক চেয়ার। সম্মুখে দেয়ালের গায়ে সংলগ্ন দর্পণে আবৃত একটা আলমিরা এবং তদুপরি একখানা ছবিতে মৃত্যু-শয্যায শাযিত পিতা। প্রকোষ্ঠে প্রবেশমাত্র দেযালের গায়ে অন্যান্য ছবিগুলি দেখিলে মনে হয় একটা দিগ্‌নির্ণয় যন্ত্রের সৃষ্টি করা হইয়াছে। পূর্ব্ব দেওয়ালের

গায়ে অরুণ উদিত হইতেছে,—দক্ষিণ দেয়ালে বিদেশী বনিকের বানিজ্যপোত বঙ্গোপসাগরের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া পণ্য বিলাইতে বাংলায় আসিতেছে,—উত্তরে তুষারমণ্ডিত হিমগিরি হইতে শত সহস্র বারিধারা লাফাইয়া ঝাপাইয়া জল ছিটাইয়া ভূতলে আসিযা নানা পথে আকিয়া বাকিযা গড়াইয়া সমুদ্রের দিকে চলিয়াছে,—আর পশ্চিম দেয়ালের মধ্যস্থলে সবৎস ধেনুর পাল আকাশে আগুণ দেখিয়া ত্রাসে হাম্বাবে গৃহে ছুটিযাছে। গাভাগুলি যেন বলিতেছে "জীবনসন্ধ্যায সকলকে বাড়া ফিবিতে হইবে। যার যাহা কুড়াইবার কুড়াইয়া লও। বাড়ী ফিরিয়া রোমন্থন করিও।"

মনের পরিবর্ত্তন

গ্রীষ্মের প্রারম্ভে একদিন বেলা দশ ঘটিকার সময় একটী বৃদ্ধ প্রমোদের গৃহফটকে দাঁড়াইয়া দ্বারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল "প্রমোদ বাবুর কি এই বাড়ী? অমনি দ্বারোয়ান বলিল "এই বৈঠকখানায় অপেক্ষা করুন।" বৃদ্ধ বগল হইতে ক্যান্‌ভিসের ব্যাগটী ভূমিতে রাখিয়া একটুক ইতস্ততঃ করিয়া একখানা চেয়ারে বসিলেন। বৃদ্ধের সর্ব্বাঙ্গ স্বেদযুক্ত। অনাবৃত বরফখণ্ড হইতে যেমন জলবিন্দু অনবরত ঝড়িতে থাকে বৃদ্ধের কপোল-নাসাগ্র বাহিযা স্বেদবিন্দুও তদ্রূপ ঝড়িতেছিল। গায়ের জামা পূর্ব্বেই ভিজিয়া গিয়াছে। এখন পুনঃ পুনঃ মুখ মুছিয়া চাঁদরের আঁচলও ভিজাইল,—তবু ঘর্ম্মের নিবৃত্তি নাই। এমন সময়ে হঠাৎ টেবিলের উপর চোক পড়িল। দেখিল "প্রয়োজন থাকিলে এই ঘণ্টায় শব্দ করিবেন।" ঘণ্টায় হাত দেওযা মাত্র ঠং ঠং শব্দ হইতে লাগিল—এক যুবক আসিয়া হাজির, বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়। কি চান্?"

বৃদ্ধ—প্রমোদ বাবুর কাছে কিছু সংবাদ ছিল।

ভৃত্য—তাকে ডাকব ?

বৃদ্ধ—হাঁ, তাহা হলে ভালই হয়।

ভৃত্য—মহাশয়ের নাম ?

বৃদ্ধ—প্রদ্যোত্কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভৃত্য চলিয়া গেলে মুহূর্ত্ত পরে প্রমোদ নীচে নামিল এবং বৃদ্ধ আসন ছাড়িয়া প্রমোদকে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল "বাবা, শারীরিক ভাল আছত ?" প্রমোদ বৃদ্ধকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া পদধূলি মাথায় লইয়া বলিল "হাঁ, এখন ভাল আছি, তবে বহু বিপদ এড়াতে হয়েছে। আপনারা কেমন আছেন ?"

বৃদ্ধ—তুমি বুঝি আমাদের সংবাদ কিছুই রাখ না ?

প্রমোদ—কেন, বলুন দেখি ?

বৃদ্ধ—"রাখলে আজ আমরা পথের ভিখারী হই কেন ? এক বৎসর হয় আমাদের মহালে কর্ত্রী মা নিজ নামে নামজারী কর্লেন। আমরাও তদবধি সেইনামে চেক্পত্র কাটিয়া জমিদারীর সুবন্দোবস্ত করিয়া আসিতেছি। হঠাৎ কর্ত্রী এক নোটিশ জারি করিয়াছেন—"

এই বলিয়া ক্যানভিসের বেগ হইতে নোটিশখানা খুলিয়া প্রমোদের হাতে দিয়া পুনরায় বলিল "এই

দেখ বাবা।” প্রমোদ বৃদ্ধের ক্লান্তি দূর করিবার নিমিত্ত পাখা খুলিয়া দিযা একদৃষ্টে নোটিশখানা পড়িতে লাগিল—

নোটিশ

শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয়

সমীপেষু,

এতদ্বারা আপনাকে জানান যাইতেছে যে আগামী ১৫ই বৈশাখের পূর্ব্বে আমার এই প্রেরিত লোকের নিকট সমস্ত হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দিবেন। ১৬ই বৈশাখ থেকে আপনাকে কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া গেল। আপনি বৃত্তিরূপে যেই জমী ভোগ করিতেছিলেন তাহা বাকী খাজানায সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে। যদি এই কাজে একান্তই বহাল থাকিতে ইচ্ছা করেন তবে জামিন (Security) স্বরূপ ৬০০৲ শত মুদ্রা উপস্থিত করিলে আপনার বিষয় বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইতি— ২৫সে চৈত্র ১৩১৬ সন।

কলিকাতা,
সিমলা।

স্বাক্ষর, P. Roy
For
Sm. Susamabala,
Zaminder, Nandagram.

প্রমোদ—আপনি কি তবে ৬০০৲ শত টাকা যোগার করে এসেছেন ?

বৃদ্ধ—বাপু, ৬০০৲ শত যোগার করতে পারলে এই বৃদ্ধ বয়সে আর চাকুরী তালাস না করে দু চার বিঘা জমি কিনে বাকী জীবনটা কাটাইতে পারিতাম। পরে ছেলে দুইটা মানুষ হলে তাহারা নিজেই আনিয়া নিয়া খাইত। তোমার বিবাহের সময় বাবু কয়েক বিঘা জমি দিয়া গেলেন, আজ সেইটুকুও যাইতে বসিযাছে।

প্রমোদ—প্রজাদের অবস্থা এখন কেমন?

বৃদ্ধ—প্রজাদের অবস্থা কি, সাধারণের অবস্থাও যে অত্যন্ত শোচনীয়। বিশেষতঃ সরকারী হুকুমে কাছারী বাড়ীর সংলগ্ন নফরদেব দুই তিন খানা বাড়ী পর্য্যন্ত খাস করিয়া কাছারী বাড়ীর প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে। এখন দরিদ্র প্রজাগুলি নিরাশ্রয। ধনিদরিদ্র-নির্ব্বিশেষে দয়া মায়া ত্যাগ করিয়া কর আদায করিবার হুকুম পাইয়াছিলাম। বহু প্রজা বাসনপত্র বিক্রয় করিয়াও উদর পূরণ করিতে পারিতেছে না। এমতাবস্থায় তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করা তোমাদের মত ধনী জমিদারের পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত। প্রতি বৎসর বীজ বপনের সময় গরীব কৃষকদিগকে সামান্য সুদে কিছু কিছু টাকা ধার দেওয়া যাইত এই বৎসর তাহাদিগকে কিছু দেওযা তো হযই নাই, অধিকন্তু বাকী খাজানার নালিশে প্রজা সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে।

কর্ত্রী তহবিলের সমস্ত টাকার তলব করিয়াছেন। বহু কৃষকের জমী বিনা চাষে খিল পড়িয়া আছে। কাহারও বা শস্য বিনা নিড়িতে আগাছায় ঢাকা পড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ফলে জমীদার কি প্রজা উভয়ের অবস্থাই মন্দ।

প্রমোদ—বাকজ্যে মশায। আপনার কথা শুনে আমি যে বড়ই চঞ্চল হয়ে পব্‌লাম্‌। সম্পত্তিতে আমার যে কোন হাত নেই, তা' বোধ হয় জানেন। সুতরাং আমি ৬০০৲ শত টাকার যোগাড করে দিচ্ছি। তাহা নিয়ে আপনার কাজ শেষ করুন গিয়ে।

বৃদ্ধ—বাবা। আমি ব্রাহ্মণ মানুষ। ৬০০৲ শত টাকায আমার জীবন—বটে, কিন্তু ঐ দরিদ্র কৃষকগুলির অবস্থা পরিবর্ত্তনেব কি কব্‌লে?

প্র—আপনি কি কত্তে উপদেশ দিচ্ছেন?

বৃদ্ধ—তোমাদের পুরাণ বাড়ীর আর একটা কাণ্ড দেখে আমার মনে হইল সিদ্ধেশ্বর বাবুর সুনামে শীঘ্রই কলঙ্ক রটবে। আজ প্রাতে শিযালদহ ষ্টেশনে নামিয়া বরাবর তোমাদের বাড়ী গিযাছিলাম। তোমার অনুসন্ধান করায একটা চাকর আমাকে একটা সাহেবের কোঠায় লইযা গেল। সাহেবটি বাঙ্গালী। বোধ হয কর্ত্রীর

ষ্টেটের ম্যানেজার হইবে। আমি তাহার নিকট কর্ত্রীর সাক্ষাৎ ভিক্ষা করিলাম, কিন্তু কোন ফল হইল না, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের আবেদন নিবেদন সমস্তই ভাসিয়া গেল। অনন্তর অনন্যোপায় হইয়া তোমার অনুসন্ধান করিয়া এখানে পৌছিয়াছি।

পৈতৃক ভিটায় ভূত চাপিয়াছে শুনিয়া প্রমোদের সরল হৃদয় ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল। শরীর স্পন্দনহীন—শ্বাস দ্রুত—ওষ্ঠ ও অধর অস্ফুষ্ট কিন্তু কম্পিত—রসনা সম্পূর্ণ সংযত—প্রমোদকাননে প্রভঞ্জনের পূর্ব্বাবস্থা।

প্রমোদ কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বৃদ্ধকে বলিল "স্নানাহার করে ঠাণ্ডা হউন। বর্ত্তমানে সংসার নির্ব্বাহার্থ কিছু দিচ্ছি, তাহা নিয়ে আজই রাত্রির ট্রেনে বাড়ী ফিরে যান। দু' এক মাস পর ফের আমার সাথে দেখা কর্‌বেন।"

এই বলিয়া প্রমোদ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের স্নান ও আহারের বন্দোবস্ত করিয়া নিজে স্নান করিতে গেল। উভয়ের স্নানাহার শেষ হইল। অনন্তর বিশ্রামাগারে বসিয়া প্রমোদ বাবুজ্যে মহাশয়ের নিকট জমীদারী সংক্রান্ত নানা বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিল এবং সন্ধ্যা অতিবাহিত হইলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে এই দুইমাস সংসার

নির্ব্বাহ করিবার জন্য ১০০৲ টাকা প্রদান করিয়া তাঁহাকে বাড়ী ফিরিতে উপদেশ দিল।

ঐ

স্বপ্ন

সেই দিন রাত্রে বহু জল্পনা কল্পনা করিয়া রাত্রির প্রায় অর্দ্ধেকটা কাটাইয়া দিল। প্রথমতঃ চিন্তাগুলি ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাইযাছিল। অনন্তর ক্লান্ত মস্তিষ্ক জল্পনা কল্পনা ভুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রি প্রায় অবসান। এমন সময় পিতার প্রেতমূর্ত্তি আসিয়া প্রমোদের পাশে বসিল। প্রমোদ পাদস্পর্শ করিতে গিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। প্রেতমূর্ত্তি হইতে কতগুলি অস্পষ্ট শব্দ আসিযা প্রমোদের কাণে প্রবেশ করিল—"সুষমা শুকিয়ে গেছে, এখন ভোগ বাসনায় অধীর—প্রজার প্রাণ যায়—চিরকাল অভিমান অমঙ্গল।" প্রমোদের নিদ্রিত কণ্ঠ হইতে দুই তিনটি শব্দ হইল—"বা-বা, বা-বা।" অমনি সরমা চমকিয়া উঠিয়া প্রমোদকে ঘুম হইতে জাগাইয়া শঙ্কিত মনে স্বপ্নবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল।

প্রমোদ সহজে ধরা দিবার লোক ছিল না। এত দিন যে পিতার প্রতি অভিমান করিয়া তাঁহারা সংসার ছাড়িয়া পথের ভিখারী সাজিয়া বসিয়াছে, ইহা কেহই

জানিতে পারে নাই। অভিমানের প্রতিমূর্ত্তি হইয়াও প্রমোদ আত্মসংযমে কৃতবিদ্য। সুতরাং মুহূর্ত্তমধ্যে চিত্ত স্থির করিয়া সরমার প্রশ্নের উত্তর করিল "স্বপ্নে বাবাকে দেখিয়া কি যেন বলিতেছিলাম।" সরমা আর প্রশ্ন করিল না। আঁধারে অভিমানের বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রমোদের চোখ হইতে কয়েক ফোটা উত্তপ্ত জল আসিয়া অলক্ষ্যে তাহার বালিশ ভিজাইয়া ফেলিল। রাত্রি শেষ হইল। কাকের কর্কশ কণ্ঠ আসিয়া রজনী-প্রভাতের কথা জানাইয়া গেল। সরমা মধুসূদন স্মরণ করিতে করিতে গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। নীচে নামিবা মাত্র অনুকূলের প্রিয়তম বন্ধু বিরুপাক্ষ বাবুর সহিত প্রমোদেরও সাক্ষাৎ হইল। নমস্কার করিয়া কহিল "বিরুবাবু যে। এত সকালে কোত্থেকে ?

বিরু—সকালবেলা বেড়াতে বেড়িয়ে আপনার ফটক দেখেই একটা কথা মনে পড়্‌ল, তাই আপনার অপেক্ষায় বসে আছি।

প্র—চার দিন আগে অনুকূল বাবুকে একবার এদিকে দেখেছিলুম, তারপর আর সাক্ষাৎ নেই।

বি—শুনলুম একটা রোগী নিয়ে সে সপ্তাহ যাবত বড়ই ব্যতিব্যস্ত। কোন্ একটা ফকির সেই রোগীটা

নিযে এসেছে। রোগী-সেবাই ফকিরটার কর্ম্ম। ঐ রোগীর আত্মীয় স্বজন কেহই নাই। অনুকূল স্বেচ্ছাক্রমেই ঐ রোগীর ভার নিয়ে ঔষধ দিচ্ছে।

প্র—শুন্‌ছি সে রোগী বাড়ী ফিরে গেছে।

বি—হাঁ, কাল চলে গেল। অনুকূল আজ এক-বার এদিকে আস্‌বে বল্‌ছিল। কাল ব্যারিষ্টার সেন ও যে আমাকে ব্যগতিক করে তুল্‌ছিলেন।

প্র—সে কি রকম ?

বি—মদ খেয়ে এমনি মাতাল হযে পড়্‌লেন্ যে সেখানেই দিন্‌টা কেটে গেল।

প্র—আজ কেমন আছেন ?

বি—আজ ভালই, তবে এসম্বন্ধে আপনার বিশেষ যত্ন নেওযা দরকার হযে পড়্‌ছে। আপনার পিতৃভিটা যে এখন পিশাচের আড্ডা হয়ে দাঁড়ালো।

বিরুবাবুর কথাটা স্বপ্নের স্মৃতিটাকে ক্রমেই ভীষণ করিযা তুলিতেছিল। প্রমোদ নিজের ত্যাগ-স্বীকারকে ধিক্কার দেওযা ব্যতীত আর উহাকে সদ্‌ভাবে ভাবিতে পারিল না। পিতা সজ্ঞানে তাহাকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিযাছিলেন কিনা—এ প্রশ্নে বিশেষ সন্দেহই বাঁধিল। এমন সময অনুকূল আসিয়া হাজির। বলিল

"বিক যে এখানে। প্রমোদ বাবুকে কি বুঝিয়ে দিয়েছিস্ যে তাহার বাবার ভিটেতে ঘুঘু চড়্ছে।"

অনুকূলের কথা শুনিয়া প্রমোদ আরও অধীর হইয়া পড়িল। অভিমান ও আত্মসংযম টুটিয়া গেল। অস্থির হইয়া অনুকূলকে জিজ্ঞাসা করিল "অনুকূল বাবু, ঠিক করিয়া বলুন, ঐ উইলটা জাল কিনা?"

অনু—জাল বৈ কি। আমি সে কথা তখনি বলেছিলুম্।

প্র—আমার ও তখন কিছু সন্দেহ ছিল, তবে স্বাক্ষর যে বাবার নয়, তাহা জোর করে বল্‌তে পারি নি।

অনু—আদত উইলে আমাদের স্বাক্ষর ছিল এবং আমি নিজেই উহার মুশাবিদা করেছি—সেটা যে এর থেকে একদোম তফাৎ।

প্র—আমার বিশ্বাস এই উইলে বাবার স্বাক্ষর থাক্‌লেও তিনি সজ্ঞানে স্বাক্ষর করেন নি।

বি—সে তো বেশ কথা, আপনারা বাবুর স্বাক্ষরের দিন তারিখ মিলায়ে দেখুন না। আমার মনে হয় মৃত্যুর তুই তিন দিন পূর্ব্ব হ'তেই তিনি হত-চৈতন্য ছিলেন। সেই দিনকার প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌টা (Prescription) একবার খুঁজে দেখুন না—সব বেড়য়ে পড়্‌বে।

প্র—পিতার বিচারের উপর বিচার করবার অভ্যাস আমার কখনও ছিলনা ; তাই উইলখানায় পিতার অবিচার দেখেও নীরবে তাঁহার সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে এসেছি, আজ স্পষ্টই আমার মনে হচ্ছে, বিমাতা এই জাল উইলের নিয়ন্ত্রী। বিকবাবু, বলুন দেখি, সেই জাল উইল ও পুরাতন Prescription গুলি কি ভাবে যোগাড় করি ?

বিক—আমি সব ঠিক করে দেব।

বৃদ্ধের সত্য পালন

বৃদ্ধ সত্যরঞ্জন বাবু পূজা আহ্নিক করিয়া খাওয়া-দাওয়া করিতে করিতে শীতের সূর্য্য পশ্চিম দক্ষিণ গগণে হেলিয়া পড়িয়াছে। বহির্ব্বাটীর দুখানা ঘরের কিনারা বাহিয়া একটুক রোদ আসিয়া উঠানে পড়িয়াছে। বৃদ্ধ একটি হরিতকী হাতে করিয়া একখানা কেদারায় সেই রোদে উপবিষ্ট। বৃদ্ধের একমাত্র পুত্র বিমল একটি পান হাতে করিয়া একটুক্ ঘুমাইবে বলিযা বৈঠকখানার দিকে চলিয়াছে। বিমলকে দেখিযাই বৃদ্ধ কহিল, "বিমল, শুনে যা।"

বিমল—আজ্ঞা।

বৃদ্ধ—আমার শোবার ঘরের বিছানার তল থেকে কাগজের টুকরা কয়খানা কুড়াইয়া আন্ দেখি।

বিমল ভীত ও সন্দিগ্ধচিত্তে কাগজের টুকরাগুলি সংগ্রহ করতঃ পিতার হাতে দিযা চোরের মত তাঁহার এক পাশে দাঁড়াইল। বৃদ্ধ রক্তিম লোচনে ঐ টুকরাগুলি হইতে এক টুকরা ছিন্ন কাগজ বিমলের সম্মুখে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ লেখা কার?" কাগজটুকুতে দুইটা অসম্পূর্ণ লাইন ছিল। লাইন দুইটির আগাগোড়া

কিছুই নাই, কেবল মাঝের টুকু পাওয়া গিয়াছিল।
কাগজটুকরায় এই লিখা ছিল :-

—ল বাসা আশা করিয়া আ—

—পোস্থানে অপেক্ষা করিতে—

সাপের মাথায় ধূলাপড়া পড়িল। বিমল কোন উত্তর না করিয়া পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা কেবল মাটী খুঁড়িতে লাগিল। অনন্তর বৃদ্ধ চটিযা গিযা হঠাৎ বলিযা ফেলিলেন, "আমি যমালযে না গেলে এ বাড়ীতে তোর স্থান হবে না। সেই নির্জ্জন ফুল-বাগিচাই তোর উপযুক্ত স্থান। এখনই আমার নিকট থেকে পালা।

বিমল বৃদ্ধের ক্রোধ দেখিয়া ক্ষমা চাইতেও ভয় পাইল এবং কাছ থেকে দূরে না যাওয়া পর্য্যন্ত পিতার ক্রোধ থামিবে না বুঝিযা হাতের আঙ্গুল খুটিতে খুটিতে এক পা দুই পা করিয়া সরিতে আরম্ভ করিল। পিতার নিকট হইতে যতই দূরে সরিতেছে সংসার যেন ততই শূন্য বলিযা বোধ হইতেছে। হঠাৎ আত্মগ্লানি ও বিষাদের মেঘ আসিযা ক্ষুদ্র হৃদয়খানা এমনভাবে ছাইযা ফেলিল যে মুহূর্ত্ত মধ্যে ভোগ বাসনার উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি একে একে সব ডুবিযা গেল। অন্তরের ঘাত প্রতিঘাতে বাহিরের বন্ধন শিথিল হইতে লাগিল। কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যা সমাগতা ;

ভিতরে বাহিরে সকল পথ অন্ধকার। এই অন্ধকার ভেদ করিয়া বিমল অফুম্বস্ত পথের পথিক সাজিল। গৃহে সন্তান-সম্ভবা যুবতী যমুনার কথা একবারও ভাবিল না।

সংসার ত্যাগ

পাঠক কুমিল্লা সহরে গিয়া থাকিবেন যদি একান্ত না যাইয়া থাকেন তবে বন্ধু-বান্ধবকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন যে চাঁদপুর হইতে কুমিল্লার পথে লালমনি নামে একটা রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। তাহার কিয়দ্দূরে একটি অল্প-প্রসার সুন্দর সুদীর্ঘ পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা দূর হইতে এই লালমণির পাহাড় দেখিব। নামজাদা লোকদিগকে দূর হইতেই মানিয়া চলিতে হয় ও ভক্তি করিতে হয়। মুগ্ধকর জিনিষের মুগ্ধকরী শক্তি সুদূরের পথিককেই মুগ্ধ করিয়া থাকে, কাছে গেলে অত সুন্দর দেখা নাও যাইতে পারে। অতএব প্রতারণার ভয়ে আর লালমণির কাছে গেলাম না। লালমণির দিকে তাকাইয়া সান্ধ্য-গগণের ছিটাফোটা লাল মেঘের কথা, আর মাঝে মাঝে নীল ও সবুজ বর্ণের ভাঙ্গা ভাঙ্গা আকাশ—সমস্তই একে একে মনে আসিতে থাকে। পাহাড়ের উপত্যকার অধিকাংশ গুল্ম-লতায় সমাকীর্ণ। মাঝে মাঝে কৃষকদিগের এক আধখানা পর্ণকুটির। পাহাড়ের গায় স্থানে স্থানে দুর্ব্বাদল ও কচি

ঘাস এবং অবশিষ্টাংশ অনাবৃত লাল মাটীর লাল রঙ্গে রক্তবর্ণ। পাহাড়ের পাদদেশে সুবিস্তীর্ণ শস্য-ক্ষেত্র। তাহার অর্দ্ধক্রোশ দূর দিয়া রেলওয়ে লাইন বরাবর কুমিল্লার দিকে গিয়াছে। তৎসংলগ্ন একটি বৃহৎ রাজপথ আছে। এই লালমণি ষ্টেশন পাছে ফেলিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে বামহাতে একখানা হরগৌরীব মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ মন্দির হইতে একটি ক্ষুদ্র বাধান পথ আসিয়া রাজপথে মিলিয়াছে। এ ক্ষুদ্র পথের মাথায় একটি বৃহৎ নাট্টশালা এবং তাহার পশ্চাতে হর-গৌরীর মন্দির। পথের দক্ষিণ পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড দীঘী। দীঘীর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পাড়ে দুইটি বান্ধান ঘাট। দুই ঘাটের কিনারায় দুইটি বড় বড বেলগাছ আর পথের বাম-পার্শ্বে একটি ফুলের বাগান। বাগানে শ্বেত কাল, প্রভৃতি নানা প্রকার ফুল ফুটিয়া থাকে, যুই জবা, টগর, মল্লিকা গেন্ধা প্রভৃতি বিংশতি প্রকার ফুলে হরগৌরীর পূজা হয়।

বহুদিন হইতেই এক মোহান্ত হরগৌরীব পূজার কার্য্য সমাধা করিয়া আসিতেছেন। ঠাকুর মহাশযও সংসার বিরাগী। বিবাহ, সংসাব কিছুই করিবেন না। ফুলতোলা মালী, বাসন মাজা চাকর আর পূজক এই তিনই হরগৌরীর পৌষ্য ছিল। পূজাটা গ্রাম্য জমীদারের দেবত্ব

সম্পত্তি হইতেই চলিত, সুতরাং হরগৌরীর পূজার জন্য পূজকের আয়াস পাইতে হইত না। অল্প কয়েক বৎসর হয় বিসূচিকা রোগে মালী হঠাৎ মারা যায়। একদিন মেলেনী অনশনের হাত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য হর-গৌরীর মন্দিরে প্রণাম করিয়া রামদয়াল বৈরাগীর আশ্রমের দিকে চলিয়াছে, ইচ্ছা—অষ্টমবর্ষীয়া একটি কন্যার সহিত সে ভেক্ নেয়। মোহান্ত ঠাকুর মেলেনাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "গরীর মা, গরীকে নিয়া চল্‌ছিস্ কোথায়?"

মেলেনী—রাম দয়াল বাবাজীর কাছে।

মোহান্ত—কেন, তাহার কাছে কি?

মেলেনী—চৈতন্যের নাম লইয়া এই গরীর জন্য একমুট চাউল ভিক্ষা পাবত?

মোহান্ত—ছিঃ। পেটের দায়ে সংসার ছেরে ঐ লম্পট বৈরাগী রামদয়ালের কাছে ধর্ম্ম বিক্রয় করবি? নন্দার মরার পর থেকে আমার ফুলের বাগান সব নষ্ট হইতে চলিযাছে। তুই আমার বাগানটার একটুক্ যত্ন নে, আর গরী আমার ফুল বেলপাতা তুলে দিক। তোরা এখানেই থাক্‌না, হরগৌরীর কৃপায় তোদের দুই পেট এখানেই চলে যাবে।

মোহান্ত ঠাকুবেব কৃপায গরী ও তাহার মা হর-গৌরীর কাজে নিযুক্ত হইল।

গরীর চেহারা খুবই সুন্দর ছিল। নন্দারাম মালী বিশেষ গৌরীভক্ত ছিল বলিয়া মেয়েটির নামও গৌরী রাখিয়াছিল; ডাক নাম গরী। হরগৌরীর অনুগ্রহে গরী ও তাহার মা সুখে স্বচ্ছন্দে সেখানে চার বছর কাটাইল। অনন্তর গরীর মা বিষম জ্বরে আক্রান্ত হইয়া নিজেই জীবনের আশা ছাড়িয়া দিল। একদিন মোহান্তকে ডাকিয়া তাঁহার হাতে গরীকে সমর্পণ করিয়া কহিল "গোঁসাই, এর সকল ভবিষ্যৎ আপনার হাতে, আমি আর গরীর বিবাহ দেখ্‌তে পার্‌লাম না। একটা ভাল ছেলের হাতে ওকে দান কর্‌বেন।"

মোহান্ত—ওর কথা তোর ভাববার দবকার কি? হরগৌরীকে এখন স্মরণ কর।

গরীর মাকে গরীর বিবাহ দেখাইবার জন্য মোহান্ত বর খুঁজিতে ত্রুটী করেন নাই, কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে বিবাহের পূর্ব্বেই গবীর মা মারা গেল। কাজেই গরীর বিবাহে কাল-বিলম্ব ঘটিল।

কিছুদিন পর একদিন মোহান্ত গরীকে ডাকিয়া কহিল "গরী, তুই আর ফুল তুলিস্‌ না। তুই ছেলে মানুষ, মন্দিরে হরগৌরীর কাজ কর, বাহিরের কাজ আমিই করব।" গরী "আচ্ছা" বলিয়া মোহান্ত ঠাকুরের

কথানুসারে মন্দিরের ছোটখাট কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিল। প্রত্যহ হরগৌরীর পূজা ও ভোগ শেষ হইয়া গেলে মোহান্ত গরীকে নিজের কাছে বসাইয়া খাওয়াইত এবং খুব আদর করিত।

একদিন পূজা, ভোগ, আরতি শেষ করিয়া মোহান্তঠাকুর মন্দিরের বারেন্দায় ভুরি বাহির করিয়া গড়্‌গড়া টানিতেছেন। এমন সময় এক অতিথি উপস্থিত। অতিথিকে দেখিয়া মোহান্ত জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি জাত? কোথা হতে আস্‌লে? এ পাড়ায় কি একমুষ্টি চাউল মিলে না?"

অতিথি—আমি ভালবংশেরই লোক, জলচল, কিন্তু আমার বাড়ী-ঘর নাই। হরগৌরীর মন্দিরে আজ একমুটু প্রসাদ পাই কি?

মোহান্ত—আচ্ছা বস। তোমার বাড়ী-ঘর না থাক্‌লে তুমি কি এখানে থাক্‌তে পার্‌বে?

অতিথি—এখানে কি কর্‌তে হবে?

মো—কাজ, ভাল হরগৌরীর ফুল বেল পাতা তোলা।

অতিথি—আচ্ছা আমি থাক্‌ব।

মো—তোমার নাম কি?

অ—আমার নাম বিমা।

বিমা সেবাব্রতে নিযুক্ত হইল। হরগৌরীর কাজে তাহার দিনগুলি সুখে যাইতে লাগিল। মোহান্ত কি গরী উভয়ই বিমাকে মিষ্টিমুখে ডাকিত—ইহা বোধ হয় গরীর অনুগ্রহ। গরীর অনুগ্রহে বীমা ভোগের প্রত্যেক সুখাদ্যের অংশ পাইতে লাগিল। মন্দিরে দেশী বিদেশী বহু লোকই চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয প্রভৃতি বহু রকমের খাদ্যের উৎকৃষ্ট মালমোসল্লা যোগাইত। সরভাজা, লুচি, সন্দেশ, মণ্ডা মিষ্টান্ন প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্যের দ্বারা হর-গৌরীর ভোগ চলিত। মন্দিরে গরী ভিন্ন আর কেহ মোহান্তের সরভাজা ও মিষ্টান্নের ভাগী ছিল বলিযা মোহান্ত কখনও সন্দেহ করেন নাই।

মোহান্ত প্রত্যহ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া গ্রামের ভিতর কখন মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহে কখন বা চাঁদা সংগ্রহ নিযুক্ত থাকে। এই অবসরে গরী ফুল চন্দনের বাটা সাজাইযা যেটুকুবা সময় পাইত তাহা বীমাকে লইযা ভগবানের নানা কথায় কাটাইয়া দিত। গরীকে একটুকু বেশী কাছে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বীমা সর্ব্বদাই নিজকে তফাৎ রাখিতে চেষ্টা করিত।

ইতি মধ্যে মাঘিপূর্ণিমার রথ আসিয়া উপস্থিত। মন্দিরের কিযদ্দূরে রাধদয়াল ঠাকুরের রথ। রথের

মেলায় পঙ্গপালের মত দলে দলে লোক ছুটিয়াছে। পাঠক মহাশয় প্রকৃতির এই বিচিত্র লীলার হাটে প্রকৃতি ভিন্ন এক আধখানা পুরুষের চেহারা খুঁজিয়া পাইতেন কিনা সন্দেহ। যদিও বৈয়াকরণিকদের মতে দুই চারিটি পুং বাচক জীব বর্ত্তমান ছিল বলিয়া অস্বীকার করিতে পারি না, তবু তাহাদিগকে পুরুষ বলিলে পাঠকগণ সমস্বরে আপত্তি উপস্থিত করিবেন। শতকরা প্রায় ৯০ জন কাছাশূন্য, ভালে বিল্বপত্র সদৃশ তিলক, মস্তকে সুদীর্ঘ আলুলায়িত কৃষ্ণ কুন্তলদাম, হস্তে করঙ্গ, কদলী, কমলা, খিরাই প্রভৃতি সহজলব্ধ ফল। পুরুষ বাছিয়া না পাইলেও পুরুষের দৃষ্টান্ত বহুল বর্ত্তমান ছিল। আফগানেরা ভারত লুণ্ঠন করিতে আসিয়া যেই বীরত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, বৈরাগীর বীরত্বের পরাকাষ্ঠা কোন অংশে তদপেক্ষা কম ছিল না। বামদয়াল ঠাকুর রথের চুড়ায় থাকিয়া যখন খিরাই কমলা বিলাইতে লাগিল তখন কমলা লইয়া এত ভিড় বাঁধিয়া গেল যে বাহিরের বায়ুর বাবারও সাধ্য নাই যে সে গোলের ভিতর ঢুকে। চতুর্দ্দিকে কেবল সুদীর্ঘ কেশ-মণ্ডিত মস্তক, সূর্য্যদেবও তাহার কর প্রসারিত করিয়া ঐ দীর্ঘ উচ্ছৃঙ্খল কেশরাশি অতিক্রম করতঃ ঐ ফলের অবস্থা পরিদর্শন করিতে পারেন নাই।

আবার রজ্জুতে টান পড়িল—রথ ঘর্ঘর শব্দে চলিল—কলা কমলা ক্রমে সর্ব্বত্র টুপ্‌টাপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল। অন্তিমে একটি ফলও অব্যাহতি পাইল না। এই খেলায় স্ত্রী পুরুষ সকলেই সমান অধিকার দাবী করিয়া রথের ফল কুড়াইয়া লইতেছিল—বোধ হয় এই জগতের ইহাই Philosophy.

রথটানা শেষ হইয়া গেল। মেলা ভাঙ্গিল। বৈরাগীর দল যোড়ায় যোড়ায় দল বাঁধিয়া কিয়ৎ-লব্ধ ও কিয়ৎ-ক্রীত দ্রব্য লইয়া নিজ নিজ আশ্রমে ফিরিযা গেল। রথ টানিবাব সময সকল বৈবাগীর• যোড়াই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এক যোড়ার মাল আর এক যোড়ায মিলিয়াছিল। সৌভাগ্যেব বিষয় কেহ তাহা ভুলেও দাবী করে নাই, দাবী করিলেও কোর্টে উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একটা প্রাণ অতর্কিত ভাবে রথের নীচে পড়িযা যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল। ঐ স্থানেই একটা পাগল দাড়াইয়া রথের তামাসা দেখিতেছিল। এই পাগল ও বিমা ধরাধরি করিযা মৃতকল্প বৈরাগীকে গ্রামের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে নিয়া সেবকের হাতে দিল। পাগলটাও ঐ আশ্রমে কিছু দিন অবস্থান করিয়া বিমার সাধনা দেখিযা স্থানান্তরে চলিয়া গেল—গোঁপ দাড়িতে মুখ খানা ঢাকা পড়িলেও পাগলার চক্ষে বিমা ধরা পড়িল।

বৃদ্ধের অবসান

বিমলের চলিয়া যাওয়ার পর থেকে সত্যরঞ্জন বাবুর শরীর ক্রমে ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। আগেকার মত আদায় তহসিল কিছু নাই। বিমলের উপার্জ্জন তো অনেক দিন হয় শেষ হইয়া গিয়াছে। এই সুবর্ণ সুযোগে দুষ্ট জ্ঞাতিগণ প্রজাদিগকে খাজানা বন্ধ করিবার জন্য গোপনে পরামর্শ দিতেছে। কোন কোন স্থলে রামকুমার বাবু প্রজাদিগকে নানা প্রকার ভয় দেখাইয়া নিজেই খাজানা আদায় করিয়া নিতেন। এখন বৃদ্ধের সংসার চলা বড়ই সুকঠিন হইয়া পড়িল। অনন্তর অনন্যোপায় হইয়া বৃদ্ধ কিছু ভূসম্পত্তি রেহানে আবদ্ধ রাখিয়া কিছু টাকা ধার করিলেন—আয় না থাকিলে ঝিনুক মাপিয়া খাইলেও রাজার গোলা ফুরাইয়া যায়—এই টাকায় বৃদ্ধের বেশী দিন চলিল না, দুই বেলা উনন জ্বালানই কষ্ট। কখন কখন গিরি রহিমের মারফতে স্থানীয় সেবাশ্রম হইতে সাহায্য লইতে বাধ্য হইত।

সত্য বাবু ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়া আছেন। গিরি কিছুতেই এত অভাব অভিযোগের কথা বৃদ্ধকে জানিতে দিত না। যখন দেখিল যে পরের দয়ার উপর নির্ভর

করিয়া একটা সংসার চলিতে পারে না, তখন একদিন গিরি যমুনাকে বলিল "দিদি। ঘরেব কাজকর্ম্ম কবেত আমরা অনেক সময় বসে কাটাই। সেই সময় বসে কিছু কাজ কব্‌লে দুটা পযসা হয় না, দিদি ?"

যমুনা—হয় বোন্, কিন্তু আমরা কোন্ কাম্‌টা জানি ?

গিরি—কেন, আমাকে কিছু পুরাণ কাপড়ের পাড দাও, আমি ছোট ছোট আসন তৈযেব করে দিব। রহিম হাটে নিযা বিক্রি কবাবে।

যমুনা—আচ্ছা তুমি তাই কর, তোমাব বাহিরের কাজকর্ম্মত আমিই সব কর্‌তে পারি।

অনন্তর গিবি একদিন বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা কবিল "বাবা, আমি দাদার খবব নিতে লোক পাঠায়েছি—আপনি চিন্তা করে শবীব নষ্ট কব্‌বেন না।"

বৃদ্ধ—তুমি এর জন্য চিন্তা করো না মা। আমি বুড়ো মানুষ, শবীর ভাঙ্গবে নাতো আর ক'দিন ঠিক থাক্‌বে!

গিরি—দাদাকে কি আপনার দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় না ?

বৃ—ইচ্ছা হইলেও দেখতে চাই না। এখন আমার মরণই ভাল, আর দুঃখ সহ্য হয় না।

গিরি—আমি দাদাকে আনি ?

বৃ—এখন না। আমার মৃত্যুর সময় ওকে একবার কাছে ডাক্‌িও।

গি—রহিমের আজই ফিরে আসবার কথা। সে ফিরলে সব জান্‌তে পার্‌ব।

সেই দিন চলিয়া গেল, রহিম আসিল না। দুই তিন দিনের মধ্যে বৃদ্ধের শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। চতুর্থ দিবসে পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ চিত্রগুপ্তের নিকট নিকাশ দিতে বসিল—সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় নিকাশ শেষ করিয়া সত্যরঞ্জন বাবু স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন। যমুনা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং গিরি ফুলিয়া ফুলিয়া নিজকে ধিক্কার দিতেছিল।

লোভী জ্ঞাতিগণ আসিয়া বলিতেছে "কুলটা ছুরীটার প্রেমে পড়িয়া বৃদ্ধ নিজের ছেলেটাকে পর্য্যন্ত বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়াছেন,—ছেলেটাও কয়েক মাস ঘুরিয়া ফিরিয়া বাড়ীতে আর স্থান পাইল না। আর কি কর্‌বে! নিরুপায় হইয়া লজ্জায় ও ক্ষোভে আত্মহত্যা করিয়াছে।"

কথাটা যমুনার কানে বজ্রের মত আঘাত করিল,—মাথা ঘুরিয়া গেল, জগতটা অন্ধকার দেখিতে লাগিল; কিন্তু রহিমের সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত একেবারে নিরাশ হইল না।

যমুনার বক্ষে যে কতশত তরঙ্গ উঠিয়া পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছিল তাহা কে বলিতে পারে। এই সময় গণিবার কেহ নাই—সান্ত্বনা-বাক্য বলিবারও কেহ নাই। যে কেহ কাছে ছিল—সকলই সত্য বাবুর সম্পত্তির দাবীদার। তাহাদের ভিতর হইতে রামকুমার দাশ মহাশয় কহিলেন "বউমা, দাদার বাক্সের চাবিটা দেখাইয়া দাও না। রাত্রি অনেক হইয়া গেল আর কাঁদলে কি হবে—যাহা হবার তা হইয়া গিযাছে। এখন শব শ্মশানে নিব। কিছু কাপড় চোপড় কিনা দরকার—এখন টাকা চাই।"

গিরিবালা স্নান করিয়া ঘরে গেল। অনেক তালাস করিয়া দেখিল বাক্স খালি—কিছুতেই দুই টাকা পূরিল না। অনন্তর নিঃশব্দে যমুনার পাশে দাঁড়াইয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিল। শব্দ করিবারও শক্তি ছিল না, তবু কান্দিয়া কান্দিয়া নিজকে সংসারের সর্ব্বনাশের মূল বলিয়া ধিক্কার করতঃ যমুনাকে প্রবোধ দিতেছিল। যমুনা সে দিকে লক্ষ্য না করিযাই অলঙ্কারের বাক্সের চাবি ফেলিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল "সমস্ত গহেনাই বাবার কাজে লাগাইতে পার। এখন যাহা দরকার সেই পরিমাণ জিনিষ বান্ধা দিয়া টাকার যোগাড় করুক।" গিরি চাবি কুঁড়াইয়া কহিল "কি করব?"

যমুনা—যাহা ভাল বোঝ তাই কর।

গিরি চাবি লইয়া দ্বারের নিকট যাইতে না যাইতে রাম-কুমার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "বউমার কাছে চাবি পাইলে তো, দাও চাবিটা—আমরা সব যোগার যন্ত্র করে নেই।"

গিরি শোকার্ত্তা হইলেও বুদ্ধি-বিহ্বলা হয় নাই। সে রামবাবুর কথায় প্রত্যুত্তর না দিয়া অবনত মস্তকে ঘোমটা টানিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া কিছুক্ষণ পর ফিরিয়া গৃহের কোনে রামবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দাঁড়াইল। রামবাবু কাছে আসিলে কাগজ মোড়ান একটা জিনিস তাহার হাতে দিয়া কহিল "ইহা দ্বারাই বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করুন।"

রামবাবু বাহির হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে পনরটী টাকা লইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং সমস্ত যোগার যন্ত্র করিয়া শব শ্মশানে লইয়া গেলেন। শ্মশান বিমলের অনুপস্থিতে তাহার শ্রদ্ধার পাত্রকে নির্ব্বিঘ্নে দাউ দাউ করিয়া জ্বালিয়া ফেলিল, অবশেষে নিজেও নিস্তেজ হইয়া শীতল হইয়া পড়িল। সত্যরঞ্জন বাবুর মান অভিমান, ধর্ম্ম কর্ম্ম, মায়া দয়া, সকলই শ্মশানে আসিয়া ঢলিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার পুনরভিনয় করিবার আর কেহ বাকী রহিল না, কিন্তু বিমলের বিমল হৃদয়ে স্মৃতি এবং শ্রদ্ধা তখনও সজীব।

নির্ব্বাসিত বিমল তাহার অন্তরের সকল কোঠা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহাতে দুইটী মাত্র প্রশস্ত কোঠা গড়িয়া তুলিয়াছিল —এক কোঠায় পিতা সত্যরঞ্জনের ধ্যান-মূর্ত্তি, আর এক কোঠায় হরগৌরীর চরণ যুগল—কামিনী-কামনা-বন্যা বিমলের ধমনীতে আর প্রবাহিত হইত না। পার্থিব কাম প্রেমে পরিণত। রমণীর সাধারণ সৌন্দর্য্যের হাতে তাহার আর ধরা পড়িবার ভয় ছিল না। চুম্বনের প্রতীক্ষায় আর বিম্বাধর কম্পিত হইত না—হায়! হৃদয়-মন্দিরের একটা ঘর যে চিরকালের জন্য খালি হইয়া গেল, বিমল বিধির বিপাকে পড়িয়া তাহার খোঁজ পাইল না। পিতার প্রতিজ্ঞা ও পুত্রের অভিমান —এই দুই আগুনেই বৃদ্ধের সংসার জ্বলিতেছিল। অবশেষে চিন্তার আগুনে পুড়িয়া নিজেও শেষ হইল।

রামবাবু আসিয়া সকলকে মিষ্টকথায় বুঝাইতে লাগিলেন। এক শ্বাসে সত্যদাদার গুণকীর্ত্তন করেন, পরবর্ত্তী শ্বাসে বিমলের অকাল মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়া ঝড়্ঝড়্ করিয়া চখের জল ফেলিতে লাগিলেন। ইতি-মধ্যে গিরিবালা যমুনাকে স্নান করাইয়া একটা বিছানায় শোয়াইয়া রাখিল।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। সেদিনকার মত সকলেই

দুই চারিটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া এবং দুই একটী প্রবোধ বাক্য বলিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ঐ রাত্রিতেই রহিম বিমলের সংবাদ লইয়া নৃসিংহপুরে ফিরিয়া দেখিল—বৃদ্ধের শেষ হইয়া গিয়াছে। রজনী প্রভাতে রহিম পুনবায় বিমলের অনুসন্ধানে লালমনি যাত্রা করিল। শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে পারিল না।

এখন রামবাবু আর এদিকে ঘন ঘন আসেন না। শ্রাদ্ধের দুই দিন পূর্ব্বে একবার আসিয়া ডাকিলেন "বউমা"।

যমুনা রামবাবুব স্বর চিনিতে পারিয়া ঘর হইতে মৃদু স্বরে উত্তর করিল "আজ্ঞা"।

রামবাবু—মা, আজ কিছু পান তামাকের যোগার রাখিও। বিকালবেলা স্মৃতিতীর্থ মহাশয, ভট্টাচার্য্য মহাশয আর আমাদের সমাজের দুই একটী গণ্যমান্য লোক এখানে উপস্থিত থাক্‌বেন। তাঁদের একটুক্ আদর যত্ন কর্‌তে হবে তো।

যমুনা—বেশ, তাঁবা অনুগ্রহ করে আস্‌লে খুব সুখী হব, তবে তাঁহারা আস্‌বেন কেন?

রাম—দাদা কি আমাদের তুচ্ছ লোক ছিলেন,—তিনি এক ডাকে নরসিংহপুরের সমাজকে দাঁড করাতে, এক

তাকে বসাতে পারতেন। আজ বিমল নাই বলিয়া কি তাঁহার শেষ কাজটা ভেসে যাবে? বটে, আইনতঃ এই সম্পত্তির ওয়ারিশ আমি। আমি বরং এই সম্পত্তির কিছু ভোগ নাই করলাম—ইহা দ্বারা দাদারই স্বর্গার্থে সৎকাজ করা হউক।

যমুনাকে আঁচলে চখের জল মুছিতে দেখিয়া গিরি উত্তর করিল "দিদি এখন অস্থির আছেন, আমি সব ঠিক রাখব, আপনারা আসবেন।" রামবাবু চলিয়া গেলেন।

বিকালবেলা স্মৃতিতীর্থ প্রমুখ ১৫।১৬ জন লোক উপস্থিত। রামবাবু নিজেই তামাক সাজিয়া একবার স্মৃতিতীর্থ মহাশয়কে একবার ভট্টাচায্য মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিতেছিলেন। অনেক যুক্তি তর্কের পর স্মৃতিতীর্থ মহাশয় স্থির করিলেন :—আইন অনুসারে রামবাবুই এই সম্পত্তির বর্ত্তমান ওয়ারিশ। তবে অনাথা বিধবাদ্বয় যত-কাল জীবিত থাকে ততদিন রামবাবু এই সম্পত্তির আয়ের চতুর্থাংশ তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য তাহাদিগকে দিবেন। দুইদিন পর শ্রাদ্ধ, সুতরাং অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। বউমা তাহার অলঙ্কার হইতে তিনশত টাকা দিবে আর রামবাবু নিজে চারশত টাকা যোগাড় করিয়া প্রেতকার্য্য সমাধা করিবেন।

অল্পবয়স্ক মোক্তারবাবু আর একটা প্রস্তাব করিলেন—"নিকটবর্ত্তী চার পাঁচটা পণ্ডিতের নিমন্ত্রণ করিলে ভাল হয়, তাহা হইলে গোটা পাঁচ টাকা সহচর করা উচিত।" সভা আপনি মিলিয়া আপনিই ভাঙ্গিয়া গেল। গিরিবালা ও যমুনা কান পাতিয়া রামবাবু প্রমুখাৎ সভার সিদ্ধান্ত শুনিয়া রাখিল, কিন্তু মনে মনে উভয়েই বিমলবাবুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

শ্রাদ্ধের আর একদিন বাকী। ঐদিন তপন পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া মধ্যাহ্ন-গগনে হাজিরা দিয়া ক্লান্তদেহে পশ্চিমের শয়নমন্দিরে চলিয়া গেল। যামিনী আসিয়া লক্ষনেত্র ফুটাইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া নীরবে চলিতে লাগিল—রহিম কিন্তু সেই দিনও ফিরিল না।

যমুনা অধীর হইয়া পড়িয়াছে। রাত্রি শেষ না হইতে যমুনা গিরিকে ডাকিয়া বলিল "গিরি, এখনও সময় আছে—আমি যাই। বুড়ার বংশের এই চিহ্নটা আঁচল ছাড়া করিও না। প্রভাত হইলে অনেক বিঘ্ন ঘটিবে। এতদিন শ্বশুরের সংসার রক্ষা করিয়াছি, এখন যার সংসার সে বুঝিয়া লউক।"

গিরি—কোথা যাবে বোন?

যমুনা পাগলের মত বলিতে লাগিল—"মন যেখানে

যায়,—সত্যই কি রহিম আমাকে ফাঁকি দিয়া গেল। না,—আমি রহিমকে বিশ্বাস করি—কই তবে যে সে এখনও আসে না? তবে কি জীবন-সর্ব্বস্ব বিপন্ন। না,—তা হইলেও খবর আস্‌ত। তবে,—না,—আমি নিজেই চল্‌লাম্‌। কুৎসিৎ বলে আমাকে তুচ্ছ করবে?—না—কখনওত আমাকে ঘৃণা করেন নাই—”

গিবি যমুনাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইযা কহিল “আমিই পাপিষ্ঠা দিদ! আমার জন্য তোমার সংসার ছারখার হইল। আমিত তোমাকে প্রথম দিনই দাদাব অনুসরণ কবিতে বলিযা-ছিলাম, তুমি তখন আমাকে উল্টা প্রবোধ দিলে। যাও—সব চলে যাও। তোমায় বাঁধা দিতে চাই না। দিদি, যখন দরকার হয় তোমার এই বোনকে মনে ক'রো। আমি তোমার শুভ সংবাদ অপেক্ষা করে এখানেই রুইলাম। যাও,—যেখানে মন চলে, চলিযা যাও—নিশ্চয়ই ভগবান সাধ্বীব মনস্কাম সিদ্ধ করবেন।”

বিনা বাঁধায যমুনা যামিনীর আশ্রয়ে অন্তর্হিতা হইল। রজনী-প্রভাতে যামিনীর অন্ধকাব ঘুচিল বটে, কিন্তু যমুনার অন্তরের আঁধার বিমল বিনা ঘুচিবার নয়। পাগলিনী যমুনা খুঁজিযা খুঁজিয়া লালমনিতে গিয়া খবর পাইল—বিমা সেখানে নাই। মন্দিবের অসুস্থ গরীকে

লইয়া কলিকাতা গিয়াছে। পাগলী বার বার বিরক্ত করিলে মোহান্ত ঠাকুর ক্রোধ ভরে উত্তর করিলেন, "দেখ্ গিযা ১৪ নং কি ১৫ নং দর্জ্জিপাড়ায একটা দরিদ্র-শান্তি-নিকেতন আছে, সেখানে খুজে দেখ্ গিযা।"

দরিদ্র-শান্তি-নিকেতন

একটা দোতালা বাড়ী। সম্মুখে সবুজ ঘাসে ঢাকা কতকটা খোলা জায়গা। মাঝ খানে গোটা কয়েক ফুলের টব। তিন দিক্ অনুচ্চ প্রাচীরে ঘেড়া। বাড়ী খানা ছোট ছোট বহু কোঠায় বিভক্ত, প্রতি কোঠায় আলো বাতাসের বেশ বন্দোবস্ত। দুই খানা ছোট খাট, দুইটা গদী, দেয়ালে সংলগ্ন দুইটা তাক (shelf), আর মাঝে একটা ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প—এই প্রতি কোঠার অলঙ্কার। ইহার এক কোঠায় একখানা খাটে একটা রোগী অতি কষ্টে শ্বাস ফেলিতেছিল। শিয়রে এক পাগলী বসিয়া রোগীর বুকে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতেছিল। এমন সময় একটা লোক অনাবৃত দেহে গলায় চাদর ঝুলাইয়া ঔষধের শিশি ও বেদানা হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "গরী! এখন কেমন বোঝ?"

পাগলী উত্তর করিল, "একটু সুস্থ।"

লোকটী আর কিছু না বলিয়া পাগলীর মুখের দিকে দুই একবার তাকাইয়া আর একটা খাটের উপর বসিল।

গরী মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল, "বিমা দাদা! দুই দিন যাবৎ দেখছি, আপনি বাইরে গেলে এই দিদি আসিয়া

আমার শুশ্রূষা করে। আমি চিরকাল দাসী হইয়া থাক্‌লেও এই ঋণ শোধ যাবে না।”

পাগলী কিছু না বলিয়া আঁচলে চক্ষের জল মুছিল। হঠাৎ রমণীর চক্ষে জল দেখিয়া গরী পুনরায় কহিল, “দিদি! তুমি কে? আমার জন্য কাঁদবার তো এই সংসারে কেউ ছিল না। যক্ষ্মা রোগীর মরণ নিশ্চয। আমাব জন্য দুঃখ করিয়া লাভ কি? দিদি! তুমি এই বেশে আস কেন?”

পাগলী—আমি যেই হই না কেন, বোন্! একমনে ভগবানকে ডাক্। তোর কষ্ট দেখ্‌লে কি মানুষ স্থির থাক্‌তে পারে।

গরী—বিমল বাবু আমার জন্য জীবন পাত করলেন, আমি ত তাঁব কিছু সেবাই করি নাই!

পাগলী—ভগবানকে ডাক্, বাচ্‌লে সব কর্‌তে পার্‌বি।

বিমল—কে! যমুনা ব’লে মনে হয। কি ভাবে আস্‌লে যমুনা? তোমার এ বেশ কেন?

পাগলী—স্বামী যার বিরূপ তার আব বেশ ভূষা কি? তার মান, অপমান, লজ্জা, সম্পদ্‌ই বা থাকে কোথায়! এমন সংসাব আর অফুরন্ত পথে তফাৎ কি?

এই বলিতে বলিতে যমুনার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তখন বিমল কহিল, “যমুনা! অতীত বিষয়ের জন্য কাতর

হইয়া লাভ নাই। স্থির হও, বল দেখি, বাবার শরীর কেমন ?”

যমুনা কিছু কহিতে পারিল না, কেবল চক্ষের জল মুছিতে লাগিল। বিমল উঠিয়া গিয়া যমুনাকে সান্ত্বনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বাবার কথা বল, তিনি কেমন আছেন ?”

যমুনা—সারা জীবন ভাব্‌তে ভাব্‌তে জীবন ত্যাগ কর্‌লেন, সকলকে ক্ষমা কর্‌তেও ভুলেন নাই। তার কাজ তিনি করে গেলেন। এখন তোমার—

বিমল “আর বুঝি দেখ্‌ব না।” বলিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। ঝড়্‌ ঝড়্‌ করিয়া চক্ষের জল পড়িতে লাগিল।

একে খাটিয়া খাটিয়া অসুস্থ, তাহাতে আবার পিতার মৃত্যু সংবাদ। সন্ন্যাসী হইলে কি হয়। সংস্কার আমূল বদলায় কৈ ? পিতার জন্য প্রাণ না কাঁদিয়া পারিল না। পিতার অভাব তাহার অন্তরের পরলে পরলে অনুভূত হইল। পিতা কি পুত্র, একের অভাব অন্য কিছুতেই অম্লান বদনে গ্রহণ করিতে পারে না। মায়াতীত শুকদেব সাজিয়া জগতে কয়জনই বা বিচরণ করিতে পারেন ? সমাজের বাঁধন ত মায়া ও সহানুভূতিতে গড়া,— বিশিষ্ট মায়াই মানব হৃদয়ের উর্ব্বরতা। পিতার শোকে পিতৃভক্ত বিমলের হৃদয় পুড়িবে তাহাতে বিচিত্র কি ?

বিমল সংজ্ঞা হারাইল। . যমুনা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া একবার মাথায় আবার চক্ষে ও মুখে জল ছিটাইয়া "এখানে কে আছেন ? শিগ্‌গির আসুন" বলিয়া চিৎকার করিল। গোলমাল শুনিয়া পাশের কোঠা হইতে ছেলে ছোক্‌ড়া মত একটি কম্পাউণ্ডার আসিয়া উপস্থিত। ছেলেটি তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বিমলের জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সেই খানেই রহিল।

বিমলের একটুক জ্ঞান হইলে কম্পাউণ্ডারটি কহিল, "মা আপনি অস্থির হবেন না। আমি এখানেই আছি, যখন দরকার খবর দিবেন। বিমল বাবু এখনই সুস্থ হবেন।" এই বলিয়া ছেলেটি চলিয়া গেল।

বিমল সুস্থ হইয়া কিছুক্ষণ পর কম্পাউণ্ডারটিকে আবার ডাকিল। সে আসিলে তাহার উপর গবীর তত্ত্ব-তালাসের ভার রাখিয়া তর্পণ করিবার জন্য যমুনাকে লইয়া কালীঘাট রওনা হইল।

দরিদ্র বিমল দরিদ্রের মত সঙ্ক্ষেপে যথাবিধি জিনিষ পত্র যোগার করিয়া পিতার আদ্য শ্রাদ্ধের আয়োজন করিল।

পুরোহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। উহাঁরা এই প্রকার বিবাহ শ্রাদ্ধাদির কার্য্য করাইয়া দুপয়সা উপার্জ্জন করিবার জন্য কালীঘাট গঙ্গার তীরে স্থায়ী বাসা করিয়া থাকেন।

বিমলের পিতৃ-শ্রাদ্ধের দিন উহাঁরা এক বাড়ীতে প্রায ১৪।১৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

ঠাকুর মহাশয প্রস্তাব করিলেন—"দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন না করাইলে শ্রাদ্ধাদির কার্য্য পূর্ণ হয় না।" বিমল বলিল, "ঠাকুর মশায! আমি নিতান্ত গরিব, দয়া করে নিয়ম কাযটুকু করে দিন।"

পুরোহিত ঠাকুব বিমলেব কথায একদম আগুণ। চাউল কলা রাখিযা যায় আর কি। বেগতিক দেখিয়া বিমল যোড়-হাত হইযা কহিল, "মহাশয, আমার শক্তি থাক্‌লে আপনাব বল্‌বারই দরকাব ছিল না। আপনাকে একটুক জলযোগ কবাতে পাব্‌লেই বহু ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল হবে বলে মনে কবি।"

পুরোহিত ঠাকুব দ্বিরুক্তি না করিযা গম্ভীর ভাবে এক ঘণ্টার ভিতরই মন্ত্র শেষ কবিলেন এবং পুটলী বান্ধিয়া কহিলেন, "খাওযা দাওয়া থাক, কায কব্‌লুম্ যথেষ্ট, যা দিতে হয নিযে এস, চলে যাই।"

বিমল কহিল, "মাপ করুন, আমি সত্যই বল্‌ছি, আমার শক্তি নাই।" এই বলিযা নির্জ্জন স্থানে আসিয়া অনেকক্ষণ পিতাব পাদপদ্ম চিন্তা করিল। এতক্ষণ পুরোহিত ঠাকুর চুপ করিয়াই ছিলেন।

পরে অনেক অনুনয় বিনয় করিলে, ঠাকুর মহাশয় একটুক আশ্বস্ত হইযা ভোজন পাত্রের নিকট না বসিয়া পারিলেন না। বসিযাই লুচি, সন্দেশ, রসগোল্লা, ক্ষীরপুরি ইত্যাদি নানাবিধ মিষ্টান্ন একটি একটি করিযা গলাধঃকরণ করিয়া তৃপ্ত হইলেন। আহারান্তে চাউল, কলা, ধুতি, গামছা, পুটলী করিযা দক্ষিণার জন্য বসিযা রহিলেন। বিমল হিসাব মত একুনে ৬।৷৹ টাকা রাখিযা পাযের ধূলা মাথায় লইযা কলিকাতা ফিরিল। "পরের চাউল পরের কলা, বর্ত্ত করে রাম মালা,"—ঠাকুরের ভাডাটে ধুতি, চাদর, তামা, কাঁসায, আর গরীর অর্থে বিমলের পিতৃ-শ্রাদ্ধ সমাধা হইল। এক ঘণ্টায়ই পাওনা দেনা শোধ। ইতিমধ্যে দারিদ্র-নিকেতনের ডাক্তার আসিয়া গরীকে হাওয়া পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিয়া গেলেন।

পরে দুই তিন দিন পর্য্যন্ত হাওযা পরিবর্ত্তনের কথা লইয়া নানা প্রকার যুক্তি তর্ক চলিতেছিল। যমুনা বলিল, "রিক্ত হস্তে চেইঞ্জে যাওয়া আর আকাশ-কুসুমের গন্ধ উপভোগ করা সমান কথা।"

বিমলও চিন্তায় পডিল। গরী বিমলের মুখ ভার দেখিয়া কহিল, "বিমল দাদা। মোহান্ত ঠাকুরের কাছে আমার কিছু গহনা আছে। আপনি মোহান্ত ঠাকুরকে

লিখিয়া দিন, তাহা বেচিয়া যেন আমার চিকিৎসার টাকা সংগ্রহ করেন।"

বিমল—তুমি গহনা কোথা পেলে? বৈরাগীর দেওয়া?

গরী—মোহান্ত ঠাকুরই দিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহা ব্যবহার করি নাই।

বিমল—তুমি চাইলেই কি দিবেন?

গরী—দিতে পারেন। চাইলে দিবেন। এতদিন তো খুবই আদর করতেন।

বিমল—তার উপর তোমার বেশ শ্রদ্ধা আছে?

গরী—শ্রদ্ধা যে নাই এমন কথা বল্‌তে পারি না। তবে লোকটাকে যেন কেমন পাগলা বলে মনে হয়। আমি না চাইলেও অনর্থক বহু জিনিষ কিনে দিতেন।

বিমল—যাক্‌ সে কথা, তা'হলে কিছু টাকার জন্য লিখি?

গরী—লিখুন।

বিমল মোহান্তের নিকট ডাক্তারের কথা বিস্তার করিয়া লিখিল। মোহান্ত কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া কিছু টাকা মনি-অর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দিল। গরীকে লইয়া বিমলের পুরী যাওয়া ঠিক হইল।

হাব ভাব দেখিয়া যমুনার আর এক চিন্তা উপস্থিত। খরচের টানাটানিতে পড়িয়া বিমল যমুনাকে সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিল এবং কতদিনে ফিরিয়া আসিবে তাহাও কিছু বলিল না।

পরদিন গরীকে লইয়া বিমল পুরী রওনা হইল। যা'বার বেলা পানরায় কহিল, "যমুনা। বাড়ী গিয়া সুকুমারকে সান্ত্বনা কর। আমার জন্য বৃথা কাতর হইলে লাভ নাই। এক গরীব শুশ্রূষাই কায নয়, আরও অনেক করতে হবে, তবে শীঘ্রই ফিরব।"

যমুনা—মরার আর কাতরতা কি? সুকুমারকে লইয়া যেখানে ইচ্ছা যাও, আর খুজ্‌ব না।"

বিমল—যমুনা। আর অবিশ্বাস করোনা, আমি নিশ্চয় ফিরব। তুমি বরং কিছু দিন এখানেই থাক।

যমুনাকে রাখিয়া বিমল ও গরী চলিয়া গেল। ষ্টেশন হইতে মধ্য-শ্রেণীর টিকেট কাটিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে যাইয়া দেখে, পুরার বহু যাত্রী আগেই ইন্টারক্লাশ ভর্ত্তি করিয়া বসিয়া আছেন। সুতরাং অতিরিক্ত ভাড়া দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট কিনতে বাধ্য হইল।

বিমল ও গরী যে গাড়ীতে আরোহণ করিল তাহাতে দুইটি বড় বড় কেবিন। এক কেবিন হইতে অন্য (

যাতায়াতের সুবিধাও যথেষ্ট ছিল। কেবিন দুইটার মাঝের বেড়াটা আধা উচু, তিন ফুট কি সারে তিন ফুটের বেশী নয়। সুতরাং দুইটাকে একুনে একটা কেবিন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেবিন দুইটি স্বাধীনই বটে, কারণ আলো পাইখানা সবই পৃথক।

ইহার এক কেবিনে একটী বাঙ্গালী সাহেব, সাথে একটি প্রৌঢ়া হিন্দু বিধবা ও একটি চাকর। অপর কেবিনে বিমল ও গরী।

ঠং ঠং করিয়া গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল। মন্থর গতিতে গাড়ী গন্তব্য স্থানে রওনা হইল। ধীরে ধীরে গতি বাড়াইয়া শেষে স্থির গতিতে দৌড়িতে লাগিল।

ইতিমধ্যে বিমল এক বেঞ্চে গরীর শোবার সুবিধা করিয়া দিয়া নীচে আরএক বেঞ্চে বিশ্রাম লইবার আয়োজন করিতেছিল। অপর কেবিনের সাহেবটি এতক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ও নাক বাকাইয়া নানা ভাবের অভিব্যক্তি করিতেছিলেন। বেশভূষা দেখিয়া স্থির করিলেন, লোকটা ভুল করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়া থাকিবে। অতএব বিদ্রূপ করিবার ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়। সব ভর্ত্তি হয়ে গেল বুঝি ?"

বিমল—না, তেমন ভর্ত্তি হয় নাই।

সাহেব—তা হ'লে এ রোগীর জন্যে একখানা গাড়ী রিজার্ভ (Reserve) করাই ভাল ছিল।

বি—ততটা আমার মানাবে কেন?

সা—কোথা নাব্‌বেন্‌?

বি—পুরী।

সা—চাকরকে বুঝি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে ফেলে এলেন?

বি—না, তা কেন? তার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেটই কিনেছি।

সা—তবে সাথে রাখ্‌লেই ভাল ছিল।

বি—সে আমার সাথেই আছে। আপনি দেখ্‌ছেন্‌ না।

সাহেব লজ্জা পাইয়া সুর বদলাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "আপনারা পুরীতে কত দিন আছেন?"

বি—আমার সাথে রোগী আছে, এর শরীর সুস্থ হ'তে যে কটা দিন দরকার, সেখানেই থাক্‌ব।

সা—পুরী গিয়ে কোথা উঠ্‌বেন?

বি—কিছুই ঠিক হয়নি। প্রথমতঃ অতিথি-শালা থাকেত সেখানেই আশ্রয় নেব, পরে ছোট খাট এক খানা বাড়ী দেখ্‌ব।

সা—সমুদ্রের কিছু কাছে খোল. মেলা একখানা বাড়ী হইলেই আপনাদের সুবিধে।

বি—ততটা কি জুটবে ? সে ধরণের বাড়ী সব বড় লোকেই ভর্ত্তি থাকে।

সা—আপনি সেনিটরিয়ামে (Sanitorium) যাচ্ছেন্, আর মুক্ত হাওয়া চাচ্ছেন্ না ?

বি—মহাশয়, গরিবের জন্য মুক্ত হাওয়া Occasionally মাঠেঘাটে—কপাল কুটলেও সহরে বিক্ত হস্তে মুক্ত হাওয়া জোটে না। তথাপি——

সা—দুটো পয়সা খরচা না কর্‌লে রোগী নিয়ে ধ্বস্তা ধ্বস্তিই সার।

বি—তা ঠিক, তবে উপায় কি ? মহাশয় কোথা নাব্‌বেন্ ?

সা—আমরা ওখানেই নাব্‌ব—সমুদ্রের একবারে কাছেই আমাদের বাড়ী 'সিদ্ধেশ্বর কুটীর,' দোতালা বাড়ী, বাড়ীখানা বেলা-ভূমির উপর বল্‌লেও দোষ হয় না।

বি—সেখানে আপনাদের আর কে আছেন ?

সা—বর্ত্তমানে খালি, তবে বাটীর অর্দ্ধেকটা ভাড়া দিবার মত পৃথক করা আছে। আপনারা মনে কর্‌লে

তার একটা কোঠা নিতে পারেন, আপনাদের meansএ যাহা কুলায তাহাই দিবেন।

বি—খুব উপকার কর্‌লেন, যথেষ্ট ধন্যবাদ। আমরা তাই কর্‌ব।

সা—আপনি এই বেঞ্চিতে আসুন না।

এই বলিয়া সাহেব জগার দিকে ফিরিযা কহিল, "জগা! ঐ রোগীর পাশে বস্‌ত।"

জগা উঠিযা ঐ রোগীর কাছে যাইতেছিল, অমনি বিধবা রমণীটি তাহাকে বাধা দিযা নিজেই সেখানে চলিলেন এবং বিমলও উঠিযা সাহেবের কেবিনে আসিল।

সা—এই আপনার wife (স্ত্রী) বটে? উঁন ক'দিন ধরে ভুগ্‌ছেন্‌?

বি—না, উনি আমার কোন Relative (আত্মীয) নন। তবে এর কেউ নেই বলে আমরাই যত্ন নিচ্ছি।

সা—কেন, এর Husband (স্বামী) কি করেন?

বি—Husband কোথায! এখনো বিযে হয নি যে! বাপ মা মরে গেলে কেইবা যত্ন নিযে বিযে দেবে?

সা—ধন্য আপনাদের স্বার্থহীন জীবন। সাত্ত্বিক ব্রহ্মচারী ভিন্ন কি কখন জগতের এত মঙ্গল হয়! এমন

বি—আপনি সন্ন্যাসী আর ব্রহ্মচারীকে এক করে ভুল কর্‌বেন না।

সা—এদের ভিতর তফাৎ কি ?

বি—তফাৎ আছে বৈ কি। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, যতি—এই চার আশ্রমের ভিতর দিয়ে মানব সমাজকে আগি'য়ে যেতে হয়। তারি মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য প্রথম আশ্রম ও ভিত্তি, আর সন্ন্যাস বা যতি চতুর্থ বা চরম। ভিত্তি ঠিক না হ'লে তার উপরটা কি করেই বা ঠিক থাক্‌বে ? আর চতুর্থ আশ্রমটা এত সোজা নয়,—যে সে লোকই প্রথম তিনটাকে এক তুড়িতে উড়া'য়ে দিয়ে ছো মে'রে চতুর্থটাকে নিয়ে বস্‌তে পারে না।

সংসারী শিখ্‌লে পরে সন্ন্যাসী। সংসার কর্‌তেই গোড়ায় ব্রহ্মচারী হওয়া দরকার। সংযমী সংসারী হ'লে কেবল চিত্তে সাহস, একাগ্রতা ও নির্ম্মলতা আপ্‌নি আপ্‌নি ফুটে উঠে—এইগুলি ফুট্‌লে সংসারের স্বার্থকতা,—পরে সন্ন্যাস।

সা—এই আর একটা নূতন কথা। যোগ ছাড়া কখনো একাগ্রতা আস্‌তে পারে কি ? সংসারী লোক যোগী হ'লে তার সংসারই বা চল্‌বে কি করে ?

বি—যোগীর কোন্ গুণ্‌টা গৃহস্থের অভ্যাসের বাইরে ? "যোগ কর্ম্মসু কৌশলম্" সুকৌশলে কর্ম্ম সম্পাদনের নাম

যোগ—এই ত গীতার মত। আর চিরনমস্ত পতঞ্জলি মুনির মতে "অহিংসা সত্যাস্তেয়. ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমঃ," অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, চৌর্য্যবৃত্তি পরিহার, বীর্য্যধারণ এবং অপরের দান-গ্রহণে বিরতি ইত্যাদিকে যম কহে। এর ভিতর কোন্‌টা সংসারে অতিরিক্ত ? আর কোন্‌টা ছেড়ে সংসার চল্‌তে পারে ?

সা—কোনটাই না, এর সবগুলি সংসারে দরকার বটে, কিন্তু বিমল বাবু! আমার কাছে সবই নূতন। এর উপর বিয়ে কর্‌লে ত চোকে ধাঁধা দেখ্‌ব। আপনি কি সবাইকে বিয়ে কব্‌তে বল্‌ছেন্ ?

বি—না, ঠিক তা নয়। যাঁরা শুকদেব হয়ে জন্মিবেন বা জন্মেই শুকদেবের মত মানুষের সঙ্গ পাবেন তাঁরা ক্ষণজন্ম বা জন্মসিদ্ধ পুরুষ। তাঁদের কথা বাদ দিন্, উহাঁরা সব আশ্রমের শিক্ষাগুরু।

এই ভাবে অনেক কথা কহিতে কহিতে সাহেব ঘুমাইয়া পড়িল। ট্রেইন আপনার মনে সকল পথ কাটিয়া পুরী আসিয়া অনেকটা হাল্‌কা হইল। পুরী ষ্টেশন হইতে সকলে একযোগে সিদ্ধেশ্বর কুটীরে উপস্থিত হইলেন। ব্যারিষ্টার সাহেব লগেজ-পত্র বুঝ করিয়া জগাকে ডাকিয়া কহিলেন, "দেখ্‌ জগা। বিমল বাবুদের যখন যা দরকার,

খুঁজে এনে নিয়ে দিস্। এদের ঘরগুলি ঠিক আছে ত ?”

জগা—হাঁ। সব ঠিক।

ব্যারিষ্টার সাহেব পুরী যাত্রার আগেই সমস্ত বাড়ীটা চুনকাম করাইয়া রাখিয়াছিলেন। বাড়ীখানা যেমন সুন্দর তেমন স্বাস্থ্যকর। সর্ব্বদা সমুদ্রের হাওয়া আপ্‌নি আপ্‌নি আসিয়া খেলিয়া যায়। বাড়ী খানার চারিদিক খোলা। সাগর সমুখ করিয়া দোতালার উপরেও একটা খোলা বারেন্দা আছে। সময়ে গরী ঐ বারেন্দায় বসিয়া সাগরের পরিস্কৃত হাওয়া সেবন করিত।

ভগবানের কৃপায় অতি অল্প সময়ে গরী তাহার স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল। গৃহকর্ত্রী ও ব্যারিষ্টাব মহাশয়ের আপ্রাণ যত্ন গরীর আরোগ্যের একটা বিশেষ কারণ। গরীকে দেখিতে গিয়া সাহেব বিমল বাবুকে পুনঃপুনঃ বলিতেন, “বিমল বাবু! আপনাদের খাবার ব্যবস্থা আমাদের সাথেই চল্‌তে পারে। কাল থেকে আপনি তাই কর্‌বেন।”

প্রমোদ স্বাবলম্বনের বলে বহুদিন পরে সুখ শান্তির মুখ দেখিয়াছিল। প্রচুর অর্থ পাইতে লাগিল। ইতি মধ্যে একটি সুসন্তানও জন্মিল। তথাপি তাহার অদৃষ্টে অবিমিশ্র সুখ ভগবানের অভিপ্রেত নয় বলিয়াই মনে হয়। এই সুখের সময়ে প্রজা-পীড়ন ও সেই দুঃস্বপ্ন প্রমোদের হৃদয়ে একটা ভীষণ মেঘের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই যন্ত্রনা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রমোদ বহুবার মায়ের নামে জাল উইলের মোকদ্দমা স্থাপন করিবে বলিয়া স্থির করে, আবার সরমার সানুনয় অনুরোধে প্রতিবারিত হয়। প্রমোদ যখনই সে কথা তুলিত, তখন সরমা কেবলই বলিত, "নাথ। একদিকে পৈতৃক সম্পত্তি, অপরদিকে মায়ের নামে কলঙ্ক আরোপণ—এই দুটা জিনিষ তুলনা করিলে কলঙ্কের কথাই ভাব্‌বার বিষয়। আমরা পিতার সম্পত্তি পেয়ে থাকি আর নাই থাকি, তুমি মায়ের নামে মোকদ্দমা কর্‌লে তোমার বংশের নামে একটা কলঙ্ক রট্‌বে।"

একদিন প্রমোদ কহিল, "সম্পত্তি হাতে না এলে কি করেই বা প্রজাদের প্রতি নায়েবের উৎপীড়ন থাম্‌বে?"

সরমা—খরচ পত্তর করে ত আজ কাল আমাদের দুটা পয়সা বাচে। যে সব প্রজা সরকার থেকে কোন সাহায্য

না পায়, দুটা পয়সা দিয়ে তাদেরই না হয় উপকার কর। জমিদারী থেকে দুটা পয়সা বাচলে যা করতে, বর্ত্তমান আয় থেকে বরং তাই কর।

প্রমোদ—আচ্ছা, বারুয্যে মশায়কে ডেকে তারই বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। এখন একটা লোক কিছু বীজ ও কিছু টাকা নিযে মহাল কটা ঘুড়ে আসুক্।

সরমা—বেশ কথা, তাকে ডাক ; উনি এলে পর এ অবসরে খোকার অন্নপ্রাশনের কাজটুক শেষ করে ফেলি।

প্রমোদ—বারুয্যে মশায় এ'লে যা হয় কর।

সরমা—এই সময় মাকে ডাকলে ভাল হয় না ? মা যাহাই করুন না, আমরা দোষ করি কেন ? মাকে না ডাকলে লোকে বড়ই নিন্দা করবে।

প্রমোদ—তিনি আসেনত ভালই ; না এলে আর কি করা ? তিনি আমাদের উপর চটা ; অনুরোধ কি রাখঁবেন ?

সরমা—আমি বিশেষ করে লিখ্‌ব, ক্ষমা চাইব। আর অনুরোধ না রাখলেই বা অপমান কি ?

প্রমোদ—আচ্ছা, তোমার জোর থাকেত লিখ।

এই কথোপকথনের পর প্রমোদ বারুয্যে মহাশয়কে আসিতে অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখিল এবং সরমাও অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া শাশুড়ীকে আর এক পত্র দিল।

শ্রীশ্রীদুর্গাসহায় ।

কলিকাতা,

২১শে পৌষ ।

শত শত প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদনমেতৎ,

মা! অনেক সাহস করিয়া ক্ষমা চাইব বলে মনে করিয়াছি। সকল ত্রুটি মাপ করিয়া এখানে আসিয়া আপনার স্নেহের পৌত্র শ্রীমান খোকাকে কোলে করিলে সকলেই শান্তি পাইতাম। খোকার বয়স নয় মাস অতীত হইতে চলিয়াছে। আপনি আসিয়া স্বহস্তে ইহার অন্নারম্ভ করাইবেন, এবং নাম রাখিবেন, এই একান্ত প্রার্থনা।

সন্তান হইয়া তিনি কি ভাবিয়া মায়ের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিতে চাহিয়াছেন, তাহা আপনিও জানেন। শুনিয়াছি তিনি মোকদ্দমা করিতে ক্ষান্ত হইয়াছেন। অন্যায় হইলে উঁহাকে ক্ষমা করিবেন। এই সম্বন্ধে আমি আর কি লিখিব। আমরা সবই কুশলে আছি। আপনার পায়ের ধূলা পাইব, এই বাসনা। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

আপনার স্নেহের বউ

সরমা।

পরিবর্ত্তন

একদিন বিকালবেলা ব্যারিষ্টার সাহেব খোলা বারেন্দায় বসিয়া আছেন, এমন সময় জগা চিঠির বাক্স থেকে একখানা পত্র আনিয়া তাঁহার হাতে দিল। সাহেব পত্রখানা দেখিয়া পুনরায় কর্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কর্ত্রী পত্র পাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তখন সাহেব ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সুষমা। এ যে নূতন লেখা দেখ্‌ছি, চিঠিখানা কার?"

কর্ত্রী—নূতন লেখাই বটে। যা'র হাতের চিঠি জীবনে কখনো আর আশা করি নাই, সেই বউমার চিঠি।

সা—কি খবর?

কর্ত্রী চিঠিখানা ব্যারিষ্টার সাহেবের হাতে দিয়া কহিল, "এই দেখ।"

সাহেব চিঠিখানা হাতে লইয়া দুই চার হরপ পড়িয়াই ছুড়িয়া ফেলিল, ঘর থেকে বাহির হইতেই কহিল, "রেখে দাও সব আব্‌দার।"

কর্ত্রী কহিল, "প্রানপ্রিয়। প্রমোদের ছেলে কি সত্যই আমার কেউ নয়? আমার না হইলে প্রাণ থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠে কেন?"

সা—যদি যেতেই সঙ্কল্প করে থাক, তবে যাও না চলে।

কর্ত্রী—কোন সঙ্কল্পই করি নি,—কেবলমাত্র প্রাণের ব্যথা বল্লুম্। তুমি না শুনেই চটে গেলে? থাক্, আমার ভাবনা আমিই ভাব্‌ব।

কর্ত্রী একা বসিয়া বহুবার চিঠিখানা পড়িয়া পরে টেবিলের দেরাজে রাখিয়া দিল।

রাত্রি হইল। নীরবে সমস্ত কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া যার যার কোঠায় গিয়া শুইযা পড়িল। কর্ত্রী বহুক্ষণ হয় শুইয়াছেন, কিন্তু ঘুম হইতেছে না। অতঃপর বিছানা হইতে উঠিয়া খুব ধীরে ধীরে সাহেবের কোঠায গেল।

সাহেব গাঢ় নিদ্রায নিমগ্ন, নাকে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ। কর্ত্রী খাটের উপর মশারির বাহিরে অনেক্ষণ বসিয়া রহিল। সাহেবকে জাগাইতেও এক-আধটুক চেষ্টা করিল। জাগাইতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার শুইয়া পড়িল। এইভাবে আরও কতক্ষণ কাটাইয়া পুনরায় উঠিয়া সাহেবের কাছে গেল। সাহেব তখনও নিদ্রিত। এইবার কর্ত্রী গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে জাগাইতে ত্রুটি করিল না। সাহেব চমকিয়া উঠিয়া বসিল। তখন কর্ত্রী কহিল, "প্রাণপ্রিয়। আমার আজ এক মুহূর্ত্তও ঘুম

হয় নাই। এই জীবনে প্রমোদকে আমি যত জ্বালাতন ক'রেছি তাহার লক্ষগুণ যন্ত্রনায় আমি দগ্ধ হচ্ছি। প্রমোদের হাসিমাখা মুখ খানা যেন ক্রমেই উজ্জ্বল হইয়া মনে ভাস্‌ছে। মাঝে মাঝে যখনই একটুক তন্দ্রায় অভিভূত হই তখনই দেখি, প্রমোদের ছেলে আমার বুকের উপর হামাগুঁড়ি খেল্‌ছে।

প্রাণপ্রিয়—একটা আমূল ওলট পালট করে তুল্‌লে যে! নাকে খত দিয়ে ক্ষমা চাইবে?

কর্ত্রী—প্রাণ মান্‌ছে না। অনুতাপে পুড়ে যায়। যাহা কর্‌বার হয় কর, ভবিষ্যতে আর যেন অনুতাপ কর্‌তে না হয়।

প্রাণ—তুমি চাচ্ছ কি? যা হয় কর না।

কর্ত্রী—অনুরোধ রাখ্‌বে?

প্রাণ—অনুরোধে ত অনেক নীচে নেমেছি, আর কোথায় নাব্‌ব, বল?

কর্ত্রী—নীচ উপর কিছু বুঝি না। তবু অনুরোধ কচ্ছি,—বিয়ে করে সংসার কর। দেখে আমি সুখী হ'ব।

প্রাণ—এ কথার জন্যি সারা রাত জেগে আছ?

কর্ত্রী—না, শুধু তা নয়। আরো বলব—তুমি আগে স্বীকার কর,—বিয়ে করবে।

ব্যারি—যদি না করি ?

কর্ত্রী—ভবিষ্যতে বহু অশান্তি জুট্বে ; দুঃখ পাবে। আমার কথা শুন ; আমি নিজ হাতে সব করে দিচ্ছি। আমি গৌরীকে তোমার ক'রে দিব। অনাথার বন্ধু হ'লে ভগবান প্রসন্ন থাক্‌বেন।

প্রাণ—এতক্ষণ বাজে বক্‌লে। আসল কথা বল না !

কর্ত্রী—সব বলেছি, কিছু বাকী রাখিনি। বিমল বাবুর মন বুঝ্‌তেও বাকী নাই। তিনি বীরের মত সরল ভাবে রাজী হয়েছেন—সত্যই সে বীর।

প্রাণ—বিমল বরং বীরই আছে ; গরীর প্রাণের ব্যথা যাবে কোথা ?

কর্ত্রী—গরী এখনও ছেলেমানুষ, কিছু চঞ্চলতা থাকবেই। সে বিমলবাবুকে ভালবাসে বটে, কিন্তু তোমার জন্যই তার প্রাণ কাঁদে। আর বাবুটী ধপ্‌ধপে সুন্দর, লক্ষীশ্রী, রাজর্ষির মত চেহারা। তাকে দেখে ভালবাস্‌তে ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। ওতে দোষ কি ? গরীর এমনতর ছোট খাট পুতুলের মত চেহারা খানা দেখে তোমারও ভালবাস্‌তে ইচ্ছা হয় না কি ?

প্রাণ—কারো বাগানে গোলাপ ফুট্‌লে বাগানের মালী যেমন আমোদ পায়, আর যাঁরা কাছে দাড়ায়ে দেখেন

তাঁরাও তেমন আমোদ পান। গরীর রূপ ও গুণ দুইই সুন্দর, তাই ভাল লাগে।

কর্ত্রী—বেশ কথা, গোলাপটাকে ভালবাসতে দোষ কি? চুরি কর্‌লে, পাপড়ি ছিড়্‌লে বা মলিন কর্‌লে দোষ—এমন কি উহা মনে আন্‌লেও দোষ। বিমলবাবু মালীর মত গরীব শুশ্রূষা কর্‌তেন। তুমি আদর করে নিলে তিনি খুব খুসী হবেন।

প্রাণ—আর কি কথা?

কর্ত্রী—প্রমোদকে তা'র সব বুঝায়ে দিব এবং তা'র শিশুর মুখে নিজ হাতেই ভাত দিব। তা হ'লে প্রমোদও ক্ষমা কর্‌বে।

প্রাণ—শুন্‌লে পাড়াশুদ্ধ লোক হাস্‌বে। লোকে বল্‌বে, "জাল জুয়াচ্চুরিতে কুলা'ল না,—জেইলের ভয়ে সোজা!"

কর্ত্রী—তাও ভাল, অনুশোচনার জ্বালা বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা হইতে অনেক বেশী। প্রমোদ ইচ্ছায় ক্ষমা না কর্‌লে এই জ্বালা থাম্‌বে না। কিছু দিন প্রমোদের সংসার করি—কালই প্রমোদকে চিঠি লিখি।

পরদিন কর্ত্রী সরমার কাছে একখানা চিঠি লিখিল। চিঠি খানা এই—

পুরী, সিদ্ধেশ্বর কুটীর,
১২ই পৌষ।

অশেষ কল্যানভাজনীয়াসু,

মা লক্ষ্মি! তোমার পত্রে বড়ই শান্তি পাইলাম। জীবনে আমি তোমাদের উপর যত অত্যাচার করেছি এখন অনুশোচনায় আমি পুড়ে ছাই হ'লেও উচিৎ প্রতিফল হবে না। সোণার সংসার ছারখার করে তোমাদিগকে পথের ভিখারী বানিয়েছি। সব ভুলে প্রমোদকে নিয়ে বাড়ী ফিরে যেও। বাড়ী গিয়ে চিঠি দিলে আমি পুরী ছেড়ে আসব। আমি নিজের হাতে খোকার মুখে ভাত দিব। চিঠির প্রতিবাদ করে আর ব্যথা দিও না। প্রমোদকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও। শ্রীমানের কল্যানে কাল ভুবনেশ্বরের পূজা দিব।

আশীর্ব্বাদিকা,
তোমার শ্বশ্রূমাতা।

পরদিন কর্ত্রী চিঠিখানা ব্যারিষ্টারকে দেখাইয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল এবং তাড়াতাড়ি যোগার যন্ত্র করিয়া বিমল বাবুকে লইয়া ভুবনেশ্বর রওনা হইল। গরী এখনও দুর্ব্বল বলিয়া বাটীতেই রহিয়া গেল। সাহেবের তেমন ঝোঁক ছিল না, সুতরাং তিনিও গেলেন না।

ফকিরের গ্রেপ্তার

মন্দিরে যাইয়া ভুবনেশ্বরের পূজা শেষ করিয়া তাহারা সেখানেই মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপন করিল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বিমল কহিল, "চলুন, মন্দিরের নিকটবর্ত্তী বন থেকে ঘুড়ে আসি। বনের ভিতব অনেক সন্ন্যাসী আছেন।"

এই বলিয়া উভয়ে একটা সরু পথ ধরিযা বনের দিকে অগ্রসর হইল। কিছুদূর গিযা এক নিবিড় বনেব মাঝে পড়িল। লোকজনের সারা শব্দ নাই, বাঘ ভালুকের উপযুক্ত স্থান। মাঝে মাঝে দুই একটী অস্পস্ট সরু পথ। এই পথ দিয়া যাইতে যাইতে একটি সন্ন্যাসীর কুড়ে দেখিতে পাইল। সন্ন্যাসী একটা অগ্নিকুণ্ড সমুখ কবিযা বসিয়া আছে। শরার ভস্মে মাখা, মুখ দাড়ি-গোপে সম্পূর্ণ ঢাকা, মাথায় এলো থেলো চুল আর দুই একটি লম্বা জটা। একটা অগ্নিকুণ্ড, একটা বড় চিমটা, গোটা কতক নারিকেলের মালা আব পাতার একখানা ছোট কুড়ে ঘর—এই সম্পত্তি।

বিমল ও কর্ত্রী সেখানেই একটুক বসিল, ফকিরের সাথে দুই একটি কথাও হইল। ফকিরকে একটুক অস্থিরচিত্ত দেখিযা বিমল জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে বড়ই উদ্বিগ্ন দেখ্‌ছি।"

ফকির—ঘরে এক মুমূর্ষু রোগী।

কর্ত্রী—আশ্রমে আর কে আছে?

ফ —আর কে থাক্‌বে, মা?

া—আমরা তবে থাকি?

ফকির—খুব দরকার নাই। তবে থাক্‌লে রোগীর আর একটুক ভাল যত্ন চল্‌তে পারে,—জঙ্গলের বাহির থেকে বৈদ্য ডাক্‌তেও লোক লাগে।

বিমল—মনে হয়, লালমণির সেবাশ্রমে আপনার মত এক সন্ন্যাসী গিয়েছিল। আপনিই কি হিন্দু মুসলমানের হাঙ্গামায় সক-.কে কোল দিয়ে গোলমাল মিটমাট করেছিলেন?

ফকির—চিন্‌লাম, বিমল বাবু। শিগ্‌গির ঘরে যাও। দেখ, কি সর্ব্বনাশ!

বিমল কিছু না বলিয়া উদ্বিগ্ন মনে কুড়েতে ঢুকিল। দৃশ্য দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িল। দেখিল, একটা মৃত-কল্প দেহে অতি ক্ষীণ শ্বাস বহিতেছে। মুহূর্ত্তের জন্য নিমীলিত নেত্রে কি যেন ভাবিয়া ডাকিল, "যমুনা। যমুনা!"

যমুনার কথা বলিবার শক্তি ছিল না। একবার চোকে চোকে তাকাইয়া পলক ফেলিয়া প্রণাম জানাইল। হাতের আঙ্গুল নাড়িয়া বিমল বাবুকে পাশে বসিতে অনুরোধ করিল। বিমল বসিল। বসিয়া যমুনার মুখের দিকে

কতক্ষণ চাহিয়া রহিল। অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর স্রোতের মত অন্তরে অন্তরে প্রেমের গুপ্ত স্রোত বহিয়া চলিল।

অতি মৃদুস্বরে যমুনা কহিল, "না—থ। আ—মি ভা—গ্য—ব—তী। জী—ব—নে—র স—ন্ধ্যা—য আ—সি—য়া দে—খা দি—য়া—ছ। ক—ত শা—ন্তি। ব—স প্রা—ণ ভ—রি—য়া দে—খি। ——বা—ছা সু—কু—মা—র,——" এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িল।

বিমল— অস্থির হ'ও না। তুমি সুস্থ না হওযা পর্য্যন্ত এখানে থাক্‌ব। এখন ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করি।

যমুনা—না। র—হি—ম অ—নে—ক ক—রি—যা—ছে। আ—র না। তু—মি ব—স, দে—খি। আ—র কি—ছু চা—ই না। সু—কু—মা—র—কে দে—খি—ও।

বিমল—তুমি সুস্থ হও। উভয়ে বাড়ী গিযা সুকুমারকে দেখ্‌ব।

যমুনা——বা—ছা—র অ—দৃ—ষ্ট ম—ন্দ। জ—ন্ম থা—ক্—তে অ—না—থ।

বিমল—নিরাশ হ'ও না। আমি ভাল ডাক্তার ডাক্‌ছি। ভগবানকে ডাক।

"এ—ই দে—খ", বলিযা যমুনা আস্তে আস্তে আঁচল টানিয়া একটা গিট্ বিমলের হাতে দিল। বিমল গিট্ খুলিয়া একখানা চিঠি বাহির করিয়া পড়িল।

শ্রীশ্রীহরি।

৯ই পৌষ,
নৃসিংহপুর, ত্রিপুরা

দাদা।

তোমার অনুরোধ রাখিতে পারিলাম না। অজিত রায় বাবু পাড়ায় পাড়ায় তোমার কলঙ্ক রটাইতেছেন। গাঁয়ের সুকুমারকে এই সম্পত্তির মালিক বলিয়া স্বীকার করেন না। জবরদস্তি করিয়া বাড়ীর জিনিষ পত্র লুটিয়া নিতেছেন। আমার কলঙ্ক কাহিনীর সীমাই নাই। আমার উপর অত্যাচার করিবার ভয় প্রদর্শন করিতেও ক্ষান্ত হন নাই। সুকুমারের জীবন বিপন্ন। গুপ্তভাবে তাঁহার জীবন নাশের চেষ্টা হইতেছে। সত্বর বিমল দাদাকে লইয়া ফিরিয়া আসিও।

তোমার হতভাগিনী বোন্,
গিরিবালা।

বিমল চিঠি পড়িয়া ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ফকির! ও কি ভাবে এখানে এল?'

ফকির—আমি বিশেষ কিছু জানি না। ভিক্ষা করিতে গিয়া ইহাকে অজ্ঞান অবস্থায় রেলওয়ে ষ্টেশনের

একটা ঘরে দেখিতে পাই। দেখিলাম, কয়েক ভদ্রলোক ইহার শুশ্রূষা করিতেছিলেন। আমি চিনিতে পারিয়া ইহার যত্ন করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা সকলে চলিয়া যান। আমি ইহাকে সেই অবস্থায় এখানে আনিয়াছি। দুই দিনের চেষ্টায় জ্ঞান হইয়াছে।

বিমল কহিল, "বোধ হয়, গিরিবালার চিঠি পাইয়া যমুনা পাগলের মত পুরীর দিক ছুটিয়াছিল। বিপদের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া গাড়ীর ভিতরে জ্ঞান হারাইয়া থাকিবে।"

কর্ত্রী—যাক্ গত কথা। আপনি ডাক্তারের খবর করুন।

বিমল—জঙ্গলে কোথায় ডাক্তার মিলবে? বন্দরে মিললেই না জঙ্গলে। আপনি কে আনবেন? অনুকূল বাবুর মত লোক থাকলে সব সম্ভব ছিল।

কর্ত্রী—এখন নিকটের বন্দর থেকে একজনকে ডাকুন। পরে অনুকূলকে খবর দিন। আমি পত্র লিখে দিচ্ছি। টাকা চাইলে, টাকা পাঠাবেন। এখন যাতায়াতের খরচ দিচ্ছি। সত্বর চলে যাক্।

এই বলিয়া বিমল বাবুর হাত থেকে একটা পেন্সিল লইয়া গিরিবালার চিঠির পিঠেই দুই ছত্র সংবাদ লিখিয়া দিল। ফকির ষ্টেশনের দিকে ছুটিয়া গেল।

অনেক বলিল। ডাক্তার বাবু কিছুতেই রাজি হইলেন না। বিশেষতঃ প্রমোদের প্রতি সুষমাবালার অন্যায় ব্যবহারে তিনি বড়ই ব্যথা পাইয়াছিলেন। তাহার অপকর্ম্মের শাস্তি দিবার জন্য প্রমোদকে নানা প্রকারের পরামর্শও দিয়াছিলেন। সুতরাং না যাওয়াই সঙ্কল্প।

ফকির কাতর কণ্ঠে আরও একবার অনুরোধ করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইল। পরে জটার ভিতর হইতে একটা হীরার আঙটি বাহির করিয়া কহিল,—"বিশ্বাসের জন্য এই হীরার আঙটি রাখলাম, আপনি টাকা বুঝিয়া পাইলে ফেরত দিন। ইহা দেবার দান—প্রাণ হইতে প্রিয়তর।"

আঙটির উপর "অনুকূল" নাম দেখিয়া বিরুবাবুর সন্দেহ শত গুণ বাড়িল। কহিল "ফকির! তুমি হয় ডাকাত, নচেৎ চোর।"

ফকির—আমি চোর নই—ডাকাত।

ডাক্তার দ্বিধা না করিয়া পুলিশকে খবর দিল। পুলীশ আসিয়া দুই একটা বাদ্‌চিতের পরই ফকিরকে থানায় লইয়া চলিল।

গিরিবালার গ্রেপ্তার

যমুনাকে হারাইয়া গিরি দিনগুলিকে এলোমেলো ভাবে কাটাইতেছিল। কোনও দিন সকাল সকাল সুকুমারকে খাওয়াইয়া অবসর হইত—নিজের খাওয়া সারাদিন ভুলিয়া থাকিত। কোনও দিন সন্ধ্যাবেলাই সুকুমারকে লইয়া খাইতে বসিত। কখন ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিত, পাড়ার কঁচি কঁচি বালক বালিকারা সাজিভরা ফুল লইয়া হাজির। গিরিকে দেখিয়া সকলেই এক সময়ে বলিয়া উঠিত, "পিসী মা! পিসী মা! আমার মালা আগে কর।" গিরি একে একে সকলের মালা গাঁথিয়া তাহাদিগকে তাহাদের ইচ্ছামত সাজাইয়া দিত। বিছানা তোলা, বাসন মাজা, উঠানে ঝাটা দেওয়া সব পড়িয়া থাকিত।

কখন বিকাল বেলা ছেলে মেয়ে কোলে করিয়া পাড়ার বউরা আসিয়া যমুনার দুঃখের কাহিনী কহিত। কেহ বা আঁচল থেকে এক মোঠা সুতা বাহির করিয়া বলিত, "বোন্‌দি! নন্তুর জন্য একটা টুপি বানায়ে দিস্।" আর একজন, "আমাকে একটু চরকা শিখা না, দিদি।" আর এক রমণী বলিত, "সুকুমারের রেপারের (wrapper) মত আমিও একখানা কাপড় সেলাই করিয়াছি, তবে তোমার

খানার মত তত সুন্দর হয় না কেন ?” মাঝে মাঝে বৃদ্ধারা কাগজ খাম লইয়াও হাজির হইত। কেহ পুত্রের নিকট, কেহ জামাতার নিকট, কেহ বা কন্যার নিকট পত্র লিখাইয়া নিত। গিরি এই ভাবে শীতের দিনগুলি কাটাইতে-ছিল।

একদিন প্রাতে গিরিবালা ঘুম হইতে উঠিয়া ঘরে দুয়ারে জল দিয়া বাহিরে গোবর ছিটা দিতে যাইয়া দেখে—দুইটী ভদ্রলোক একটী চৌকীদার লইযা বহির্ব্বাটীর একটা ঘরে বসিযা আছে। তাহাদিগকে দেখিয়া গিরিবালা আড়াল হইতে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনারা কে ? এখানে কি চান ?” চৌকীদার জানাইয়া দিল যে বড় দারোগাবাবু আসিযাছেন—গিরিবালার খানা তল্লাস হইবে আর তাহার নামেও এক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে।

দারোগাবাবু তাহার আত্মীয়দিগকে ডাকিতে আদেশ করিল। কিন্তু গিরি কোন আত্মীযের সাহায্য পাইবে বলিযা আশা করিল না, মাথায় হাত দিয়া ঠাকুর ঘরের সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িল।

চৌকীদার গিয়া রামবাবুকে ডাকিয়া আনিল। রামবাবু আসিয়া এমন এক অভিনয করিল যেন হঠাৎ তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হইয়াছে। ঝঞ্ঝাবাতের প্রথমাব-

ন্যায় প্রকৃতি যেমন ভয়ঙ্কর স্তব্ধ মূর্ত্তি ধারণ করে, রামবাবুর গম্ভীর মুখের চেহারা খানাও ঠিক তদ্রূপ। কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া পরে যথেচ্ছা ভাষায় গালি দিতে লাগিল। "সত্যদাদার কলঙ্ক, বিমলের সংসার নাশের মূল ইত্যাদি" বলিয়া তিরস্কার করিল।

প্রবীণ অভিভাবকের মত দারোগা বাবুকে কহিল,—

"বাবু, আপনি আইন মত কাজ করুন। যদি ছোরী-টার পাপ না থাকে তবে সে নিজেই মুক্তি পাবে। আইনে বাঁধা দিয়া আমরা ফ্যাসাতে পর্ত্তে চাই না। ডাকাতের বৈলদ্দারের জামিন হইতে অনুরোধ করবেন না।"

গিরিবালা সুকুমারকে টানিয়া কোলে লইল। ফোটা ফোটা চক্ষের জল গড়াইয়া সিঁড়ি ভিজাইল। চৌকীদার দারোগা, রামবাবু প্রভৃতি সকলে ঘরে গিয়া জিনিষ পত্র নাড়িয়া চাড়িয়া যাহা সন্দেহ মূলক মনে করিল তাহার একটা লিষ্টি করিয়া নৌকায় উঠাইল। গিরিবালাকেও নৌকায় উঠিতে আদেশ করিল।

রামবাবু দারোগাবাবুকে বলিল, "মোকদ্দমা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সুকুমার আমার কাছেই থাকবে।"

গিরিবালা বিশেষ আপত্তি করিল এবং দারোগাবাবুকে জানাইল যে এই শিশুর জীবন তাহার নিজের জীবন হইতে

অধিকতর মূল্যবান, সে কিছুতেই এই শিশুকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না।

সুকুমারকে তাহার কাছে রাখিবার জন্য রামবাবু দারোগাবাবুকে যথেষ্ট অনুরোধ করিল। দারোগাবাবু গিরিবালার আপত্তি জানাইয়া রামবাবুর প্রস্তাবে অসম্মত হইল।

লোভী কাকলাসের চেয়ে অধম। কাকলাস পরের বুকের রক্ত আকর্ষণ করিলেও দংশন করে না। কিন্তু লোভীরা নরঘাতকের বৃত্তি অবলম্বন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তাহারা লোভের লেলিহান জিহ্বা প্রসারিত করিয়া নর-শোণিত পান করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারে না। তাই রাম বাবু সুকুমারকে হস্তগত করিবার জন্য দারোগাবাবুকে এক হাজার টাকা কবুল করিল। দারোগাবাবু কোন উত্তর না করিয়া গিরিবালা, সুকুমার, চৌকীদার, প্রভৃতিসহ সন্দেহমূলক জিনিষপত্র লইয়া নৌকায় উঠিল।

তরণী খালের সীমা অতিক্রম করিয়া তটিনীর বুকে আসিয়া তরতর্ সপ্সপ্ করিয়া অতীত ও ভবিষ্যতের কথা একসুরে মিলাইয়া গাহিয়া যাইতেছে। সেই স্রোতের মাঝে শিশু সুকুমারকে কোলে লইয়া অনাথা রমণী ভাবিতে লাগিল,—"যে 'মা' বলিয়া ডাকিলে পুত্র হইতেও অধিক স্নেহ পাইত, যাহার বৈরাগ্যের কথা মনে করিয়া পিতা হইতে

অধিক শ্রদ্ধা করিতাম, সেই রহিমই আমার সর্ব্বনাশের মূল হইল। যে দিন এই স্রোতে জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে, রহিম প্রতিবন্ধক না হইলে আমিও সেই দিন মিশিতে পারিতাম। তাহা হইলে সাধু সত্যরঞ্জনবাবুর সংসার এমন ভাবে ছাড়খাড় হইত না; যমুনার বুকে আগুন জ্বলিত না; আর কৃতজ্ঞতা-পাশেও আমি বাঁধা পড়িতাম না। সেই রহিমই পরিবর্ত্তনের কাণ্ডারী সাজিয়া আমার হাল ঘুরাইয়া দিল। জানি না,—অদৃষ্টে আর কি বাকী আছে?"

গিরিকে লইয়া নৌকা প্রায় দিবা অবসানে থানায় আসিল। সকল নৌকা হইতে নামিল।

চৌকীদার দফাদার সারাদিন অনাহারে ক্লান্ত। ডেঙ্গায় নামিয়া স্নান আহার করিতে সকলে চলিয়া গেল। দারোগা-বাবু এই সুবর্ণ সুযোগে গিরিবালাকে নানা প্রকার প্রলোভন বাক্যে বুঝাইতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ প্রস্তাব করিল, "ছোক্‌রাটাকে ছেড়ে দিলে, ছোক্‌রাটা চিরকাল ভাত কাপড়ে সুখে থাকবে এবং তুমিও বাকী জীবন সুখে কাটাইতে পারিবে। আমি চেষ্টা করিলে তোমাকে এই মোকদ্দমা হইতে অব্যাহতি দিতে পারি।"

গিরিবালা অটল ভাবে উত্তর করিল, "মহাশয়! আমি অব্যাহতি চাই না; আমাকে আজই এখান হইতে চালান দিন।"

প্রথম যাত্রা ব্যর্থ হইল। আকবরকে ডাকিয়া দারোগা-বাবু গিরিকে ও সুকুমারকে বাসার ভিতর পাঠাইয়া দিল।

থানার পশ্চাতে বাঁশের বেষ্টনী। তাহার ভিতর বড়-বাবুর বাসা বাড়ী। বাসাতে তিন খানা ঘর; উহার এক খানা প্রায়ই খালি থাকে। কখনও অতিথি অভ্যাগত জন আসিলে, তাঁহারা সেখানে থাকেন।

দারোগাবাবু গিরিকে সেই দিনের জন্য সেই ঘরেই রাখিল এবং স্ত্রীকে ধীরে ধীরে মস্ত একটা আয়ের কথা শুনাইয়া আফিস ঘরে চলিয়া গেল।

দারোগা বাবুর স্ত্রী আসিয়া গিরিকে অনেক প্রকার প্রশ্ন করিল। গিরি মাথা নীচু করিয়া সব কথার যথাযথ উত্তর দিল এবং অসঙ্গত প্রস্তাবের কথাও খুলিয়া বলিল। অবশেষে পায় ধরিয়া কহিল, "মা! তোমার পায় পড়ে দুইটা জিনিষ ভিক্ষা করি—স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম আর শিশুর জীবন যেন বজায় থাকে।"

রমণী—ভয় নাই মা! আমার জীবন থাক্‌তে তোদের গায়ে হাত দিতে দিব না। বাসার মধ্যে ভয় কি?"

সন্ধ্যার পর দারোগা বাবু আসিয়া স্ত্রীর সঙ্গে অনেক ক্ষণ কি কথাবার্ত্তা কহিল; পরে একটুক বাক্‌বিতণ্ডাও চলিল। অবশেষে চটিয়া বাহির হইয়া গেল। কহিয়া

গেল, "শুয়ো শুয়ে পড়, তালা বন্ধ করিয়া চাবিটা না পাঠাইলে অকল্যান ঘটবে।"

বলা হওয়া মাত্র গিন্নী গিরিকে ও তাহার শিশুটিকে খাওয়াইয়া সেই নির্দ্দিষ্ট ঘরে শুইতে দিল। নানা প্রকার ... কথা ভাবিতে ভাবিতে গিরি বিছানায় বসিল। গিন্নী ... করিয়া গেল, "মা! নির্ভয়ে ঘুম যা—আমি-ই আছি।"

গিন্নী কর্তার আদেশ মত তালা বন্ধ করিয়া চাবির তোড়া আফিসে পাঠাইয়া দিল এবং তখনই দাদাকে এক পত্র লিখিল।

অপরাপর সকলে যথা সময়ে আহারাদি শেষ করিয়া শুইতে গেল। বড়বাবু রিপোর্ট খানা শেষ করিবার জন্য পুনরায় আফিসে গিয়া বসিলেন। নিদ্রায় অভিভূত হইয়া সেই খানেই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

রাত্রি প্রায় তিনটা কি চারিটা, এমন সময় দারোগাবাবু চাবির তোড়া লইয়া আসামীর ঘরের কাছে আসিল। দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। দেখিল, তালা খোলা। পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তোড়ার কোন চাবিই তালায় লাগে না। পরে দুয়ারে ঘা মারিল—দুয়ার ভিতর হইতে বন্ধ। কেহই দরজা খুলিল না। লাথি মারিয়া কবাট ভাঙ্গিল। ব্যস্ত ভাবে ঘরে ঢুকিয়া দেখে, মশারির বাহিরে কিরণ

বসা, মিটমিটে আলো জ্বলছে। বাবু চক্ষু খোলাইয়া কহিল, "কিরণ! এখানে কেন?"

কিরণ—এত রাত্রিতে তুমিই বা এখানে কেন?

বাবু—দরকার আছে বৈ কি! যদি বাচাইতে পারি?

কিরণ—যদি পার, তাই কর না, আমিও সাহায্য করব।

বাবু—তোমার এত কথায় কায কি? বের হও।

কিরণ স্বামীর পায় পড়িয়া কহিল, "নাথ! অনাথাকে ক্ষমা কর। যাহাতে মঙ্গল হয়, তাই কর। নাককাটী অনাথার জীবন। সামান্য হাজার টাকার লোভে ছেলেটাকে ঘাতকের হাতে দিও না। আর স্ত্রীলোকের ধর্ম্মেও হস্তক্ষেপ করো না।"

বাবু—যে বেটী সারা জীবন ধর্ম্ম বেচে পেট চালায়, তার আবার ধর্ম্ম! রামবাবু কি ছেলেটার পর? পা ছেড়ে দে! আমি ত ওকে দুই পথই বল্‌ছি। যেটা খায়, বলুক; আমি চিরকাল সুখ-শান্তিতে ভরণ পোষণের ভার নিব। এখনও রিপোর্ট শেষ করি নাই। ছুরীটি খাচতে চাইলে মুহূর্ত্তে রিপোর্ট বদলাইতে পারি।

গিরিবালা—দারোগা বাবু! অসঙ্গত ভাষায় জিহ্বাকে কলুষিত করবেন না। স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম আর তাহার কোলে

লিখুন জীবন, দুই-ই সমান! আপনি কোনটাই আশা করতে পারেন না। আপনার কলমে যত জোর থাকে লিখুন। এখন সরে যান।

দারোগাবাবু ক্রোধে জ্বলিয়া কিরণের হাত হইতে খাতা ছিনাইয়া লইয়া কহিল, "তোদের জীবন এবং ধর্মতো আমার হাতে! আমি এখনই তার পরীক্ষা করতে পারি।

কিরণ—দেখ। তুমি স্বামী, ইষ্টদেবতা; শত বার আমার পূজা পাইতে পার—একবারও স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় পাইতে পার না। এই আমি কন্যাজ্ঞানে গিরিবালাকে কোলে নিলাম। দেখি, মায়ের কোল থেকে কন্যা ছিনাইতে কে সাহস করিতে পারে!

এই বলিয়া কিরণ রণচণ্ডীর মত গর্জ্জন করিয়া গিরির গায়ের উপর হাত বাড়াইয়া বসিল। কিরণ ও গিরি উভয়েই থরথর কাঁপিতে ছিল—একজন ক্রোধে, আর একজন বিপদে।

কিরণ পুনরায় কহিতে লাগিল, "যে দেশে স্ত্রীলোককে পুরুষলক্ষ্মী বলিয়া ডাকে; যেখানে স্ত্রীলোকের সম্মান রক্ষার জন্য পুরুষেরা মরণকেও তুচ্ছ করে; যেই স্থানে সতীর অপমান করিয়া রাবণ, দুর্য্যোধন ইত্যাদির মত বীর সবংশ ধ্বংস হইয়া গেল—তুমি সেই দেশের মানুষ হইয়া একটা

অনাথা স্ত্রীলোকের অপমান করিতে কুণ্ঠা বোধ করল না। ধিক্ তোমার মত কাপুরুষের জীবন! যদি মঙ্গল চাও,—

কথা না ফুরাইতে দারোগা বাবু কিরণকে বল পূর্ব্বক বাহির করিয়া দিতে চাহিল। কিরণ গর্জ্জিয়া উঠিল দুরুম্ করিয়া এক আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে কিরণ মাটিতে হেলিয়া পড়িল—রক্তে চতুর্দ্দিক ভাসিয়া গেল। শেষ রাত্রিতে অস্বাভাবিক শব্দ শুনিয়া চারিদিক হইতে ছুটিয়া করিয়া লোক আসিয়া জড় হইল।

গিরিবালা নূতন এক খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত।

দুই নম্বর মোকদ্দমা। বিচারের দিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সাক্ষীদিগকে ডাকিয়া একে একে সাক্ষ্য লইতে লাগিলেন। প্রথমতঃ বিরুবাবুর সাক্ষ্য লওয়া হইল। তিনি বলিলেন যে চির-প্রসিদ্ধ ডাকাতের হাতে অনুকূলের আঙটি দেখিয়া এবং সুষমাবালার দুরভিসন্ধিতে সন্দিহান হইয়া রহিমকে ধরাইয়া দিয়াছেন।

অতঃপর সাক্ষী নরেশ বাবু আসিয়া তাহার রিপোর্ট সত্য প্রমাণ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। তাহার মতে, গিরি কিরণকে গুলি করিয়াছিল। কিরণ গিরির পলায়নে বাধা দিয়াছিল—এই তাহার কারণ।

চৌকীদার, বরকন্দাজ এমন কি থানার পূর্ব্ববর্ত্তী সকলেই

দারোগার কথার পুনরাবৃত্তি করিল। খুন প্রমাণ হইল। কিন্তু মূল মোকদ্দমায় রহিম অব্যাহতি পাইল। অনুকূল সাক্ষ্য দিতে আসিয়া আঙটিটা তাহার বলিয়া স্বীকার করিলেও অতীত দুঃখের ইতিহাসের পাতা উল্টাইতে চাহে নাই—মরার হাতের জিনিস কেহ কুড়াইয়া পাইতে পারে বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিল।

বিচারক গিরির পক্ষে কোন সাক্ষ্য না পাইয়া খুনী বলিয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

বিচারালয় বিষাদের অতলগর্ভে নিমজ্জমান। দর্শক, উকীল, ব্যারিষ্টার, সকলই যেন বিষাদে ডুবিয়া শ্বাস-রুদ্ধ হইয়াছে। গিরির বেদনার কথা কহিতে একটী লোকও নাই। এমন সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে একটা লোক আসিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল "হুজুর। বিচার না করে গিরিকে দণ্ড দিবেন না। গিরির কিছুমাত্র দোষ নাই—এ নর-খাদকের চক্রান্ত।"

বিচারক—চিৎকার কর্চ্ছ কেন? গিরি চিরকাল ডাকাতের সাহায্য করেছে, অবশেষে পুলিশের হাত থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্য মানুষ খুন করেছে—এর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ দিতে পার?

"পারি—যথেষ্ট পারি। যাহাকে নদী হইতে তুলিয়া